উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৮৬০.১৯ (-১৯৭.৯৭)

নিফটি : ২৩,৫৫৯.৯৫ (-৪৩.৪০)

বাঙালি ব্যবসায়ীকে রতনের ৫০০ কোটি

রতন টাটার সম্পত্তির বিপুল ভাগ পাচ্ছেন জামশেদপুরের ব্যবসায়ী মোহিনীমোহন দত্ত। উইলে মোহিনীমোহনের জন্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা রেখে গিয়েছেন রতন টাটা। » ৯

ফিরবেন ৪৮৭ ভারতীয়

অবৈধভাবে বসবাসকারী ৪৮৭ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠাবে আমেরিকা। তবে হাতকড়া বিতর্কে রাষ্ট্রসংঘে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১২°	২৭°	১১°	২৭°	১০°	২৭°	১৩°

টলিপাড়ায় চরম টানাপোড়েন » ৭

শিলিগুড়ি ২৫ মাঘ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 8 February 2025 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 260

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভুলে রাশ টানতে ব্যর্থ সিপিএমের সম্মেলনপর্ব

গৌতম সরকার

সিপিএমে এখন সম্মেলনপর্ব। বাম দলে সম্মেলন মানে সংগঠনে ঝাঁকুনি। ভবিষ্যতে এগিয়ে চলার দিশা ইত্যাদি। খানিকটা উৎসবও। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিএমে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, ভুলও হয়েছে বহু। জ্যোতি বসুর সেই 'ঐতিহাসিক ভুলে'র মতো আরও অনেক ভুল সিপিএম কখনও স্বীকার করেছে, কখনও করেনি। করলেও বাঙাল প্রবাদের মতো 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র।' যখন সেই ভুলের মাশুল গোনা ঠেকানোর উপায় থাকে না।

হাতেগরম উদাহরণ গত বিধানসভা নির্বাচন। বাম দলে নির্বাচনি পর্যালোচনা মানে দফায় দফায় বৈঠক, 'বস্তুবাদে'র আলোয় হারজিতের চুলচেরা বিশ্লেষণ, সেজন্য দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচে নথি তৈরি ইত্যাদি। সেই নথি ক'জনে পড়ে সন্দেহ হয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় আবার শূন্য হওয়ার পর সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের মালুম হল, মমতার পাইয়ে দেওয়ার কৌশলের চড়া সুরে সমালোচনা বড় ভুল হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আঁচলে বাংলার লক্ষ্মীদলের ভোট-বাঁধা পড়াটা নাকি সিপিএম বুঝতেই পারেনি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে ভিক্ষার ভাণ্ডার বলে প্রচার করেছে। যাতে বাংলার লক্ষ্মীদের বিরাগভাজন হতে হয়েছে সিপিএমকে। ইভিএমে কাস্তে-হাতুড়ি-তারা চিহ্নে ভোট দেওয়ার লোক পেতে কালঘাম ছুটেছে সিপিএমের। অথচ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী ইত্যাদি নিয়ে দেশে-বিদেশে চর্চা অনেক। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মানুষের হাতে টাকার গুরুত্ব অর্থনীতিবিদদেরও আলোচ্য।

মাটিতে কান পাতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টান টের পেতে অসুবিধা হচ্ছিল না। সেখানে 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা' অবস্থান নিয়ে শুধুই সমালোচনা করে গিয়েছে সিপিএম। এই আত্মঘাতী কৌশল যখন বুঝল সিপিএম, তখন সংশোধনের আশু সুযোগ আর নেই। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বেঁধেছে সিপিএম। *এরপর বারোর পাতায়*

প্রেমের জোয়ারে

... তা বলে কি প্রেম দেব না! প্রিয়জনের জন্য গোলাপ বাছাই তরুণীর। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

সবিনয় নিবেদন

সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুর খরচ গত কয়েক বছর ধরে বেড়েছে। তা সত্ত্বেও এই ব্যয় বৃদ্ধির আঁচ থেকে প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের আমরা দূরে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছি। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় এসে ঠেকেছে যে, এবার আপনাদের একটু সহযোগিতা না পেলে আর পেরে ওঠা যাবে না। সপ্তাহে ৭ দিনই নয়, ৬ দিন- রবি থেকে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের দাম ১ টাকা করে বাড়ছে। অর্থাৎ, সোম থেকে শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের দাম থাকছে ৫ টাকা, রবিবার ১ টাকা বেড়ে ৭ টাকা।

এই পরিবর্তিত মূল্য কার্যকর হবে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে

১৯৮০ সালে আত্মপ্রকাশের পর শিগগিরই উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় হয়ে ওঠা উত্তরবঙ্গ সংবাদ বরাবর প্রিয় পাঠক/পাঠিকাদের সহযোগিতা এবং সমর্থন পেয়ে এসেছে। আপনাদের সেই আশীর্বাদের ধারা একইভাবে আমাদের প্রতি বহমান থাকবে, এই প্রত্যাশায় রইলাম।

-প্রকাশক

ঢাকার দূতকে ডেকে বার্তা

হাসিনায় লাগাম নয় ভারতের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের ছোড়া ইটের জবাব যেন পাটকেলে। শেখ হাসিনা ভারতের আশ্রয়ে থেকে লাগাতার চাঁছাছোলা বিবৃতি দেওয়ায় ভারতকে কড়া বার্তা দিয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটা বিবৃতিতে ভারত বুঝিয়ে দিল, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথায় লাগাম পরানোর প্রশ্নই ওঠে না।

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে শুক্রবার বলেন, 'শেখ হাসিনা যা বলেছেন নিজের এক্তিয়ারে বলেছেন। তাতে ভারতের হাত নেই। এই বিষয়টিকে ভারত সরকারের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনও ইতিবাচকতা আনবে না।' নয়াদিল্লির বক্তব্য, 'ভারত সরকার দু'দেশের সম্পর্কে উন্নতির চেষ্টা করবে। পরিস্থিতি না বিষিয়ে বাংলাদেশও একইরকম অবস্থান নেবে আশা করি।'

হাসিনার বিবৃতি দেওয়া বন্ধ করতে বৃহস্পতিবার ঢাকায় ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছিল বাংলাদেশ সরকার। জবাবে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার মহম্মদ নুরুল ইসলামকে সাউথ ব্লকে তলব করা হয়। তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, বাংলাদেশ সরকারের বারবার নেতিবাচক মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক।

ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেও হাসিনার একের পর এক লাগাতার ভাষণকে ভালো চোখে দেখছেন না বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ছাত্র-জনতার রোষে শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও শুক্রবারও আবার যাবতীয় অশান্তির দায় হাসিনার ঘাড়ে চাপিয়েছে ইউনূস সরকার।

লুটপাট চলছেই

- মুজিব পরিবারের সম্পত্তি ধ্বংসে বিরত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন মুহাম্মদ ইউনূস
- তাঁর বার্তা যে কাজে আসার নয় তা প্রমাণিত হয়েছে শুক্রবারও
- আগের দু'দিনের মতোই যথারীতি লুটপাট চলেছে মুজিবুরের বাসভবনে
- ঢাকার প্রতিনিধিকে ডেকে পালটা কড়া বার্তা শুনিয়েছে নয়াদিল্লি

প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'শেখ হাসিনা বছরের পর *এরপর বারোর পাতায়*

বিপজ্জনক বাড়িতে আতঙ্ক

গা-ছাড়া মনোভাব গৃহকর্তাদের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : কোনও বাড়ির বাইরের দেওয়াল থেকে খসে পড়েছে পলেস্তারা। কোনও বাড়ির অবস্থা এতটাই খারাপ যে তা প্রায় হেলে পড়েছে পাশের বাড়ির ওপর। আবার অনেক বাড়ির ছাদে বটগাছ মহীরুহ হওয়ার অপেক্ষায়। এসব বাড়ির বয়স কোনওটির ৭৫ বছর, আবার কোনওটি ১০০ ছুঁইছুঁই। অনেকে আবার এই ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলিতে এখনও বসবাস করছেন। অনেকে ঘর ছাড়লেও বাড়ির নীচে দোকান ভাড়া দিয়েছেন।

শহরের জনবহুল এলাকায় এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু বিপজ্জনক বহুতল। এনিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে আশপাশের বাড়ির লোকজন। তবে পুরনিগমের তরফে ইতিমধ্যেই সুভাষপল্লি সহ কয়েকটি এলাকায় বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙা হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আগে কোনওদিন বেআইনি বাড়ি চিহ্নিত করা হয়নি। আমরা বোর্ডে আসার পর বিপজ্জনক বাড়ি চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়ি ইতিমধ্যে ভাঙাও হয়েছে। অনেকগুলি বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

বিভিন্ন ওয়ার্ডের মতো শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিপজ্জনক বাড়ির তালিকা তৈরি করে তা পুরনিগমে জমা দিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহা। কিন্তু এই তালিকার বাইরেও অনেক বাড়ি রয়েছে। কলেজপাড়ায় হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই ৬০ বছরেরও বেশি সময় পুরোনো একটি বহুতল নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে। সেখানে বহুতল থেকে চাঙড় খুলে রাস্তায় পড়েছে কয়েকবার। বাড়ির মালিক দেওয়ালের গায়ে সবুজ কাপড় আটকে দিয়েছেন যাতে ওই চাঙড় আর রাস্তার ওপর না এসে পড়ে। এক প্রতিবেশী জানালেন, আমি ও আমার পরিবার ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি। যখন-তখন ওই বিপজ্জনক বহুতল থেকে বড় বড় চাঙড় এসে আমার বাড়িতে পড়ে। যে কোনওসময় আমরা দুর্ঘটনায় পড়ব। বিষয়টি ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে জানিয়েছি।'

বর্তমানে ওই বাড়িতে থাকেন মালিকের ছেলে প্রশান্ত সোনি। তিনি বললেন, 'আমরা এখানে থাকি। বাড়িটি খুব শীঘ্রই মেরামত করা হবে।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহার বক্তব্য, 'আমার ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি বাড়ি, বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করে তার তালিকা পুরনিগমে দিয়েছি। এই বাড়িটি নিয়েও

অভিযোগ পেয়েছি। বিপজ্জনক বাড়ির তালিকায় এই বাড়িটির কথাও উল্লেখ করা হবে।'

কলেজপাড়ায় এরকম আরও কয়েকটি বাড়ি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। এর মধ্যে কলেজপাড়ায় যে জায়গায় সারি দিয়ে বইয়ের দোকান রয়েছে, সেই বিল্ডিংটাও বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত। বাঘা যতীন পার্ক এলাকায় একটি বেসরকারি বাংলামাধ্যম স্কুলের পাশের বাড়িটিও বিপজ্জনক।

এরপর বারোর পাতায়

চা বলয়ে জমি ইস্যুতে অশনিসংকেত

পর্যটন সহ অন্য বাণিজ্যিক কাজে বাগানের অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ ফেব্রুয়ারি : জবরদখল, জমি মাফিয়াদের বেআইনি কারবার সহ নানা কারণে গত কয়েক দশকে বেহাত হয়েছে চা বাগানের হাজার হাজার হেক্টর জমি। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মতো বর্ধিষ্ণু শহর লাগোয়া এলাকায় বাগানের জমি কার্যত লুট হচ্ছে। সেই জমি উদ্ধারে আজ পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপই করেনি রাজ্য। উলটে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকা সহ বিভিন্ন বাগানে লুট হওয়া চা বাগানের জমিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বত্ব পাইয়ে দিতে সক্রিয় হয়েছেন শাসকদলের নেতাদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে পর্যটন সহ অন্য বাণিজ্যিক কাজে বাগানের অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আন্দোলনের জন্য জোট বাঁধছে পাহাড় থেকে সমতল।

সিদ্ধান্ত বদল না করা হলে মাধ্যমিক পরীক্ষার পর উত্তরকন্যা অভিযানের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আদিবাসীদের সংগঠন ইউনাইটেড

ফোরাম ফর আদিবাসী রাইটস-এর নেতারা। শুক্রবার শিলিগুড়ির বাতাসিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। পরে খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ওই ইস্যুতে শুক্রবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গেও কথা বলেছেন। অনীতের বক্তব্য, 'বাইরে থেকে শিল্পপতি এসে পাহাড়ের সৌন্দর্য নষ্ট করে হোটেল, রেস্তোরাঁ করবে এটা করতে দেব না। কোনওভাবেই যাতে দার্জিলিংয়ের চা বাগানের জমি 'ফ্রি হোল্ড' না করা হয় সেটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, শ্রমিকদের বোনাস, জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে এমনিতেই চা শ্রমিক মহলে ক্ষোভ রয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যের নয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে পাহাড়জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাগান মালিকদের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি নয়। তবে প্রকাশ্যে ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ *এরপর বারোর পাতায়*

গোলাপ দিবসের আগে জোড়া গণধর্ষণ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসার সপ্তাহের আগের দিনই প্রেমহীন নৃশংসতা। একই দিনে দুটি গণধর্ষণ উত্তর দিনাজপুর জেলায়। যেখানে রক্তাক্ত হল শৈশব ও কৈশোর। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অপহরণ করা হয়েছিল ক্লাস নাইনের এক ছাত্রীকে। অভিযোগ চারজন তরুণ গণধর্ষণ করে সেই কিশোরীকে ডালখোলা বাইপাসে ফেলে রেখে পালায়।

দ্বিতীয় ঘটনায় হেমতাবাদ থানা এলাকায় একইরকম নৃশংসতার শিকার হয়েছে নয় বছরের এক বালিকা। তাকেও গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ডালখোলার কিশোরীর মতো এই নাবালিকাকেও ফেলে রেখে পালায় দুষ্কৃতীরা। বালিকাটি গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে ছিল একটি ভুট্টাখেতে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে উদ্ধার করে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ডালখোলা বাইপাসের ধারে উদ্ধার কিশোরীকে শুক্রবার ভোরে উদ্ধার করে পুলিশ। দুজন নির্যাতিতাই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। ডালখোলা বাইপাসে উদ্ধার কিশোরীর ওপর নির্যাতনের খবর তার পরিবার পায় ডালখোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে। পরিবারটি হেমতাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চারজন তরুণকে খুঁজছে পুলিশ।

নির্যাতিতা ছাত্রীর মায়ের কথায়, 'স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুটি বাইকে চারজন তরুণ আমার মেয়েকে অপহরণ করেছিল। গণধর্ষণ করে ডালখোলা বাইপাসে ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশের ফোনে জানতে পারি আমার মেয়ে ডালখোলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি রয়েছে।'

এরপর বারোর পাতায়

বাড়ি না লিখে দেওয়ায় মাকে খুন

খুনের পর জটলা দুর্গা দাস কলোনিতে। ছবি : বাপ্পা রায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : দাবিমতো সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় মাকে গলায় ফাঁস দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে ছোট ছেলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গা দাস কলোনিতে। পুলিশ জানায়, নিহতের নাম মঞ্জু মহন্ত (৬১)। ঘটনার পর অভিযুক্ত বাড়ির পিছনে লুকিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দিলে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম শ্রীকৃষ্ণ মহন্ত। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, নারকেল দড়ি দিয়ে বৃদ্ধার গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, বাড়ির হোল্ডিং নম্বর মায়ের নামে থাকায় সেটা বদলে নিজের নামে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই রাজি হননি। বিভিন্ন সময় মায়ের সঙ্গে ঝামেলা লেগেই থাকত ছেলের। তবে এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শনিবার ধৃতকে আদালতে তুলে রিমান্ডে নেওয়া হবে।'

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই নিজের দুর্গা দাস কলোনির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভক্তিনগরে আলাদা ভাড়াবাড়িতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের দাদা শিবু। পেশায় রংমিস্ত্রি শিবু অন্যদিনের মতোই রঙের কাজ করতে বেরিয়েছিলেন এদিন। কাজের সময় ফোন বেজে ওঠে শিবুর। শিবু দেখতে পান, ফোনে ভেসে উঠেছে দুর্গা দাস কলোনিতে থাকা এক বাসিন্দার নম্বর। ফোন ওঠাতেই উলটো পাশ থেকে শুনতে পান, 'তোর মা মারা গিয়েছেন। তোর ছোট ভাই মেরে দিয়েছে।' কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি শিবু। তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে দেখেন বাড়ির সামনে ভিড়। দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশও। ঘরে ঢুকতেই দেখেন মা মাটিতে পড়ে রয়েছেন। মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। গালে ক্ষত।

এরপর বারোর পাতায়

ভালোবাসার গল্প

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ নাগরাকাটা ব্লকের এমনই এক অন্য কাহিনী

ওঁরা যেন পর্দার আমির-মনীষা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নয়ের দশকে মুক্তি পাওয়া 'মন' সিনেমায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে বিয়ে করার কথা ছিল আমির খান (দেবকরণ সিং) আর মনীষা কৈরালা (প্রিয়া)-র। দুর্ঘটনায় পা হারিয়ে সেদিন প্রিয়া পৌঁছাতে পারেনি দেবকরণের কাছে। অনেক পরে দেবকরণ জানতে পারে প্রিয়ার দুর্ঘটনার কথা। নিজের ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিতে দেব বিয়ে করে প্রিয়াকেই।

চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার ভাঙাচোরা ঘরে থাকা বিশাল কিন্তু অনায়াসে টেক্কা দেবেন আমির খান থুড়ি দেবকরণকে। কারণ তাঁর 'প্রিয়া'-র দুটো পা নেই জেনেই তিনি প্রেমে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, বিয়েও করেছেন। ভগৎ সিং চা বাগানের বিশাল ওরাওঁ-সুরিনা এক্কার প্রেম থেকে দাম্পত্যে সত্যিই জীবনের রূপকথা লেখা।

১৯৯৫ সালের এক শীত সন্ধ্যায় চম্পাগুড়ি থেকে নাগরাকাটাগামী একটি যাত্রীবোঝাই বাস ভগৎপুর চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা চাদর লাইনের সামনে রাস্তা থেকে উলটে সোজা সুরিনাদের বাড়িতে ঢুকে যায়। সে সময় সুরিনার বয়স মোটে পাঁচ বছর। নিজেদের এক চিলতে উঠোনে বসে খেলছিল সে। বাসের নীচে চাপা পড়া সুরিনাকে মারাত্মক জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর প্রাণ রক্ষা হলেও তাঁর দুটো পা-ই হাঁটুর ওপর থেকে বাদ দিয়ে দিতে হয়।

হার মানেননি সুরিনা। জীবনযুদ্ধের ময়দানে ছুটেছে প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গী করেই। দিনের পর দিন হাঁটুতে ভর দিয়েই স্কুল,

মেয়ের সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে বিশাল-সুরিনা। নাগরাকাটায়।

কলেজে তাঁর যাতায়াতের দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছে নাগরাকাটার আট থেকে আশির প্রত্যেকেই। হিন্দিতে স্নাতকোত্তরের ডিগ্রি হাসিলের ফাঁকেই মন দেওয়া-নেওয়ার শুরু বাগানেরই তরুণ বিশালের সঙ্গে। ২০১৯-এর শেষদিকে চার হাত এক হয়। কোল আলো করে আসে ফুটফুটে মেয়ে সোফিয়া। এখন সেই খুদের বয়স ৪ বছর। সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাত্র ৭ দিন হল সুরিনা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাজে যোগ দিয়েছে। 'দিদিমণি'-র যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই সাইকেলে চাপিয়ে স্ত্রীকে বাঁশবাড়ি লাইনের ১৩১ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রোজ পৌঁছে দিচ্ছেন বিশাল।

চাদর লাইনের বাড়ির পাশেই বিশালের একটি ছোট মনিহারি দোকান রয়েছে। ঘরকন্না সামলে আগে স্বামীকে দোকানের কাজে *এরপর বারোর পাতায়*

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এন.এফ. রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য ফেব্রুয়ারি/২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৫	২০/০২/২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৪-পার্ট-I। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, এত দ্বারা আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত ৪২ টি ইউনিটে স্থিত ৩২ টি স্টেশনে "ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রডাক্ট" এ অংশগ্রহণ করার জন্যে দেশীয় উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে লেনদেন করা ব্যক্তি, স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী (এসএইচজি সমূহ), সমাজের প্রান্তীয় এবং দুর্বল শ্রেণী থেকে নির্ধারিত বিন্যাসে এবং সিলবন্ধ প্যাকেটে (সিঙ্গল) আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করছে। সিলবন্ধ লেফাফায় (ইওআই) জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময় ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং সীলবন্ধ ব্যাক্সটি খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। ইওআই প্রপত্র উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.nfr.indianrailways.gov.in এও উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA ALIPURDUAR JUNCTION
P.O: ALIPURDUAR JN., DIST-ALIPURDUAR
WALK-IN-INTERVIEW

A Walk-in-Interview will be conducted at PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA ALIPURDUAR JN. To prepare panel of contractual teachers for different posts (PGTs, TGTs, PRTs) for the session 2025-26 as per the following schedule : -

Sl.NO	Date of Interview and Reporting Time	Subject
1.	18-02-2025 TIME 9:00 A.M TO 10:00 AM (Documents Verification TIME10:00 AM TO 04:00 PM (Interview)	1-**PGTs** :- Hindi, Physics, Chemistry, Maths, Biology, Computer Science) 2-**TGTs** :- (Hindi, Mathematics, Science) 3- **Miscellaneous Teacher** : Special Educator, Computer instructor, Games & Sports coach, Yoga(Coach), staff nurse, Counsellor.
2.	19-02-2025 TIME 9:00 A.M TO 10:00 AM (Documents Verification TIME10:00 AM TO 04:00 PM (Interview)	1-**PGTs** (English, Economics, History, Geography, Pol. Science), 2-**TGTs** (Sanskrit, English, Social Science), TGT (Art & Education), 3-**PRT, PRT** (Music) & **Dance** (Coach)

To prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely part time contractual basis for the Session 2025-2026 as per schedule and for more details visit our website: https://alipurduar.kvs.ac.in/regarding eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photocopies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interviews. (TGT and PRT-CTET is compulsory)
Principal

পঞ্চবটীতে বিধুশেখরের শ্লোক

সৌরভকুমার মিশ্র

শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ চত্বরে উদয়ন গৃহের পাশেই রয়েছে পঞ্চবটী।

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য 'পঞ্চবটী'তে স্থান পাচ্ছে কবির বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রীর শ্লোক লেখা ফলক। এবছর পঞ্চবটীর শতবর্ষ, শ্লোকটিরও। সেই উপলক্ষ্যেই বিশ্বভারতীর এই উদ্যোগ। আগামী ২৫শে বৈশাখ তার উন্মোচন ঘটবে। বিধুশেখর হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূমিপুত্র। এই স্বীকৃতি লাভের খবরে জন্মভূমির বুদ্ধিজীবী মহল তাই আনন্দবিহ্বল।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (ইংরেজি ১৯২৫ সাল)। শান্তিনিকেতনে জাঁকজমক করে রবীন্দ্রনাথের ৬৫ তম জন্মদিন পালিত হয়েছিল। সেবার অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা। উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিম অংশে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে কবি রোপণ করেছিলেন অশ্বত্থ, বট, বেল, অশোক ও আমলকী- এই পাঁচটি গাছের চারা। এই উপলক্ষ্যে একটি শ্লোক রচনা করেন শাস্ত্রী মহাশয়। শ্লোকটি হল 'পশুনাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছায়া।/ এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা।' যার অর্থ পশু, পাখি এবং পথিকদের মঙ্গলকামনায় রবীন্দ্রনাথ যত্ন সহকারে এখানে পঞ্চবটী রোপণ করলেন। উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এখনও সেই বৃক্ষগুলি রয়েছে। ১০০ বছর পরে ২০২৫ সালে পঞ্চবটীর ফলকে খোদিত হতে চলেছে সেই শ্লোক। যা রবীন্দ্রপ্রেমী পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হতে যাচ্ছে।

বিশ্বভারতী মিউজিয়ামের কিউরেটর প্রদীপ মণ্ডল জানান, রবীন্দ্রনাথের ৬৫ তম জন্মদিনে পঞ্চবটী স্থাপন করার বিষয়ে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়। শাস্ত্রী মশাইয়ের শ্লোকটি এবার শতবর্ষে পঞ্চবটীতে স্থাপন করা হবে।

'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' অর্থাৎ বিশ্ব যেখানে মিলেছে এক নীড়ে। এই বেদবাক্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিয়েছিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনের ডিরেক্টর অমল পাল বলেন, 'পুরানো দিনের মানুষেরা এই পঞ্চবটীর গুরুত্ব জানেন। তাই সকলের সহযোগিতায় এমন একটি কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমরা আপ্লুত।'

বিধুশেখর শাস্ত্রীর জীবনীকার প্রাক্তন অধ্যাপক সমর কুমার মিশ্র বলছেন, 'রবীন্দ্র সহচর হিসেবে পরিচিত পালি, সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর রচনা করেছেন। এমন মানুষের কর্মকাণ্ড পঞ্চবটীর ফলকে জায়গা পাচ্ছে এটা আমাদের কাছে খুবই গর্বের বিষয়।'

গঙ্গা থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণে চার প্রকল্প

পূর্ণেন্দু সরকার

সামসী ভুটান থেকে নেমে আসা রেতি সুকৃতি নদী। যা বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠে।

জলপাইগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মালদার গঙ্গা থেকে ভুটান সীমান্তে ডুয়ার্সের রেতি সুকৃতি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে চারটি প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠাল সেচ দপ্তর। ডিসেম্বরের ৩১ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সেচ দপ্তরের ডিরেক্টর পর্যায়ের টেকনিকাল এবং স্ক্রিনিং কমিটিতে প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেখানে প্রস্তাবগুলি পাশ হওয়ার পর রাজ্যের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের কথায়, 'এই প্রকল্পগুলি ডিপার্টমেন্টাল স্ক্রিনিং কমিটি এবং ডিরেক্টর লেভেল টেকনিকাল কমিটিতে আলোচনার পর প্রস্তাব আকারে রাজ্যের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সামান্য কিছু কাজের পরিবর্তন হলেও প্রকল্পগুলির অনুমোদন পাওয়া যাবে।' প্রশাসনিক অনুমোদন পেলেই কাজের প্রস্তুতি শুরু করা হবে বলে তিনি জানান।

উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর দিনাজপুর, শিলিগুড়ি মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি জেলায় চারটি প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে ২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে মালদার মানিকচকে ফরাক্কা ব্যারেজের গঙ্গা নদীর বাঁ-হাতি বাঁধে প্রায় ১৭০০ মিটার এলাকাজুড়ে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হবে। এজন্য ১৪ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের চামুর্চির কাছে ভুটান সীমান্তে রেতি সুকৃতি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর। ভুটান থেকে নেমে আসা বিপুল জলরাশি রেতি সুকৃতি নদী দিয়েই ডুয়ার্সে প্রবাহিত হয়। রেতি সুকৃতি নদীর ডানদিকের বাঁধে প্রায় ১ কিমি এবং একটু নীচে রিয়াবাড়ি চা বাগানের কাছে ১.৩৫ কিমি এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হবে। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের গুলন্দর এলাকায় সুই নদীর বাঁ-দিকের বাঁধ বরাবর ৮০০ মিটার এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে সেচ দপ্তর। খরচ হবে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হবে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার মাটিগাড়া ব্লকে পঞ্চনই নদীর ডানদিকের অংশেও। সেখানে খরচ ধরা হয়েছে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। পঞ্চনই নদীর উপর মোট ১ কিমি ৭০০ মিটার এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হবে। এর মধ্যে শালবাড়ি কৃষিফার্ম এলাকায় ২০০ মিটার, মহাবীর হাইস্কুলের সামনে ৬০০ মিটার এবং দাগাপুর চা ফ্যাক্টরির কাছে ৪০০ মিটার ও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ৫০০ মিটার এলাকাজুড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে সেচ দপ্তর।

সেবক-রংপো রুট

ট্রেন কবে চলবে, নিশ্চিত নন রেলমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সেবক-রংপোর মধ্যে ট্রেন ছুটবে কবে, নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। প্রকল্পটি চলতি বছরের অগাস্টের মধ্যে শেষ হবে, শুক্রবার রাজ্যসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। প্রকল্পটির ক্ষেত্রে কেন দেরি হচ্ছে, তাও তিনি জানতে চান।

জবাবি বক্তৃতায় বৈষ্ণো নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেকটাই দেরি হয়েছে। পাশাপাশি বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণকে বাঁচাতে রিয়াং এবং মেল্লিতে রেলপথ ঘোরাতে হয়েছে। তবে '২৩ থেকে বেহাল হয়ে থাকা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রকল্পটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন রেলমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তাটি বেহাল থাকায় ৮ এবং ১০ নম্বর টানেল তৈরির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে বর্তমানে কর্মীর সংখ্যার বৃদ্ধির পাশাপাশি কাজের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।'

শমীকের একটি প্রশ্নের জবাবে রেলমন্ত্রী জানান, প্রকল্পটিতে ১৪ টানেলের মধ্যে ইতিমধ্যে ১২টি টানেলের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ১২,১৩২ কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে '২৪-এর মার্চ মাস পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে ৭,০৩২ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২,৩৩০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে প্রকল্পটি ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্যারাটেতে দেশের সেরা উত্তরের ছেলে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : চাইলেই দারিদ্র্যকে হারিয়ে সফল হওয়া যায়। সেটাই প্রমাণ করলেন কামাখ্যাগুড়ি চরকতলার শুভজিৎ সরকার। আয়োজিত দ্বিতীয় ইউজিকেএফআই ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ শুভজিতের সাফল্য দারিদ্র্যকে হারিয়ে। ওই প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার ৭৫ কেজি বিভাগে তিনি সারা দেশে প্রথম স্থান অর্জন করছেন।

গত ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে ওই প্রতিযোগিতার আসর বসে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দলের হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর বিভাগের নাম কুমি বিভাগ। শুভজিতের কথায়, 'পরিবারের নুন আনতে পান্তা ফুরানো অবস্থা। অবশ্য পরিবার ও অন্যান্য আত্মীয়রা আমাকে যে মানসিক শক্তি জুগিয়েছে সেটাই সাফল্যের চাবিকাঠি। আমার প্রশিক্ষক প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন।'

তার সাফল্যের পেছনে রয়েছে তাঁর পরিশ্রম। দশ বছর বয়স থেকেই তিনি অভ্যাস শুরু করেন। তখন থেকে টানা আট বছর নিয়মিত বাড়িতে চর্চা করছেন। তারপর গত দুই বছর ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সৌরভ মণ্ডলের কাছে। সৌরভের বক্তব্য, 'রাহুল অত্যন্ত প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী। নিয়মিত প্র্যাকটিস ওকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। আগামীদিনে শুভজিৎ উপযুক্ত পরিকাঠামো পেলে আন্তর্জাতিক স্তরেও ও খেতাব জিতবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

শুভজিতের বাবা নেপাল সরকার সামান্য ফলের দোকান চালান। তাঁর কথায়, 'সংসার চালানোর পর ছেলেকে ক্যারাটের প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব সময় দিয়ে উঠতে পারি না। সরকার শুভজিতের খেলা চালিয়ে যেতে সাহায্য করলে একটা প্রতিভা অনেক দূর যাবে।'

শুভজিতের আক্ষেপ, তিনি কতদিন প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারবেন জানেন না। তিনি বললেন, 'ক্রিকেট ফুটবলের মতো ক্যারাটেকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রান্তিক এলাকায় প্রয়োজনীয় খেলার সরঞ্জামের অভাবে অনেক সময় প্র্যাকটিস বন্ধ থাকে। এভাবে আর কতদূর যেতে পারব জানি না।'

তাঁর ইচ্ছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন তাঁর মতো অসুবিধায় না পড়ে তা প্রশাসন দেখুক। উপযুক্ত পরিকাঠামো পেলে কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় অনেক প্রতিভা অনেক দূর যাবে।

কামাখ্যাগুড়ি

শুভজিৎ সরকার

সংশোধনী নং. ০২
তারিখ : ০৬-০২-২০২৫

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৪-৩৫, তারিখ : ২১-০১-২০২৫।
টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়, টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় এখন নীচের বিবরণ হিসেবে পড়তে হবে।
১। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়: ২৬-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা।
২। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ২৬-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টার পরে।
এই সংশোধনী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeT No.-39-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid : 07.02.2025 (As per server clock) Last date of submission of bid : 20.02.2025 (As per server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

১০ কেভিএ সহায়ক ট্রান্সফর্মার সরবরাহের ব্যবস্থা করা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/এলএমজি/১৯ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৩-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ইএল-টিআরডি-এলএফআর-এলএমজি-৩এইচই-এমএডি-৩০, কাজের নাম ঃ লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত গুয়াহাটি-ফলকাটি জং., চাপরমুখ জং.-সেনচোয়া জং.-আমনি এবং বদরপুর জং.-আগরতলা সেকশনে ১৭টি কর্মীযুক্ত নন-ইন্টারলকিং এলসি গেটের স্থানে ১০ কেভিএ সহায়ক ট্রান্সফর্মার সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৫৪,৭১,২৭৭.২৩ টাকা, বায়নার রাশি ঃ ১,০৯,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড ডিএস/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে কাভার্ড শেডের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮০-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এই অনুমোদিত কাজের বিপরিতে হেভি ডিউটি পেভার ব্লকসের দ্বারা সমীপবর্তী পথের ব্যবস্থা করার সঙ্গে নতুন সেবা ভবন এবং ডক পিট সহিত এআরটি রঙ্গাপারা নর্থে ১৪০ টি ক্রেনের জন্যে কাভার্ড শেডের নির্মাণ (স্টিল স্ট্রাকচার)- "রঙ্গাপারা নর্থে-সেবা ভবন এবং ডকপিট সহিত এআরটির ১৪০ টি ক্রেনের জন্যে কাভার্ড শেডের নির্মাণ"। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৭৮,৫৯,০৩২.৯৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩৯,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৬-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ দরপত্রের যে কোনও শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্য জমা করার পূর্বে মূল দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট / সংবাদপত্র / সংশোধনী পরীক্ষা করুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কিডনি চাই

'0'+ কিডনি চাই। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন। 9475649485/9832421579. (C/114707)

Notice inviting-E-Tender

Online applications for etender is invited by the U/S from the bidders through west Bengal Govt e procurement website www.wbtenders.gov.in. last date of document download 07.2.25 up to 6 pm. Last date of bid submission 22.02.25 at 3 pm. Date of technical bid opening 25.02.25 At 3 PM. Financial bid opening 27.02.25 at 4 pm At the office of U/S. Others details may be seen in the office during office hours of all working days & in website of www.ddinajpur.nic.in.
Sd/-
Prodhan
No.5 Bhatpara Gram Panchyat
Balurghat, Dakshin Dinajpur

আনুষঙ্গিক কাজের সাথে গুডস ইয়ার্ড সুবিধাগুলির উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : কেআইআর/ডিএসই/০২ অফ ২০২৫, তারিখ: ০৪-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সিসিরোড, আলোর ব্যবস্থা, সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার মত পণ্য ইয়ার্ডের সুবিধাগুলির এডিএফ উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ৬,৯৫,২৩,৯৮৪.৩০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৪,৯৭,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডেপুটি সিপিএম/জিএস, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাদা উত্তোলন এবং কাদাযুক্ত সামগ্রীর অপসারণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০৬ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৪-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-০৫-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ ডিইএন/গুয়াহাটি অফিসের অধীনে কলোনি এবং য়ার্ড নর্দমাসমূহের মেরামত সহিত নর্দমা এবং কালভার্ট থেকে কাদা উত্তোলনের সাথে কাদাযুক্ত সামগ্রীর অপসারণ (একবৎসরের জন্যে) (ডি-টেন্ডার)। টেন্ডার রাশিঃ ১,৯২,৩০,৬৫৬.৬৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৪৬,২০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-০৬-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ এসএসই/ডব্লিউ/ইস্ট/পাণ্ডু অফিসের অধীনে দুই (০২) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পাণ্ডু-ইস্টে সমগ্র জল যোগান পদ্ধতির সুগম পরিচালনের জন্যে প্রয়োজন হওয়া গ্রোপ প্যাড, নমনীয় হস পাইপ, পলিমার, হাইপো ক্লোরাইড, কমন সল্ট, ফিল্টার মিডিয়া, বাফেলো লেভার স্টীট, বাটার ফ্লাই ভালভ, চাল বুল্লা, এয়ার কম্প্রেসর আদির যোগান এবং পাণ্ডু - ইস্টের পাণ্ডু ফিল্টার প্ল্যান্টে সিত্রেক্স মেক-১০০০, সিত্রেক্স মেক-৫০০ ইলেক্ট্রো ক্লোরিনেশন সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণের সাথে অন্যান্য অধীনস্থ কার্য সহিত পিএস ট্যাংক ০১ এবং ০২ র জন্যে কাদা উত্তোলন এবং মেরামত। টেন্ডার রাশিঃ ১,৭৭,৬৪,৬২০.০৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

Sale Leyland 3525-2023-WB-73-G-6253. Ph. -3532950301. (C/113408)

টিউশন

Coaching for Assistant Engineer (Civil) for P.S.C. (M) : 6295834400. (C/114941)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার দলিল নং-৪৪৪৬, দাগ নং 439 RS, LR 223। শিলিগুড়ি রথখোলায় বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করবেন। M : 9434440631. -নিলা মজুমদার। (C/114970)

কর্মখালি

স্মার্ট মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই। দিবা-রাত্রির জন্য ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ২০-৩০-এর মধ্যে। মাসিক বেতন - ১৫ হাজার, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ - 96799-35591, ডঃ শাস্ত্রী, শিলিগুড়ি সেবক রোড, গ্রিনভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে।

•

শিলিগুড়িতে কার ড্রাইভার ও বাড়ির কাজের মহিলা (স্বামী ও স্ত্রী) চাই। থাকতে হবে। (M) 9434019915. (C/114830)

অ্যাফিডেভিট

গত 5/2/25 তারিখে শিলিগুড়ি E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Pradeep Kumar থেকে Pradeep Kumar Shaw নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/114965)

•

আমার আধার কার্ড নং 3279 7098 6470 নাম ভুল থাকায় গত 24-1-25, জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sushil Shaibya এবং Shaibya Saibya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মেচপাড়া, গয়েরকাটা, বানারহাট, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ। (C/113197)

•

আমি Pankaj Khajanchi, পিতা Niranjan Khajanchi. আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার D. Licence ও R.C. Card-এ নাম ও পদবি ভুল থাকায় APD. J.M. কোর্টে (551 of 5.2) অ্যাফিডেভিট বলে Pankaj Khajanchi ও Pankoj Khayanchi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

LAKSHMI PHOSPHATE
REQUIRES
Sales Managers & Officers
for selling pesticides.
Walk in interview
will be held on
10th Feb'25 at 11.00 AM
at Hotel Mayor,
near Sevok More, Siliguri

Tender Notice

The undersigned invites Tender vide NIT No-495/KMD; Dated-06/02/2025 for various types of Civil/Electrical works/Item Procurement.
Date of Purchasing of Tender Form: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 18.02.2025. Date of submission of Tender papers: Between 11.00 AM to 3.00 PM up to 19.02.2025. Tender Box opening date : On 20.02.2025 at 1.00 PM or any other day as specified by the undersigned.
Sd/- Executive Officer
Kushmandi Panchayat Samity, D/Dinajpur

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

সবাইকে মিত্তির বাড়িতে ফেরাতে জোনাকির সঙ্গে কী ফন্দি আঁটলেন সুধাচরণ মিত্তির? **মিত্তির বাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.২০ অ্যাকশন ২০১৯, সন্ধে ৭.১৫ মজনু, রাত ৯.৫৫ রংবাজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ১০০% লভ, দুপুর ২.৫৫ অভিমন্যু, বিকেল ৫.৩০ হাঁদা অ্যান্ড ভোঁদা, রাত ৯.৩০ পাপী, ১২.০০ বিসর্জন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সংসার, সন্ধে ৭.৩০ মহাজন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু, রাত ৯.৩০ দেবতা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী
জি সিনেমা : ১.৪২ হম আপকে হ্যায় কওন! বিকেল ৫.৪৭ ভালাত্তি, রাত ১০.৪৭ ব্লক
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.১৬ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৫.১০ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮.০০ রথনম, রাত ১০.৫৬ মিস্টার এক্স
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৩০ বাদশা পহেলওয়ান, ২.৪৫ এক কা দম এক, বিকেল ৫.১৫ দ্য রিয়েল লিডার ব্রহ্মা, রাত ৮.০০ গুন্ডা মাওয়ালি, ১০.৩০ ফিরঙ্গি
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.৩১ রথনম, ২.৪৫ রুদ্রন, রাত ৮.০০ দেবকী নন্দন বাসুদেবা, ১০.০০ দ্য রিটার্ন অফ লায়ন

বিসর্জন রাত ১২.০০ **জি বাংলা সিনেমা**

পুলিশ ফাইলস (আরজি কর কাণ্ড) রাত ৮.০০ **আকাশ আট**

হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি দুপুর ২.১৬ **অ্যান্ড পিকচার্স**

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.০০ দ্য লায়ন কিং, ২.৪৫ এক্স মেন, বিকেল ৪.১৫ জুরাসিক সিটি, ৫.৪৫ দ্য গুড ডাইনোসর, সন্ধে ৭.১৫ অ্যান্ট-ম্যান, রাত ১০.৪৫ টাইটানিক

টাইটানিক রাত ১০.৪৫ **স্টার মুভিজ**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সমস্যা নেই। পরিবারের কোনও সদস্যের কৃতিত্বে আনন্দ। **বৃষ :** বাবা ও মায়ের পরামর্শে সংসারে জটিল সমস্যার সমাধান। পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **মিথুন :** শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে। **কর্কট :** ব্যবসায় মন্দা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার স্বীকৃতি মিলবে। **সিংহ :** অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য। হঠাৎ কোনও নতুন কাজের সুযোগ আসবে। **কন্যা :** সারাদিন পরিশ্রমে কাটবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। **তুলা :** প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝবেন। মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সিদ্ধান্ত। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। **বৃশ্চিক :** বাড়ি সংস্কারে বাধা আসতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। **ধনু :** একাধিক উপায়ে অর্থ আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। **মকর :** ভাই-বোনের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি খবর পেতে পারেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **কুম্ভ :** পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। পেটের কারণে সমস্যা। **মীন :** সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনকে কুকথা বলে অনুতাপ। নিকট আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৯ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ২৫ মাঘ, সংবৎ ১১ মাঘ সুদি, ৯ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৯, অঃ ৫।২৫। শনিবার, একাদশী রাত্রি ৯।২০। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৭।২৯। বৈধৃতিযোগ দিবা ৩।৪২। বণিজকরণ দিবা ১০।৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৯।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৫৮ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৭।২৯ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৯।২০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে রাত্রি ৯।২০ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।৪২ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১ মধ্যে ও ৪।৪২ গতে ৬।১৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৫২ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৪ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১২ গতে ১।৫২ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৪।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

১৩৩ বছর পুরোনো বড় সাহেবের বাংলো

ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে ইংরেজদের তৈরি একাধিক বাংলো রয়েছে। তবে সেগুলি বেশিরভাগই কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি। কিন্তু দলগাঁও চা বাগানের বাংলোটি চুনসুরকি দিয়ে তৈরি। দোতলা এই ভবনটি দীর্ঘ ১৩৩ বছর ধরে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয়রা এই বাংলোটিকে বড়সাহেবের বাংলো নামে চেনেন। চা বাগান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, ভূমিকম্প, বন্যা সহ একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরেও বাংলোটির কোনও ক্ষতি হয়নি। এমনকি দীর্ঘ ১৩৩ বছরে বাংলোটি রক্ষণাবেক্ষণেরও প্রয়োজন পড়েনি।

অক্টোভিয়াস স্টিল অ্যান্ড টি কোম্পানি বাংলায় আসার পরেই মালবাজার থেকে দলগাঁও পর্যন্ত কয়লাচালিত রেলইঞ্জিন চালু হয়। তারপর ধীরে ধীরে দলগাঁও চা বাগান এবং বীরপাড়া সীমানা এলাকায় দুটি ইটভাটা তৈরি করে ইংরেজ চা কোম্পানি। নিজেদের ভাটায় তৈরি ইট দিয়েই ১৮৯০ সালে দলগাঁও চা বাগানে অফিস কোয়ার্টার এবং বেশ কয়েকটি ভবন তৈরি করা হয়। মাষকলাই, চুন এবং লালি গুড় সুরকির সঙ্গে মিশিয়ে দলগাঁও চা বাগানে ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যশৈলী মডেলে বাংলোটি তৈরি করা হয়। সেখানে চা বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার ম্যানসন সাহেব বসবাস করতেন। ১৩৩ বছরের সেই বাংলোটি এখনও একইরকম রয়েছে। সেখানে বর্তমান দলগাঁও চা বাগানের ম্যানেজার সস্ত্রীক বসবাস করছেন।

জানা যায়, চুনসুরকির এবং কোম্পানির নিজেদের ভাটায় তৈরি ইটের গাঁথুনি দিয়ে দোতলা বাংলোটি তৈরি করা হয়। ভবনটিতে মোট ১৩টি কক্ষ রয়েছে। হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার থেকে বাঁচতে ভবনের পিছনে দুটি গোপন দরজা ও সিঁড়ি রয়েছে।

সামনেই ২০২৫-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার আগে অনেক পরীক্ষার্থীকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এই সময়ে পরীক্ষার্থীদের শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। তাদের পর্যাপ্ত ঘুম, খাওয়াদাওয়া ও নিশ্চিন্তে থাকার উপায় নিয়ে আলোচনা।

খাবারে চাই ফল, দরকার পর্যাপ্ত ঘুম

বাপীলাল বালা

চিকিৎসক প্রফেসার অ্যান্ড এইচওডি, মেডিসিন, মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এখন যে কোনও পরীক্ষার আগে পড়ুয়াদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হচ্ছে মাধ্যমিক। স্বাভাবিকভাবেই এই পরীক্ষার আগে অনেক পরীক্ষার্থীদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এই সময়ে পরীক্ষার্থীদের শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত। সেটা শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে। এতে অভিভাবকদের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অভিভাবকরা যদি সন্তানদের মেন্টার সাপোর্ট দেন, তবে পরীক্ষার্থীরা অনেকটা সাহস পাবে। অনেকেই আবার পরীক্ষার চাপে খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেটা কোনওমতেই করা যাবে না। পরীক্ষার্থীদের দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখতে হবে। এই সময়ে অনেকেই ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেদিকেও নজর রাখতে হবে। খুব কাজ না থাকলে বাইরে বের হয়ে ঠান্ডা লাগানোর দরকার নেই।

পরীক্ষার্থীরা সবুজ শাক সবজি, ছোট তাজা মাছ নিয়মিত খেতে পারেন। সঙ্গে প্রতিদিন একটা করে ফল রাখতে হবে। কলা হজমের জন্য ভালো। সেক্ষেত্রে কলাও খাবারের তালিকায় রাখা যেতে পারে। যতটা সম্ভব বাইরের তেলেভাজা খাওয়ার এড়িয়ে চলুন। যার যে খাবারে অ্যালার্জি আছে, তার সে খাবার এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, কোনও কারণে খাবার থেকে পেটের সমস্যা হলে তার প্রভাব পড়তে পারে পরীক্ষায়। তাই পরীক্ষার বেশ কিছুদিন আগেই খাবার তালিকায় পরিবর্তন দরকার। এই সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পর্যাপ্ত ঘুম। অনেক পড়ুয়া পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়া শুরু করে দেন। এটা একদমই ঠিক নয়। দৈনন্দিন রুটিন থেকে আচমকা সরে এলে মানসিকভাবে সমস্যা দেখা দিতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন ৬-৭ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। তাতে যাতে কোনওমতেই ঘাটতি না দেখা দেয়। মাথা ঠান্ডা থাকলে উত্তর লিখতে সুবিধা হয়। চটজলদি মনে পড়ে যায় বিষয়।

অনুলিখন : অরিন্দম বাগ

দুশ্চিন্তা নয়, 'লেট ইট গো' ফর্মুলায় এগোতে হবে

উদয়ন প্রসাদ

মাধ্যমিকে রাজ্যে তৃতীয়, ২০২৪

মাধ্যমিক পরীক্ষাকে 'জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা' হিসেবে পরীক্ষার্থীদের শুনতে হয়। তবে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে এই ভাবনাচিন্তা মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে। এই ধারণা থেকেই চাপা ভয় তৈরি হয়। সাধারণ যে কোনও শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার মতোই মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ভাবতে হবে। তবে পরীক্ষা শুরুর কিছুটা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়া উচিত। কারণ, নতুন পরিবেশে পরীক্ষা দিতে হবে। সেই পরিবেশের সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। একদম রিলাক্স থাকতে হবে। না হলে 'সিলি মিসটেক'হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই কয়দিনে 'মাইন্ড ড্রাইভার্ট'করা যাবে না। একঘেয়েমি কাটাতে পছন্দের জিনিস নির্দিষ্ট ও স্বল্পসময় বেঁধে করা যেতে পারে।

দু'দিন বাকি মাধ্যমিক পরীক্ষা। এর মধ্যে ভুল করেও নতুন কোনও বিষয় পড়া যাবে না। সারাবছর ধরে আয়ত্ত করা বিষয়গুলি রিভিশন দিতে হবে। তার সঙ্গে আগে থেকে পড়া বিষয়গুলি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। টেস্ট পেপার এখন ধরার দরকার নেই। এতদিনে তা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। শুধু লাস্ট মিনিট সাজেশনের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। কারণ, সেগুলো থেকে কমন যে পাওয়া যাবে এমনটা নয়। এর উপর ভরসা করে থাকলে হবে না। এই সময়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র পাঠ্যবই। পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মস্থ করতে হবে। তাহলে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে প্রচুর উপকৃত হওয়া যাবে। এই কয়দিনে সহায়িকার চেয়েও বড় বন্ধু পাঠ্যবই। পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়া ভুল করা চলবে না। তাতে শরীর খারাপ হতে পারে। মানসিক চাপ তৈরি হলে জানা জিনিসও তখন ভুল হয়ে যায়। ইংরেজি ও অঙ্কের ক্ষেত্রে অনেকের ভয় কাজ করে। সেক্ষেত্রে বিষয় দুটিতে 'কনসেপচুয়াল'পড়াশোনায় এখন মন দিতে হবে। এখানে পাঠ্যবইয়ের বাইরে তেমন কিছুই আসে না। ইংরেজিতে রাইটিং স্কিল ও ভোকাবুলারিতে বিশেষ নজর দিতে হবে। ইতিহাসের বড় প্রশ্নে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশ্ন কমন না পড়লেও তা ছেড়ে আসা যাবে না। বানিয়ে লেখার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

সর্বোপরি, মাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিনে একটি পরীক্ষা থেকে অন্য পরীক্ষার মাঝে ছুটি খুব কমই থাকে। তাই একটি বিষয়ের পরীক্ষা দিয়ে এসে প্রশ্নপত্র নিয়ে কী ভুল হল, তা নিয়ে বসে থাকলে হবে না। ভুলভ্রান্তি নিয়ে চিন্তা করলেই পরবর্তী পরীক্ষা খারাপ হতে পারে। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে এখানে 'লেট ইট গো' ফর্মুলা নিতে হবে। একটি পরীক্ষা দিয়ে এসেই পরের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।

অনুলিখন: পঙ্কজ মহন্ত

গোরু পাচারের অভিযোগে গণধোলাই

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ ফেব্রুয়ারি : গোরু চুরি করে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে দুই তরুণকে গণধোলাই। তাদের সারা শরীরে সুচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া হয় একজনের দুই হাত আর পা। ওই অবস্থায় জাতীয় সড়কের ধারে দুজনকে ফেলে রাখে ক্ষিপ্ত গ্রামের বাসিন্দারা। শুক্রবার ভোরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা লাগোয়া কৃষ্ণমুড়ি এলাকায়।

দুই গোরু পাচারকারীকে বেধড়ক মারধরের পর জাতীয় সড়কের ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। ঘটনার খবর যায় রায়গঞ্জ থানায়। পরে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তির ব্যবস্থা করে।

জখম দুই তরুণের নাম রাজাউল আলম আর ইউনুস আলি। তাদের বাড়ি কালিয়াগঞ্জের রঘুনাথপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোরে কুড়িটা গোরু বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের চেষ্টা করে ওই দুজন। গ্রামের বাসিন্দারা টের পেয়ে দুজনকে বেধড়ক মারধর দেয়। সারা শরীরে সুচ ফুটিয়ে দেয়। একজনের দু'হাত আর দু'পা ভেঙে দেয়। দুজনে রক্তাক্ত অবস্থায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে পড়ে রয়েছিল।

যা ঘটেছে

- গোরু চুরি করে পাচারের চেষ্টার অভিযোগে দুই তরুণকে গণধোলাই
- তাদের সারা শরীরে সুচ ফুটিয়ে দেওয়া হয়
- ভেঙে দেওয়া হয় একজনের দুই হাত আর পা

পুলিশ গিয়ে জখমদের উদ্ধার করে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় (সেট) বলেন, 'একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বাঁ হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পেটে, কিডনিতে ও মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে, অপরজন চিকিৎসাধীন।' আরেক আক্রান্ত রেজাউল আলমের বক্তব্য, 'রায়গঞ্জ থানার কৃষ্ণমুড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের উপরে কতগুলি গোরু রাস্তা ব্লক করে রেখেছিল। বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই সেই গোরুগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়ে যাই। আচমকাই আমাদের গোরুচোর বলে ৮-১০ জন মিলে বেধড়ক মারধর করে। আমি চাই, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করুক।' রায়গঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।'

দিশা দেখাচ্ছে ব্রেইল লাইব্রেরি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ ফেব্রুয়ারি : পাঠ্যবই তো আছেই, আছে রামায়ণ, মহাভারত, ঠাকুরমার ঝুলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ, জীবনস্মৃতি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত থেকে সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা। আরও অনেক কিছুই। পড়ে দৃষ্টিহীনদের চোখ আনন্দে চকচক। চোখ দিয়ে ওঁদের অবশ্য এই বইগুলি পড়া নয়, ছুঁয়ে অর্থাৎ ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়া। কোচবিহার সরকারি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের ব্রেইল লাইব্রেরি এভাবেই পড়ুয়াদের অন্ধকারে আলোর দিশা দেখাচ্ছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম কোচবিহারের এই ব্রেইল লাইব্রেরিতে কয়েক হাজার বই রয়েছে। লাইব্রেরির দায়িত্বে থাকা সুধাংশু সাহা পড়ুয়াদের ফরমায়েশ মতো সেই বইগুলি তাদের কাছে পেশ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সরকারি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়টি কোচবিহারের হ্যাঙ্গার রোডে রয়েছে। আবাসিক এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভিন্নভাবে এই ব্রেইল লাইব্রেরি থেকে বছরের পর বছর ধরে উপকৃত হয়ে আসছে। শুধু পড়ুয়ারাই নয়, যারা এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছে তারা বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার সময় এই লাইব্রেরিতে এসে পড়াশোনার সুযোগ পান। দৃষ্টিহীনদের অনেকে এখানে এসে বই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আবার পড়ে ফেরত দিয়ে যান।

বিভিন্ন স্কুলে বর্তমানে ইনক্লুসিভ এডুকেশন বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা চালু হয়েছে। উদ্দেশ্য বলতে যাতে দৃষ্টিহীন শিশুরা সাধারণ বাচ্চাদের সঙ্গে মিলেমিশে বড় হতে পারে। এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণির পর সেই কারণে নবম শ্রেণি থেকে টাউন হাইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তারা ব্রেইল স্লেটে নোট লিখে নিয়ে এলেও বাকি পড়াশোনা তারা ব্রেইল বই দিয়েই করে। তবে শুধু এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, অন্য স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরাও এই লাইব্রেরির বই ব্যবহারের সুযোগ পায়। একটা সময় পাশের এনইএলসি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও এই লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হত।

জয়ন্ত অধিকারী লাইব্রেরিতে বসে হেলেন কেলারের জীবনকথার দ্বিতীয় খণ্ড পড়ছিল। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেজন্য আজকাল গল্পের বই একটু কম পড়া হয় বলে জানাল। বইটির প্রথম খণ্ড অবশ্য আগেই তার শেষ হয়ে গিয়েছে। পাশের চেয়ারে ক্লাস টেনের জয় বর্মনের হাতে কবিগুরুর জীবনস্মৃতি ছিল। জয় চোখে সামান্য দেখতে পায়। তাই বড় হরফের বই পড়ার পাশাপাশি ব্রেলেও সমান স্বচ্ছন্দ সে। এই লাইব্রেরিতে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি কী কী রয়েছে তা প্রতিবেদনের গোড়াতেই বলা হয়েছে। আরও আছে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সমগ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার মতো অনেক কিছুই। এই বইগুলি আর পাঁচটা সাধারণ বইয়ের মতো দেখতে নয়। সেভাবে কোনও আকর্ষণীয় প্রচ্ছদও থাকে না। মোটা সাদা কাগজে অনেকটা বড় আকারের হওয়ার জন্য বইগুলো রাখতে প্রচুর জায়গা লেগে যায়। ব্রেইল বই ছাড়াও লাইব্রেরিটিতে টকিং বুক রয়েছে, আর যারা অল্প দেখতে পায় তাদের জন্য লার্জ প্রিন্টিং বুক রয়েছে। লেখার জন্য স্লেট আর অঙ্ক করার জন্য টাইপ বোর্ড রয়েছে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, এই স্কুলের প্রাক্তনীরা দেশের নানা কোনায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তেমনই দুজন অতুল বাড়ুই ও প্রসেনজিৎ দাস। রেলে সদ্য চাকরি পেয়েছেন। দিনহাটার রাজা ব্রজবাসী ২০০০ সালে এই স্কুল থেকেই

পাশ করেছেন। বর্তমানে এই স্কুলেই তিনি শিক্ষকতা করছেন। স্পর্শ করেই ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনা শিখে পরবর্তীতে নরেন্দ্রপুর থেকে স্পেশাল বিএড ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। জানালেন, এই লাইব্রেরি থেকে এই স্কুলের ছাত্র বাদেও বহু দৃষ্টিহীন ছাত্র উপকৃত হয়েছে। কোচবিহার ডোডেয়ার হাটের বিপুল পাল বর্তমানে মুম্বইয়ে রয়েছেন। রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে মুম্বইয়ের মহানগর পালিকাতে চাকরি পেয়েছেন তিনি। বিপুল ১৯৯৭ সালে এই স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন।

লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্বে থাকা সুধাংশু বললেন, 'আমার শব্দ পেলেই বাচ্চারা ঠিক লাইব্রেরির কাছে চলে আসে। ক্লাস চললে অবশ্য আলাদা কথা। বছর পাঁচেক হল জেলা সর্বশিক্ষা মিশন থেকে বই দিচ্ছে। বাকি বই স্কুল ফান্ডের টাকা থেকেই আনা হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রেইলপ্রেস থেকে বইগুলো ছেপে আসে।'

আনন্দের শৈশব।। *শুক্রবার কোচবিহার শহরে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।*

ন্যাক মূল্যায়নে 'বি' মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজ

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রথমবার ন্যাক ভিজিট। আর তাতেই 'বি' গ্রেড পেল শিলিগুড়ির মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়। এতেই সন্তুষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ। খুশি পড়ুয়ারাও। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ অরুণকুমার সাঁপুই বলেন, '১০ নম্বরের জন্য আমরা বি-প্লাস গ্রেড পাইনি। এটার যেমন একটা আফসোস আছে, তেমনই আবার প্রথমবারেই বি-গ্রেড পাওয়ার একটা আনন্দও রয়েছে। আমরা এবছর ন্যাক ভিজিটের পর অনেককিছু জানলাম, বুঝতে শিখলাম। যা ভবিষ্যতে এই গ্রেড আরও উন্নত করতে আমাদের সাহায্য করবে।'

গত জানুয়ারি মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখ কলেজে ন্যাক ভিজিট হয়। শুক্রবার গ্রেডের বিষয়টি জানতে পেরেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। ন্যাকের মূল্যায়নে গ্রেড এসেছে ২.৪। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মানোন্নয়নে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের পিআর টিম বিভিন্ন কলেজ পরিদর্শন করে। এবছরই প্রথম সেই টিম মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজে ভিজিট করেছে।

অরুণ জানিয়েছেন, কলেজে শুধুমাত্র কলা বিভাগ রয়েছে। ন্যাকের মূল্যায়নে আরও ভালো গ্রেড পেতে হলে কলেজে নানা পরিকাঠামো থাকতে হয়। অরুণের কথায়, 'আমাদের অনেক পরিকাঠামো নেই। কলেজে মাঠ নেই। অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আশপাশের পরিবেশ খুব একটা ভালো নয়। এরকম বেশকিছু অসুবিধে থাকার পরেও এই গ্রেড আমাদের অনেক উৎসাহ দিয়েছে।'

ন্যাকের টিম ভিজিটের সময় বিভিন্ন বিষয়ে নজর দিতে বলেছে বলে জানান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তাঁর বক্তব্য, 'সেই দিকগুলোতে আমরা অবশ্যই নজর দেব।'

বিনা টিকিটেও ফাঁকা লাটাগুড়ির জঙ্গল

লাটাগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : লাটাগুড়িতে বিনা টিকিটে জঙ্গল ঘোরার পর্যটক নেই। ফাঁকা লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রও। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের টিকিট লাগছে না। টিকিট না লাগায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়বে বলে বন দপ্তরের কর্তা থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশা করেছিলেন। তবে ঘটেছে ঠিক তার উলটো। গত কয়েক বছরে ডুয়ার্সের পর্যটনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়ি এরকম পর্যটকহীন ছিল না। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, একে সামনে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তার ওপর অনেকে কুম্ভমেলায় গিয়েছেন। সেজন্য পর্যটকের দেখা নেই বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। তবে আগামীদিনে বন দপ্তর টিকিট না নেওয়ায় পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে বলে আশায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা। মূর্তি জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলম বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পর্যটকদের ভিড় নেই বললেই চলে। অনলাইনে টিকিট বুকিং বন্ধ থাকায় পর্যটকরা বুঝতে পারছেন না যে এসে তাঁরা জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবেন কি না। অনেকে এই ধোঁয়াশার জন্য জঙ্গলে আসছেন না।' সমস্যা সমাধানে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলেন।

গত মাসে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক রিভিউ বৈঠকে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল রাজাভাতখাওয়ায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। এরপর মুখ্যমন্ত্রী টিকিট না নেওয়ার নির্দেশ দেন। তারপর থেকে শুধু রাজাভাতখাওয়া নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান থেকে বন দপ্তর টিকিট না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে বন দপ্তরের কর্তা ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের আশা ছিল জঙ্গলে প্রবেশের জন্য পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়বে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রায় দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পর্যটকের দেখা নেই লাটাগুড়িতে। স্থানীয় পর্যটন মহল সূত্রে খবর, প্রতিবছর এই সময় লাটাগুড়িতে কমবেশি পর্যটক থাকে। তবে এবার একেবারে পর্যটকশূন্য। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গরুমারায় দিনে ২০-২৫ জন করে পর্যটক এসেছেন। তুলনামূলকভাবে যা না থাকার সমান। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'টিকিট বন্ধ হওয়ায় আশা ছিল পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় হবে। তবে কয়েক বছরের তুলনায় এবার ভিড় অনেকটা কম। তাঁর সংযোজন, 'মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সামনে। তারপর অনেকে এবার প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় যাচ্ছেন। সেজন্য হয়তো ভিড় কমেছে। উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের প্রধান বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, টিকিটের বিষয়টি রাজ্য সরকার দেখছে। এর থেকে বেশি জানা নেই।

চেয়ারম্যানের চেয়ারে উৎপল

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৭ ফেব্রুয়ারি : মাল পুরসভার পটপরিবর্তন। প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার সামনেই চেয়ারম্যান পদে অভিষেক হল উৎপল ভাদুড়ির। সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান হওয়ার পর করমর্দন করে উৎপলকে শুভেচ্ছা জানালেন স্বপন। তৃণমূল কংগ্রেসের সব কাউন্সিলার এবং বিজেপির একমাত্র কাউন্সিলারের সমর্থন পেয়ে চেয়ারে বসলেন উৎপল। তার আগেই ভাইস চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকের পর স্বপন বলেন, 'উৎপল আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী। ওর নেতৃত্বে পুরসভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলবে, সেটাই আশা করছি।'

উৎপল বলেন, 'দলের সমস্ত কাউন্সিলারের সমর্থনের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ। আজ থেকে দায়িত্ব দ্বিগুণ হল। ভবিষ্যতেও সমগ্র শহরবাসীর সহযোগিতা আশা করব। দল যে ভরসা রেখেছে তা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করব।'

দলের জেলা নেতৃত্ব আগেই উৎপলকে চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা করেছিল। দলের প্রবল চাপে পদত্যাগ করতে হয় স্বপন সাহাকে। তাঁর পদত্যাগের সাতদিনের মাথায় সরকারিভাবে ঘোষণা করার কথা ছিল নতুন চেয়ারম্যানের নাম। সেজন্যই শুক্রবার বোর্ড মিটিং ডাকেন ভাইস চেয়ারম্যান পদে থাকা উৎপল। এদিন সেই বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকে নজর ছিল শহরের বাসিন্দাদের। জল্পনা ছিল প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার উপস্থিতি নিয়ে। কিন্তু বৈঠক শুরুর আগেই পুরসভায় পৌঁছান স্বপন। দুপুর ১টায় শুরু হয় বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠক। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩ জন কাউন্সিলার ছাড়াও বিজেপির একমাত্র কাউন্সিলার সুশান্ত সাহা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে। পুরসভার আধিকারিকরাও হাজির ছিলেন। বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা তথা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নারায়ণ দাস চেয়ারম্যান পদে উৎপল ভাদুড়ির নাম প্রস্তাব করেন। করমর্দন করে উৎপলকে শুভেচ্ছা জানান স্বপন। একে একে কাউন্সিলাররা সকলে শুভেচ্ছা জানান নতুন চেয়ারম্যানকে। মালের বিধায়ক বুলু চিকবড়াইক। পুষ্পস্তবক দিয়ে তিনি উৎপলকে অভিনন্দন জানান। সঙ্গে ছিলেন রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিকবড়াইক, তৃণমূলের গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ।

বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি

আবির্ভাব ২৪/০৪/১৯৭২ — তিরোধান ০৫/০২/২০২৫

আমাদের সকলের প্রিয় অনিন্দ্য সেনগুপ্ত (পার্থ)র অকালপ্রয়াণ আমাদের ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর পরিসরে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। জনহিতকর কর্মকাণ্ড ও মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা সে আমাদের হৃদয়ে চির অক্ষয় হয়ে রইবে।

আগামী ৮.২.২০২৫ (শনিবার) সময় : প্রয়াত অনিন্দ্যর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিতব্য পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে আপনার স্বজন, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও পরিচিতজনের উপস্থিতি একান্তভাবে প্রার্থনীয়।

বিনীত:-
পরিবারের সকল আত্মীয় স্বজন,
দেবীগড় দুর্গাপূজা কমিটি ও উত্তরণ পরিবারের সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ।

সাক্ষর হতে চান লালবৃত্তের মেয়েরা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৭ ফেব্রুয়ারি : 'আমি তো নিজের নাম লিখতে পারি না। আমি পড়তে চাই। নিজের নাম লিখতে চাই। আমাকে শিখিয়ে দেবেন?' জেলা শিক্ষাকর্তার কাছে এসে এমনটাই আর্জি জানালেন লালবৃত্তের মেয়েরা। এক-দুইজন নন, মালদার রেডলাইট এলাকার প্রায় ৩০ জনেরও বেশি মহিলার এমন আর্জিতে বেশ অবাকই হয়েছিলেন মালদা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিদ্যালয় পরিদর্শক। এবার তিনি এগিয়ে আসলেন লালবৃত্তের মহিলাদের 'সাক্ষর' করার জন্য।

> অনেক মহিলাই রয়েছেন যাঁরা পেটের দায়ে কিংবা সংসারে অত্যাচারিত হয়ে দেহব্যবসার পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা লেখাপড়া শিখতে চান। আমি বিষয়টি ডিআই স্যারকে বলেছি।
>
> -আম্বারি খাতুন

মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে রেডলাইট এরিয়া হংসগিরি লেন। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যায় হংসগিরি লেনে যৌনপল্লি গড়ে ওঠে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ আমলে মূলত পুরাতন মালদা ঘিরে গড়ে ওঠে বিশাল বাণিজ্য নগরী। পারস্য, বর্মা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মালদায় আসতে শুরু করেন বণিক সম্প্রদায়। সেই বণিকদের থাকার জন্য মালদা শহরজুড়ে গড়ে ওঠে একের পরে এক পান্থশালা। সুযোগ বুঝে দেহব্যবসার জন্য মালদায় ঘাঁটি গড়ে তোলেন বারবনিতারা। যত্রতত্র দেহব্যবসা শুরু হয়ে যাওয়ায় এগিয়ে আসেন মালদার ঐতিহ্যবাহী গিরি পরিবার। এগিয়ে আসেন ওই পরিবারের অন্যতম সদস্য হংসনারায়ণ গিরি। তিনি তাঁর নিজের নামে থাকা সম্পত্তির একাংশ দান করেন পতিতাপল্লি তৈরির জন্য। সেই থেকে মালদার রেডলাইট এরিয়ার নাম হয় হংসগিরি লেন।

ওই এলাকার মেয়েদের নানা ধরনের যৌনরোগ নিয়ে সচেতনতা, আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করার কাজ করেন আম্বারি খাতুন। বাড়ি মালদা শহরের কালীতলায়। তিনি আবার হংসগিরি লেনে দুর্বার সংঘের হয়ে কাজ করেন।

সম্প্রতি ওই এলাকার বাবার পরিচয়হীন শিশুদের স্কুলমুখী করা হয় জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে। ওই শিশুদের স্কুলে যেতে দেখে লালবৃত্তের মহিলাদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ শুরু হয়। মহিলারা তাঁদের আগ্রহের কথা প্রথম জানান ওই আম্বারিদেবীকেই। আম্বারি খাতুন জানান ডিআইকে। এরপরেই শুরু হয় উদ্যোগ। তাঁর কথায়, 'অনেক মহিলাই রয়েছেন যাঁরা পেটের দায়ে কিংবা সংসারে অত্যাচারিত হয়ে দেহব্যবসার পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা লেখাপড়া শিখতে চান। আমি বিষয়টি ডিআই স্যারকে বলেছি।'

এক মহিলার কথায়, 'আমি নিজের নাম লিখতে পারি না। তাই অনেক জায়গায় বিপদে পড়তে হচ্ছে। বিশেষত সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পেতে, ব্যাংকের কাজে। তাই আমরা লেখাপড়া শিখতে চাই।'

সত্যিই কি লালবৃত্তের মহিলাদের লেখাপড়া শেখার কোনও ব্যবস্থা করা হবে? এ প্রসঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস জানিয়েছেন, 'উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন চেন্নাই-এর এক বাসিন্দা

তামিলনাড়ু, চেন্নাই - এর একজন বাসিন্দা এস নির্মলা দেবি - কে 03.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88J 29061 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার নিজেকে একজন আশীর্বাদ প্রাপ্ত মহিলা মনে হচ্ছে। এমন একটি দুর্দান্ত সুযোগ দেওয়ার জন্য নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় পরিজনদের পরামর্শ দেবো ডিয়ার লটারির টিকিট কেনার জন্য, যখনই তারা পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোনও রাজ্যে ভ্রমণ করতে গেলে যেখানে ডিয়ার লটারির টিকিট বিক্রি হয়।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ঘুঁটে নেবে গো...

শীত, বিকিকিনি ইত্যাদি।। *বর্ধমান রোডে শুক্রবার ছবিটি তুলেছেন তপন দাস।*

বর্ষীয়ানরা ঘরে, তরুণদের 'ব্যস্ততা' অন্যত্র

মাছি তাড়াচ্ছে সিপিএম কার্যালয়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই সিপিএমের ভোটবাক্সে যেন শনির দশা লেগেছে। সুদিন ফিরে আসার কোনও লক্ষণ আপাতত নেই। শিলিগুড়িতেও দলের এই ট্রেন্ড অব্যাহত। দলের বর্ষীয়ান নেতাদের মধ্যে জীবেশ সরকার অসুস্থ। প্রবীণ নেতা অশোক ভট্টাচার্য নিয়মিত পার্টি অফিসে আসেন না। বাকি নেতারা শুধুমাত্র কোনও কর্মসূচি থাকলে তবেই কার্যালয়মুখী হন। সদর দরজা খোলা থাকলেও ইদানীং অনিল বিশ্বাস ভবন প্রায় খাঁখাঁ করে। যা নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে নীচুতলার কর্মীদের।

একসময় পাঁচতলা ভবনের তৃতীয় তলে তাবড় নেতারা বসতেন। সেই চেনা ছবিটা আজ বড়ই অচেনা। ওই ঘরে বেশিরভাগ দিন চেয়ারগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। দলের দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ের এই ছবিটাই কি প্রত্যাশিত ছিল? ভাঙলেও মচকাতে নারাজ দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তাঁর বক্তব্য, 'কেউ না কেউ পার্টি অফিসে থাকেনই।'

দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ এই মুহূর্তে বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন। পার্টি অফিসে না যেতে পারায় খানিকটা আক্ষেপ যে রয়েছে, সেটা বোঝা যায় তাঁর ভাবভঙ্গিমায়। বলছিলেন, 'চিকিৎসকের পরামর্শমতোই বাড়িতে রয়েছি। একটু ভালো হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আবার পার্টি অফিসে যাব।'

অনিল বিশ্বাস ভবন বাইরে থেকে। (নীচে) তিনতলার ঘরে ফাঁকা চেয়ার।

দলের বর্ষীয়ান নেতা অশোক অবশ্য পার্টি অফিসের এই ছবিটায় খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'আমরা বহু বছর ক্ষমতায় ছিলাম। আবার অনেক বছর ক্ষমতায় নেই। আমাদের ক্ষেত্রে এমনটা হতেই পারে।' তারপরেই সোজা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে কটাক্ষ করেন অশোক। বলেন, 'রাজ্যের শাসকদলের তো পার্টি অফিসই খোলা হয় না। আমাদের নেতারা কিন্তু বিভিন্ন কর্মসূচিতে পার্টি অফিসে যান।'

অশোক, জীবেশের পাশাপাশি একসময় বীরেন বসু, গৌর চক্রবর্তী, অনিল সাহা, পরিমল ভৌমিক, আনন্দ পাঠক, এসপি লেপচা, ডাঃ প্রাণতোষ রায়ের মতো তাবড় নেতাদের উপস্থিতিতে গমগম করত অনিল বিশ্বাস ভবন। বীরেন নন্দীর মতো গ্রামীণ এলাকার জনপ্রিয় নেতাও নিয়মিত শিলিগুড়ির পার্টি অফিসে আসতেন। তবে, সেই অভিজ্ঞ নেতাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর নেই। অনেকে বয়সের ভারে ন্যুব্জ। আসতে পারেন না। নতুনদের মধ্যেও নিয়মিত পার্টি অফিসে আসার প্রবণতা কম। সেটা একেবারেই লুকোছাপা থাকছে না আর।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, গৌর, অনিল, অশোক, আনন্দরা শুধুমাত্র পার্টিটাই করতেন মন দিয়ে। কিন্তু এখনকার নেতাদের বেশিরভাগই কোনও না কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত। সেই কাজ সামলে পার্টি অফিসে মাঝেমধ্যে আসেন ঠিকই, কিন্তু আগের গমগমে পরিস্থিতি তাঁরা ফেরাতে পারছেন না।

যুব নেতাদের কার্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত না থাকায় ক্রমশ যেন দুর্বল হচ্ছে জেলা সিপিএম। আগে যেমন কমরেডরা নিয়মিত দলবেঁধে এসে গল্পগুজব করতেন, দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতেন, সেসবও এখন কমে গিয়েছে। কাগজে-কলমে দলের ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠনের সদস্য সংখ্যা না কমলেও বাস্তবে দলের পরিস্থিতিটা পার্টি অফিস দেখলে কিঞ্চিৎ আন্দাজ করা যায় বৈকি।

জেলা হোক শিলিগুড়ি

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আনন্দময়ের

খোকন সাহা

বাগডোগরা ৭ ফেব্রুয়ারি : চিকেন নেকের গুরুত্ব তুলে ধরে শিলিগুড়িকে প্রশাসনিক জেলা গঠনের দাবি তুললেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এই দাবিতে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। এই জেলা গঠনের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি মহকুমার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি রেখেছেন বিজেপি বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, 'জেলার সমস্ত পরিকাঠামো রয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে শিলিগুড়ির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকেন নেকের নিরাপত্তার স্বার্থে শিলিগুড়ি প্রশাসনিক জেলা হওয়া উচিত।' তবে তাঁর এই দাবি মান্যতা পাবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কেননা, ২০২২ সালে রাজ্য মন্ত্রীসভা কান্দি, বহরমপুর, রানাঘাট, বিষ্ণুপুর, ইছামতী, বসিরহাট এবং সুন্দরবনকে জেলা গঠনের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু সাতটির মধ্যে এখনও একটি জায়গাও জেলার স্বীকৃতি পায়নি।

শিলিগুড়ির মানুষকে বিভিন্ন কাজে উঠতে হয় দার্জিলিং পাহাড়ে। আবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বাসিন্দাদের যেতে হয় জলপাইগুড়ি সদরে। যার জন্য সময় এবং অর্থ খরচ হয় সাধারণ মানুষের। প্রশাসনিক জেলা গঠনের দাবির ক্ষেত্রে চিকেন নেকের নিরাপত্তার পাশাপাশি এমন বিষয় যুক্তি হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে তুলে ধরেছেন আনন্দময়। তাঁর বক্তব্য, শিলিগুড়ি পৃথক জেলা হলে সমতলের দুটি অংশের কয়েক লক্ষ মানুষ দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পাবেন। গুরুত্বের নিরিখে রাজ্যে কলকাতার পরই শিলিগুড়ির অবস্থান। তাঁর বক্তব্য, 'ভৌগোলিক অবস্থান এবং কৌশলগত গুরুত্বের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা প্রয়োজন। আর তা সম্ভব শিলিগুড়ি জেলা হলেই। জেলা গঠন হলে উন্নত শাসনব্যবস্থা, দক্ষ পরিষেবা প্রদান, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতি হবে।'

জেলা গঠনের দাবির প্রেক্ষিতে নিজের চিঠিতে তিনি শিলিগুড়িতে থাকা পুলিশ কমিশনারেট, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, পুরনিগম, উত্তরবঙ্গ

ভৌগোলিক অবস্থান ও কৌশলগত গুরুত্বের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা প্রয়োজন। তা সম্ভব শিলিগুড়ি জেলা হলেই। জেলা হলে উন্নত শাসনব্যবস্থা, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

আনন্দময় বর্মন *বিধায়ক মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি*

বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, বিএসএফের আঞ্চলিক সদর দপ্তর, এসএসবি ও সিআরপিএফের কার্যালয়, বাগডোগরা বিমানবন্দর, এনজেপি স্টেশন থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'একটি জেলায় যা যা থাকে, তার সমস্তকিছুই এখানে রয়েছে। ফলে পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে তেমন অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে হবে না।' বিধানসভাতেও বিষয়টি তুলে ধরবেন বলেও জানান তিনি।

পরীক্ষাকেন্দ্রে ডিউটিতে আপত্তি আশাকর্মীদের

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে ডিউটি পড়তেই বেঁকে বসলেন আশাকর্মীরা। স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও ডিউটি করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এই মর্মে শুক্রবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা।

আশাকর্মীদের কথায়, কোনও পরীক্ষার্থী অসুস্থ হলেও তাঁদের কিছু করার থাকে না। এছাড়াও এই বাড়তি ডিউটির জন্য সরকারের তরফে তাঁদের কোনও বাড়তি টাকাও দেওয়া হয় না বলে দাবি তাঁদের। পাশাপাশি বকেয়া ইনসেনটিভ, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা সহ দশ দফা দাবি জানানো হয়েছে এদিনের স্মারকলিপিতে।

স্মারকলিপি

শুক্রবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে একটি সভা হয় আশাকর্মীদের। তারপর মিছিল করে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ইউনিয়নের জেলা সভাপতি নমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'আশাকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তা আমার স্মারকলিপির মাধ্যমে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে তুলে ধরলাম। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আশাকর্মীদের ডিউটি দেওয়া হয়। যদিও পরীক্ষাকেন্দ্রে আমাদের কিছু করার থাকে না। তাই আমরা এই ডিউটি করব না।'

দাবিগুলি পূর্ণ না হলে পুনরায় আন্দোলনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন জেলা সম্পাদিকা রত্না মিত্র অধিকারী। অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের (এআইইউটিইউসি) জেলা সম্পাদক জয় লোধ জানান, স্মারকলিপি দেওয়ার পর স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের একটি বৈঠকের আয়োজন করা হবে বলে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

অজুহাতে যেন পিএইচডি

নিকাশি ব্যবস্থার বালাই নেই। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ থমকে। তালিকা বানাতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে। আমআদমির নিত্যদিনের সমস্যা মেটাতে জনপ্রতিনিধি কতটা তৎপর? কী বলছেন সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান? শুনলেন মনজুর আলম।

রুবি খাতুন
প্রধান, সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতার চার্জশিট

জনতা : জাতীয় সড়ক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় হয়ে হাটের রাস্তাটি সংস্কারের দু'বছরের মধ্যে বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি পুনরায় মেরামতের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন?

প্রধান : রাস্তাটির পুনরায় সংস্কার করা হবে। টেন্ডার হয়েছে। এবার পেভার্স ব্লক করা হচ্ছে।

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে মিনি মার্কেটের স্টলগুলি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কেন চালু করা হচ্ছে না?

প্রধান : চালু করা হবে। তবে তার আগে সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার কিছুটা বড় করা হচ্ছে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করা হলেও কাজে গতি নেই কেন?

প্রধান : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কাজ করতে কিছুটা ইতস্তত বোধ করছেন। কাজে গতি আনতে বলা হয়েছে।

জনতা : বাজার এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল কেন?

প্রধান : নতুন করে কয়েকটা নালার কাজ করা হয়েছে। তবে জায়গার অভাবে দু-একটি এলাকায় সমস্যা রয়ে গিয়েছে।

জনতা : নিয়মিত আবর্জনা সাফাই করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : আবর্জনা সাফাই ঠিকই হয়।

জনতা : কর্মতীর্থ চালু না করে ফেলে রাখা হয়েছে কেন?

প্রধান : ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিলি হয়েছে স্টল। শীঘ্রই চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জনতা : পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বহু এলাকা বঞ্চিত কেন?

প্রধান : তিনটি জায়গায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর জলাধারের কাজ করছে। কাজ শেষ হলেই সমস্যা মিটে যাবে।

জনতা : সোনাপুর বাসস্টপ এলাকায় যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় সমস্যা বাড়ছে। সুলভ শৌচালয়ও নেই। কেন এগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে না?

প্রধান : জায়গার অভাবে সুলভ শৌচালয় ও যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করা যাচ্ছে না।

জনতা : ভাটানালা খালে সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

প্রধান : পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিধায়ককে এই ব্যাপারটা বলা হয়েছে।

জনতা : ভক্তিয়াডাঙ্গি এলাকায় আভারপাসে বর্ষায় জমা জলে, কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

প্রধান : বিষয়টি রেলের আধিকারিকদের নজরে আনা হয়েছে।

জনতা : সোনাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কেন?

প্রধান : নিয়মিত আউটডোর পরিষেবা চালু রাখার ব্যাপারে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরে বলা হয়েছে।

জনতা : সোনাপুর হাটের পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর নেই কেন?

প্রধান : হাটের একটি পুরোনো শেড ভেঙে নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে।

একনজরে

ব্লক : চোপড়া
মোট সংসদ : ২৪
আয়তন : ৪৫ বর্গকিলোমিটার
জনসংখ্যা : ৪৯,৫৯৬
(২০২৩-২০২৪ সালের সমীক্ষার ভিত্তিতে)

খবরের জের

দাবি মেনে শুরু রাস্তা সংস্কার

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। শুরু হল কানকাটা মোড় থেকে হাতিয়াডাঙ্গা ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। পূরণ হল এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি। খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন।

বেশ কয়েক বছর ধরে ওই রাস্তা বেহাল ছিল। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় গর্ত থাকায় যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তেন নিত্যযাত্রীরা। বর্ষায় জল জমে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যেত। স্থানীয় বাসিন্দা বিশেষ করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা ভোগান্তি পোহাতেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সমস্যা তুলে ধরে খবর প্রকাশিত হয়। তারপরেই জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়ের হস্তক্ষেপে জেলা পরিষদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।

রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদেরই মধ্যে দীপক চৌধুরী, লীলা ভট্টাচার্য একসুরে বললেন, 'এতদিন ধরে আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছিল। ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকত। রাস্তা সংস্কার হয়ে গেলে সবার জন্য ভালো হবে।' আর এক বাসিন্দা মীনা দাসের পরামর্শ, শুধু রাস্তা সংস্কার করলেই হবে না। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। আমরা চাই প্রশাসন এবার সে দিকেও নজর দিক।

এদিকে, মনীষা দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'একাধিক আধিকারিক নিয়মিত তদারকি করছেন যাতে রাস্তার গুণগতমান ঠিক থাকে।'

শিক্ষককে মারধরে স্কুলে বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি জেআর হিন্দি হাইস্কুলে বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষককে দুই শিক্ষকের মারধরের ঘটনার প্রভাব পড়ল প্রাক্তনী এবং অভিভাবকদের মধ্যে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার স্কুলের সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে আসতে হয় পুলিশকে। বৃহস্পতিবার স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়ার প্রস্তুতি চলার সময় মোটর সাইকেল সরানো নিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষক গৌরীশংকর রায়ের সঙ্গে ভূগোলের শিক্ষক নবীন শর্মা ও কর্মশিক্ষার শিক্ষক রামনরেশ প্রসাদের বচসা বাধে।

অভিযোগ, গৌরীশংকরকে ওই দুই শিক্ষক মারধর করেন। দুই পক্ষই খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এদিকে, ঘটনাটি জানাজানি হতে শুক্রবার গৌরীশংকরের সমর্থনে স্কুল গেটে হাজির হন প্রাক্তনী সহ অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষ। বিক্ষোভের জেরে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাছাইয়ের জন্য খড়িবাড়ি থানার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে গিয়ে বাধা পান প্রধান শিক্ষিকা মমতা সিং সহ স্কুলের পাঁচ শিক্ষক।

প্রতিবাদীদের মধ্যে কল্যাণ প্রসাদ বলেন, 'স্কুলে পড়ুয়াদের সামনে একজন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষককে মারধর করা সত্ত্বেও নির্বিকার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। প্রতিনিয়ত স্কুলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। শিক্ষকদের মধ্যে কোনও নিয়মানুবর্তিতা নেই। পঠনপাঠন লাটে উঠেছে।' বিট্টু জয়সওয়াল বলেন, 'লজ্জাজনক ঘটনা। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রধান শিক্ষিকাকে অনুরোধ করা হয়েছে।' ঘটনাটি লজ্জাজনক বলে মেনে নিয়েছেন শিক্ষক কাশীনাথ সিং। তবে কোনও মন্তব্য করেননি প্রধান শিক্ষিকা।

ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ ফুরোনোয় গ্রেপ্তার তরুণ

বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে ভিক্ষাবৃত্তি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পড়শি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে এপারেও। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়িতে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার কর্মকাণ্ড সন্দেহজনক বলে মনে করা হচ্ছে। কেন? ওই তরুণ ট্যুরিস্ট ভিসায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। তারপর শিলিগুড়িতে হুইলচেয়ারে বসে ভিক্ষাবৃত্তি করতে শুরু করে। আর এটাই পুলিশের মাথাব্যথার মূল কারণ। ভিক্ষাবৃত্তির পিছনে কি অন্য কোনও বড় উদ্দেশ্য রয়েছে? এই প্রশ্নটাই এখন ভাবাচ্ছে পুলিশকে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'ধৃত ব্যক্তি কমিশনারেটের বাইরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। এরপর তাকে কমিশনারেটে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তখন জানা যায়, তার ভিসার সময়সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে।' ট্যুরিস্ট ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও সেই ব্যক্তি শিলিগুড়িতে থেকে কী করছিল? ভারতে এসে ভিক্ষা করছিল কেন সে? যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আপাতত ফরেনার্স অ্যাক্টে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান ডিসিপি (ওয়েস্ট)।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম মহম্মদ জসিমউদ্দিন। পাসপোর্ট অনুযায়ী তার বাড়ি বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে। জসিমউদ্দিনের ভিসার মেয়াদ ফুরিয়েছে গতবছর অক্টোবর মাসেই। তারপরেও এতদিন কীভাবে সে শিলিগুড়িতে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারল? প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। শুক্রবার জসিমউদ্দিনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ধৃত জসিমউদ্দিনের দুটি পা কাটা। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে, খুলনায় রেল দুর্ঘটনায় তার দুটি পা কাটা পড়ে। তারপর কীভাবে সে রোজগার করত, ভারতেই বা এল কেন, এসে ভিক্ষা করা শুরু করল কেন, সেসবের কোনও সদুত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। নিজের পরিবার সম্পর্কে জসিমউদ্দিন জানিয়েছে, পঞ্চগড়ের বাড়িতে তার মা রয়েছেন।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জসিমউদ্দিন গত

ধৃত বাংলাদেশের নাগরিক মহম্মদ জসিমউদ্দিন।

বছর এপ্রিল মাসে এদেশে আসে। এখানে এসে কোথায় থাকতে শুরু করে সে? জসিমউদ্দিনের জবাব, ফুলবাড়ি এলাকায়। তবে সে এও জানিয়েছে, মাথা গোঁজার নির্দিষ্ট কোনও ঠাঁই তার নেই। জসিমউদ্দিনের কাছ থেকে মোবাইল কিংবা অন্য কোনও গ্যাজেট পাওয়া যায়নি। তার পরেও ভিক্ষাবৃত্তি করতে এদেশে কেন এল সে, এই প্রশ্নটাই পুলিশের মূল চিন্তার কারণ। জিজ্ঞাসাবাদে আরও কোনও তথ্য উঠে আসে কি না, সেদিকে নজর রাখছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

সম্প্রতি শহর শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় অনুপ্রবেশের কয়েকটি নজির সামনে এসেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিকে। গত অগাস্ট মাস থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন এবং তারপর থেকে একের পর এক ঘটনা নিয়ে এপারেও চর্চা তুঙ্গে। এরই মাঝে হুইলচেয়ারে ভিক্ষা করা ভিসার মেয়াদ ফুরোনো এক ব্যক্তির এভাবে গ্রেপ্তার হওয়া ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল।

৪৯ মোষ সহ গ্রেপ্তার দুই

ফাঁসিদেওয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : গবাদিপশু পাচারের রুট হয়ে গিয়েছিল মহম্মদবক্সের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। পাচার রুখতে পরিকল্পনামাফিক অস্থায়ী ওয়াচটাওয়ার বানায় ফাঁসিদেওয়া থানা। এবার সেই ওয়াচটাওয়ারের দৌলতে মিলল সাফল্য। ধরা পড়ল মোষবোঝাই লরি। শুক্রবারের ঘটনা। কয়েকদিন আগে বানানো ওয়াচটাওয়ার থেকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল পুলিশ। হঠাৎই হরিয়ানা নম্বরের একটি লরি আসতে দেখে ততক্ষণাৎ দাঁড় করানো হয়। তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ২৪টি মোষ। ঘটনায় মহম্মদ আমির নামে উত্তরপ্রদেশের আমরাহের বাসিন্দা এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় আগেই একটি ওয়াচটাওয়ার ছিল। সেখান থেকে নজরদারি চালিয়ে এদিনই মোষবোঝাই কনটেনার আটক করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ২৫টি মোষ। এই ঘটনাতেও গ্রেপ্তার একজন। ধৃতের নাম ওয়ারিশ, সে উত্তরপ্রদেশের সম্বলের বাসিন্দা। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

বাড়িতে আগুন

ফাঁসিদেওয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফাঁকা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শুক্রবার ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর সংলগ্ন ফাঁড়াবাড়ি এলাকায়। সেখানকার বাসিন্দা অঞ্জনা ঘোষের বাড়িতে হঠাৎ আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁরাই খবর দেন পুলিশ এবং দমকলে। ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে মাটিগাড়া থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছালেও ততক্ষণে বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা ধীরু ঘোষ বলেন, 'পরিবারের সকলেই বাইরে ছিলেন। তাই কেউ হতাহত হননি।' আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত হয়েছে। পাশাপাশি অঞ্জনাকে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি জানানোর চেষ্টা করছেন স্থানীয়রা।

দীনবন্ধু মঞ্চে স্লট পেতে ঝক্কি, বিকল্প চাইছে শহর

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : কে আসেননি এখানে? উৎপল দত্ত, হাবিব তানভীর নাটক করে গিয়েছেন। এসেছেন দেবশংকর হালদার। সুর তুলেছেন সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শানু লাহিড়ির তুলির টান দেখেছেন শিলিগুড়িবাসী। শহরে সংস্কৃতির পীঠস্থান দীনবন্ধু মঞ্চ বহু গুণীজনের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে বারবার। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, রাজ্যে কলকাতার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়িতে ক্রমে সংস্কৃতিচর্চার একমাত্র কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই দীনবন্ধু মঞ্চ। শহরে মঞ্চের অভাব না থাকলেও দীনবন্ধু মঞ্চের মতো পরিকাঠামোগত সুবিধা আর কোথাও নেই। এমতাবস্থায় শহরে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দীনবন্ধু মঞ্চসম আরও একটি মঞ্চ, কিংবা আগে থেকেই থাকা কোনও মঞ্চের পরিকাঠামো উন্নয়ন।

সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, গানের অনুষ্ঠান, সিনেমা প্রদর্শনী, চিত্র প্রদর্শনীর জন্য দীনবন্ধু মঞ্চ এক এবং অদ্বিতীয়ম। মিত্র সম্মিলনী কিংবা শক্তিগড়ের রবীন্দ্র মঞ্চে আগে অনুষ্ঠান হত বটে, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ওই দুটি মঞ্চের অবস্থা করুণ। ফলে সেখানে অনুষ্ঠান করতে আগ্রহী নয় অনেকেই। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা। অনুষ্ঠানের জন্য হলঘর ভাড়া দিয়ে অধিক অর্থ তুলছে নিজেদের ঘরে। পরিকাঠামো থাকায় অনেকেই বাধ্য হয়ে এই সমস্ত সংস্থার হলঘরে অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এদিকে প্রত্যেকেই চান দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে। সেখানে বুকিং শুরু হয়ে যায় তিন মাস আগে থেকে। চাহিদা এতটাই বেশি, যে বুকিংয়ের জন্য ভোররাত থেকে লাইন পড়ে যায়। শিলিগুড়িতে রয়েছে অগুনতি গান এবং নাচের স্কুল। তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম পছন্দ দীনবন্ধু মঞ্চই। এর মধ্যে আবার সরকারি অনুষ্ঠান, সিনেমা, নাটক তো রয়েইছে। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে অনেকেই ওই মঞ্চে সুযোগ পাচ্ছেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

ভোররাতে লাইন

- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, চিত্র প্রদর্শনী হয় দীনবন্ধু মঞ্চে
- মিত্র সম্মিলনী, রবীন্দ্র মঞ্চে দীনবন্ধু মঞ্চের মতো পরিকাঠামো নেই
- দীনবন্ধু মঞ্চে চাহিদা এতটাই বেশি, বুকিংয়ের জন্য ভোররাত থেকে লাইন পড়ে
- অনেকে অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাচ্ছেন না

শহরের নাট্য ব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী বলেন, 'আমাদের খুব খারাপ অবস্থা। আমরা যতবার বলার অবকাশ পাচ্ছি ততবার বিকল্প মঞ্চের কথাই বলছি। তবে আমার মনে হয়, বিকল্প জায়গারও অভাব রয়েছে। তাই রবীন্দ্র মঞ্চকে ঠিকঠাক করার অনুরোধ জানিয়েছি।'

নৃত্যশিল্পী সংগীতা চাকির বক্তব্য, 'একটা বিকল্প মঞ্চ খুবই দরকার। আমরা সবাই দীনবন্ধু মঞ্চের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের রাত থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে স্লট বুক করতে হয়। শনি ও রবিবার অনেক সময় পাওয়া যায় না। আগে মিত্র সম্মিলনী ছিল। কিন্তু ওখানে অনুষ্ঠান করা যায় না। রবীন্দ্র মঞ্চেও অনুষ্ঠান করার মতো পরিস্থিতি নেই।'

এ ব্যাপারে আশার কথা শুনিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর কথায়, 'আমরা আগে দীনবন্ধু মঞ্চে কাজ করব। এখানে প্রোজেক্টর খুবই দরকার। পাশাপাশি রবীন্দ্র মঞ্চের ভেতরে অনেক কাজ বাকি রয়েছে। তাই রবীন্দ্র মঞ্চকে পরে সংস্কার করব। ওটাকে পুরনিগমের সিস্টেমের মধ্যে আনতে হবে।'

মউ স্বাক্ষর

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গে এই প্রথম সিডবি'র (স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া) সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হল জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের। শুক্রবার ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিডবি'র তরফে মউতে স্বাক্ষর করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার চিরঞ্জিত মণ্ডল এবং ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহন দেবনাথ। সিডবি'র তরফে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যে ১০০টি শিল্প ক্লাস্টারকে ঋণ এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কও।

ঘুম ঘুম চোখে।। দক্ষিণ দিনাজপুরের গোফানগরে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

খিদের জ্বালা মেটাতে ছিনতাই খুদের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার সাতসকালে নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় হইচই পড়ে যায়। মোবাইল ছিনতাইয়ের পর চিৎকার জুড়ে দেন এক মহিলা। টোটো থেকে নেমে পথচলতিদের সহযোগিতায় অবশ্য সেই ছিনতাইকারীকে ধরেও ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু তাকে দেখে সকলের চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। পরনে ফুলপ্যান্ট আর হুডি। চোখেমুখে সারল্যভাব। নিজেই জানাল, তার বয়স আট।

হঠাৎ এমন কাণ্ড ঘটাল কেন? খুদের স্বীকারোক্তি, 'খিদে পেয়েছিল, সেজন্য করে ফেলেছি।' সেই কথা শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক পুলিশ আধিকারিক বেশ জোর গলায় তার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন। এতে কিছুটা ঘাবড়ে যায় সে। চোখ ছলছল করে উঠতেই গলার সুর নরম করেন ওই আধিকারিক। তারপর একাধিকবার প্রশ্ন করলে জবাব মেলে।

শিশুটির বাড়ি প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে। তবে নিজের বাড়ির নির্দিষ্ট ঠিকানা সঠিকভাবে বলতে পারেনি। বেশ খানিকক্ষণ বাদে দাদার ফোন নম্বর সে জানায় পুলিশ আধিকারিককে। এরপর ফোন করা হয় ওই নম্বরে। ওপার থেকে জানানো হয়, ঘরের ছেলেকে নিয়ে যাবেন তাঁরা। সেখানে ওইসময় উপস্থিত ছিলেন আরেক আধিকারিক। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'এত সহজে কাউকে অপরাধী বলে দাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বাচ্চাটির মুখে পুরো ঘটনা শুনে

প্রতীকী-এআই

মন খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ও বাড়ি ফিরলে ভালো হয়।'

এতটা পথ সে একা পেরোল কীভাবে? পরে জানাল নিজেই। কিছুদিন ধরে সহপাঠীরা তাকে মারধর করছিল বলে অভিযোগ তৃতীয় শ্রেণির ওই পড়ুয়ার। কথাটি সে বাড়িতেও জানিয়েছে। সুরাহা মেলা তো দূরের কথা, মা-বাবা নাকি তাকে পালটা বকাঝকা করেছে অনেক। তাতেই ভয় পেয়ে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় রেলস্টেশনে পৌঁছে উঠে পড়ে ট্রেনে। গন্তব্য অবশ্য জানা ছিল না। দীর্ঘ যাত্রা শেষে এদিন সকালে সে পৌঁছেছে শিলিগুড়ি জংশন রেলস্টেশনে।

সেখান থেকে বেরিয়ে বর্ধমান রোড ধরে ওই খুদে এনজেপি থানা এলাকায় চলে আসে। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে পেটে কিছু পড়েনি। খিদে পেয়েছিল মারাত্মক। কিন্তু পকেটে একটি কানাকড়িও নেই। খাবার মিলবে কীভাবে। অগত্যা টাকা পেতে চুরির ভাবনা মাথায় আসে খুদের। সেইমতো রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একটি টোটোতে বসে থাকা মহিলার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয় সে। ভেবেছিল, ওটা কাউকে দিয়ে বদলে খাবার কেনার টাকা চাইবে। তার আগেই অবশ্য পুলিশের হাতে পাকড়াও।

এদিন দুপুরে থানার একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। কাছে যেতেই শিশুটি শুকনো মুখে জানাল, 'কিছু খাইনি'। এরপর পুলিশের অনুমতি নিয়ে তাকে শুকনো খাবার দেওয়া হয়। বিকেলে সেই ঘরেই খুদেকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে।

মাদক পাচারে ছোট বোন হাত পাকায় প্রথমে

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ষাট লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার কাণ্ডে নতুন তথ্য হাতে এল পুলিশের। ধৃত দুই বোনের মধ্যেই মোমিনা বেগম প্রথম ব্রাউন সুগার চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল বলে তদন্তকারী অফিসাররা মনে করছিলেন। কিন্তু জেরায় সামনে এসেছে, ওই পরিবারে ছোট মেয়ে শাবানা খাতুনই প্রথম ব্রাউন সুগার চক্রের সঙ্গে জড়িয়েছিল। পরবর্তীতে মোমিনা বিয়ে করে জঙ্গিপুরে যাওয়ার পর চক্রের জাল আরও বিস্তৃত হয়।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, শাবানা প্রথমে বিশ্বাস কলোনিতে চক্রের মাথাদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগারের পুরিয়া নিয়ে ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করত। দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ওজনে ব্রাউন সুগার নিয়ে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বিক্রি করতে শুরু করে সে। বিয়ের পর মোমিনাও জঙ্গিপুরে ব্রাউন সুগার কারবারিদের থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে শিলিগুড়িতে আনার ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করে।

গত ৩ জানুয়ারি গভর্নমেন্ট স'মিল রোডে ৬২৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। কোলে শিশু নিয়ে নিজেদের মধ্যে সেই মাদক আদান প্রদান করছিল দুই বোন মোমিনা ও শাবানা। সেসময় পুলিশ হাতেনাতে তাদের পাকড়াও করে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে তাদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ জানতে পারে, মোমিনা বাসে করে শহরে বোনকে ব্রাউন সুগার দিতে আসত। বাসের সিটের নীচে ব্যাগে করে ব্রাউন সুগার আনত সে। বিয়ের পর গত একবছর ধরে সে এভাবেই মাদক পাচার করছিল। গত তিন তারিখও সে এভাবেই নিয়ে এসেছিল ওই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, প্রতিবার ক্যারিয়ার হিসেবে হাজার দশেক টাকা পেত মোমিনা।

পুলিশ জানতে পেরেছে, ঝাড়খণ্ড থেকে পলাশি দিয়ে জঙ্গিপুরে আসে ব্রাউন সুগার। তিনদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে ধৃত দুজনকে এদিন ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ায় এবারও শতাধিক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্লকের বিভিন্ন কেন্দ্রে নজরদারির দায়িত্ব সামলাবেন। শুক্রবার তাঁদের ডেকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন কালীগঞ্জ হাইস্কুলে প্রাইমারি শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বৈঠক করা হয়। এদিন চোপড়া সার্কেলের ৮৫ জন শিক্ষক বৈঠকে অংশ নেন।

শিক্ষকদের সামনে পরীক্ষার হলে নজরদারি সংক্রান্ত নিয়মাবলি তুলে ধরা হয়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার, কালীগঞ্জ হাইস্কুলের টিআইসি আফজল হুসেন প্রমুখ।

আটক বাংলাদেশি

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানা এলাকা থেকে এক বাংলাদেশিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল বিএসএফ। চোপড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ মুসা। বাড়ি বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া থানা এলাকায়। চোপড়া থানার গেন্দাগছ এলাকায় শ্বশুরবাড়ি থেকে ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে বিএসএফ। ওই বাংলাদেশিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে মনঝার আলম নামে স্থানীয় একজনকে আটক করা হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিএসএফ দুজনকে চোপড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

বিয়ে আটকাল প্রশাসন

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার এক নাবালিকার বিয়ে আটকাল প্রশাসন। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদ্রাগুড়ি এলাকা থেকে এদিন এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ হোমে পাঠানো হয়েছে। নকশালবাড়ি এলাকার এক নাবালিকার সোনাপুর এলাকায় এদিন বিয়ের কথা ছিল। জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি বিষয়টি আগাম জানতে পারে। পরে এদিন ব্লক প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়।

চিকিৎসকদের সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : নাক-কান-গলা বিভাগের চিকিৎসকদের সংগঠনের শিলিগুড়ি শাখার সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়েছে শুক্রবার থেকে। চার্চ রোডের একটি হোটেলে রবিবার পর্যন্ত এই সম্মেলন চলবে। দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ অটোল্যারিঙ্গোলজিস্টস অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো জানিয়েছেন, এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে নাগপুরের বিশিষ্ট ইএনটি সার্জন ডাঃ মদন কাপরে অংশ নিয়েছেন।

নাটকে তৃতীয়

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : জোনাল স্তরের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করল উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের সিধো-কানহো নাট্যকলা গোষ্ঠী। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার গাজোলে অনুষ্ঠিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় শুক্রবার উত্তর দিনাজপুর, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে একাধিক নাটকের দল অংশ নেয়। সিধো-কানহো নাট্যকলা গোষ্ঠী তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। জেলাভিত্তিক প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর, দ্বিতীয় মালদা, তৃতীয় উত্তর দিনাজপুর।

পিছোল কর্মসূচি

চোপড়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লক সহ উত্তর দিনাজপুর জেলায় ফাইলেরিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হল। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিষেধক কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে পিছিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মসূচি শুরু হবে।

পাশে ভাড়াবাড়িতে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি

দেড় দশক বন্ধ শিশুশিক্ষাকেন্দ্র

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পড়ুয়ার অভাবে দেড় দশক ধরে তালা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে। কিন্তু ভাড়ায় চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ভাড়ার টাকা না গুনে কেন বন্ধ কেন্দ্রটিতে অঙ্গনওয়াড়ি চালু করা হচ্ছে না, প্রশ্ন উঠছে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপাড়ায়। কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা ভবনটি নেশার আড্ডায় পরিণত হয়েছে। যাতে তিতিবিরক্ত স্থানীয়রা।

এরই মধ্যে কেন্দ্রটি তৈরির জন্য যিনি জমি দান করেছিলেন, বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি জমি ফেরত চাইছেন। যদিও বর্তমান পরিস্থিতির দায় নিতে নারাজ নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল। উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'সিপিএমের আমলে তৈরি হয়েছিল। ওই জমানাতেই বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। তবে ভবনটি অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কোথাও মদের বোতল থেকে নেশার নানা সামগ্রী ছড়িয়ে, কোথাও আবার গবাদিপশুর মলমূত্র। পরিস্থিতি দেখে বোঝার উপায় নেই একসময় ভবনটি ছিল শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। স্থানীয়দের বক্তব্য, একসময় ৫০-এর বেশি পড়ুয়া ছিল। তাদের কলরবে মুখর হয়ে থাকত এলাকা। পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে গিয়ে ঠেকায় পশ্চিম বাবুপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন করে কেন্দ্রটি চালুর উদ্যোগ না নেওয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে ভবনটি।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সমর ঘোষ বলেন, '২০ বছর আগে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে তৈরি

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুপাড়ায় বন্ধ শিশুশিক্ষাকেন্দ্র।

করেছিলাম। স্থানীয় এক বাসিন্দা পাঁচ কাঠা জমি দেন। স্কুল ভবনের পাশে থাকা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটিও তৈরি করি। পড়ুয়া না থাকায় পাঁচ বছর পর সেটা বন্ধ হয়ে যায়।'

কী পরিস্থিতি

- এসএসকে চত্বরে ছড়িয়ে মদের বোতল ও নেশার সামগ্রী, কোথাও আবার গবাদিপশুর মলমূত্র
- নতুন করে কেন্দ্রটি চালুর উদ্যোগ না নেওয়ায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে ভবনটি
- একসময় ৫০-এর বেশি পড়ুয়া ছিল সেখানে, ধীরে ধীরে কমতে কমতে তলানিতে ঠেকে
- আশপাশে পাঁচটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে চারটি চলছে ভাড়ায়

টিনের চাল দেওয়া দু'কক্ষের পাশে থাকা শৌচালয়গুলিতেও তালা ঝুলছে। তবে চালু রয়েছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক কর্মী বলেন, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রের টিকাকরণের জন্য ওই দুটি ঘর মাঝে খোলা হয়েছিল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ভবনটি ছেড়ে দেওয়া হয়।' স্থানীয় বাসিন্দা নেপাল ঘোষ জানান, যিনি জমি দিয়েছিলেন, কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় তিনি এখন জমি ফেরত চাইছেন। জমির দখল নিতে ঘরের সামনে গোরু, ছাগল বেঁধে রাখছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা নিতাই দে'র বক্তব্য, 'এই পাড়াতে পাঁচটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে চারটি ভাড়াবাড়িতে চলছে। অথচ প্রশাসন বন্ধ শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়ে আসছে না। এদিকে, এখানে দিনদিন অসামাজিক কাজকর্ম বেড়েই চলেছে।'

যদিও নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দায়িত্বে থাকা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সুপার ভাইজার রুনু মণ্ডল বলেন, 'ওই কেন্দ্রটি আমার সময়কালে তৈরি হয়নি। তাই কেন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, বলতে পারব না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

খুনের দায়ে যাবজ্জীবন

জলপাইগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রতিবেশীকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল আদালত। শুক্রবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত আদালতের (তৃতীয় কোর্ট) বিচারক বিপ্লব রায় এই সাজা শুনিয়েছেন। ঘটনা ঘটার দু'বছরের মাথায় এই সাজা ঘোষণা আদালতের। সাজাপ্রাপ্তের নাম সুরেশ থাপা। বাড়ি শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার লিম্বুবস্তিতে। যাবজ্জীবন সাজা জানতে পেরে সন্তুষ্ট মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের নভেম্বরে। সুরেশ এবং ভবেশ বিশ্বকর্মা একে অপরের প্রতিবেশী। দুজনই পেশায় গাড়িচালক ছিলেন। কোনও একটি বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। ঘটনার দিন ভবেশ তার নিজের গাড়ি নিয়ে সুরেশের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় সুরেশ তার বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর ভবেশের গাড়ি আটকে গালিগালাজ শুরু করে। ভবেশ প্রতিবাদ করতে গাড়ি থেকে নেমে আসেন। এরপর দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। সেই সময় সুরেশ নিজের বাড়ির ভেতরে গিয়ে একটি রড নিয়ে এসে ভবেশের মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়েন ভবেশ। ঘটনাচক্রে সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ভবেশের ছেলে রাজা। নিজের চোখের সামনে দেখতে পান রাজা। প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে রাজা তাঁর বাবাকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানে মৃত্যু হয় ভবেশের।

সংঘর্ষে জখম

ফাঁসিদেওয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফাঁসিদেওয়ার কান্তিভিটার উড়ালপুলে শুক্রবার ভোরে মাছবোঝাই লরি এবং আলুবোঝাই লরির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি লরিরই সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গিয়েছিল। গুরুতর জখম দুজন লরিচালক। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জখমদের উদ্ধার করে পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

চা বাগানের ৩০ শতাংশে নারাজ আদিবাসীরা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। এখন থেকে টি ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশের পরিবর্তে চা বাগানের অব্যবহৃত ৩০ শতাংশ জমি ব্যবহার করা যাবে, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বুধবার এমন ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার প্রতিবাদী আন্দোলনের হুমকি দিল আদিবাসীদের সংগঠন ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইট। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর উত্তরকন্যা অভিযানের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সংগঠনটি। পাট্টা নয়, চা বাগানের জমিতে বসবাসকারী আদিবাসীদের হস্তান্তরযোগ্য জমির খতিয়ানের দাবিকে সামনে রেখে এদিন বাতাসিতে সংগঠনটি একটি মিছিল বের করে। মিছিল শেষে খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় তারা। এখানেই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়।

জমির পাট্টা নয়, মালিকানার দাবিতে অনেকদিন থেকেই সরব চা শ্রমিকরা। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর অব্যবহৃত জমির ৩০ শতাংশ পর্যটনে ব্যবহারের ঘোষণায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল চা বাগিচা অঞ্চলে। ২০১৯ সালে আইন করে রাজ্য সরকার চা বাগানের ১৫ শতাংশ অব্যবহারযোগ্য জমি ব্যবহারের কথা বলেছিল। কিন্তু বাস্তবে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি, ফাঁসিদেওয়ার হাঁসখোয়া, ঘোষপুকুর সহ একাধিক এলাকার চা বাগান থেকে গাছ উপড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। ওই জমি পুঁজিপতি ও জমি মাফিয়াদের কবলে গিয়েছে বলেও অভিযোগ। তার ওপর বুধবার মুখ্যমন্ত্রী এমন ঘোষণা করার প্রতিবাদে সরব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি আদিবাসীদের সংগঠনটি। সরকারি এই সিদ্ধান্তে জমির পাশাপাশি রুটিরুজি হারানোর আশঙ্কাও করছেন চা শ্রমিকদের একটা অংশ।

ইউনাইটেড ফোরাম ফর আদিবাসী রাইট-এর আহ্বায়ক রাজকুমার কাশ্যপ বলেন, 'টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগান তুলে ফেলা হচ্ছে। সেখানে তৈরি হচ্ছে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স। চা শ্রমিকরা শঙ্কিত। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সমস্ত চা শ্রমিককে সংগঠিত করে উত্তরকন্যা অভিযান করা হবে।' পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা নয়, দখলে থাকা জমির হস্তান্তরযোগ্য খতিয়ানের দাবিও তুলেছেন তিনি। জমির পাট্টা সংক্রান্ত ২০২৩-এর ১ অগাস্টের জারি করা বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবিও তুলেছেন রাজকুমার।

এমন দাবিকে সামনে রেখে এদিন জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে সংগঠনটি একটি স্মারকলিপি দেয় ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক (বিএলএলআরও) সমীর বিশ্বাসকে। বিএলএলআরও বলেন, 'সরকারের স্কিম ফর হোমস্টে পাট্টার অধীনে এখন চা বাগানগুলিতে সার্ভে চলছে।

অসন্তোষের ছায়া

- রুটিরুজি হারানোর আশঙ্কায় তীব্র প্রতিক্রিয়া আদিবাসীদের মধ্যে
- মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক
- ২০১৯ সালে আইন করে চা বাগানের ১৫ শতাংশ অব্যবহারযোগ্য জমি ব্যবহারের কথা বলে রাজ্য
- বাস্তবে পানিট্যাঙ্কি, ঘোষপুকুর সহ একাধিক এলাকার বাগান থেকে গাছ উপড়ানোর অভিযোগ ওঠে

নোটিফিকেশন অনুযায়ী চা বাগানে বসবাসকারী আদিবাসীদের পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দেওয়ার কথা। সংগঠনটি চা বাগানে বসবাসকারীদের দখলে থাকা সমস্ত জমির রায়তি খতিয়ানের দাবি করেছে। দাবির বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।' এদিন প্রায় তিনশো আদিবাসী বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশি ব্যবস্থা ছিল।

ঝাড়ু শুকোতে গড়াল বেলা

পাহাড় থেকে আসা ফুলঝাড়ু শুকোচ্ছে চম্পাসারিতে। পরবর্তীতে এগুলো যাবে বিভিন্ন রাজ্যে। ছবি : সূত্রধর।

সালিশির কথা জানিয়ে ঘরছাড়া

নাবালিকাকে গালিগালাজ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফুলবাড়িতে সালিশি কাণ্ডে জট ক্রমশ পাকাচ্ছে। অভিযোগ-পালটা অভিযোগে সরগরম এলাকা। একদিকে, স্থানীয় একটি ক্লাবের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগ। ইচ্ছাকৃতভাবে ঝামেলা করে বাড়ি বিক্রি করিয়ে দিতে পারলেই সিন্ডিকেটের লক্ষ্মীলাভ, দাবি একাংশ স্থানীয় বাসিন্দার। অপরদিকে, এক নাবালিকাকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ এবং তার পরিবারকে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠল আরেকপক্ষের বিরুদ্ধে।

দম্পতিকে মারধরের ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতিকে যিনি জানিয়েছিলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ সস্ত্রীক বাড়ি ছাড়েন তিনি। ওই ব্যক্তির মেয়েকে কয়েকমাস আগে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের খুড়তুতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। এদিন দুপুরে সেই নাবালিকার বাবার বিরুদ্ধে স্মারকলিপি জমা দিতে ১৫-২০ জন স্থানীয় একসঙ্গে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় আসেন। দাবি ছিল, ওই ব্যক্তি তাঁদের গালিগালাজ ও হুমকি দিয়েছেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে এদিন সন্ধ্যার পর এলাকায় যায় পুলিশ। অভিযোগ, তারা ফিরে যাওয়ার পর একদল মানুষ নাবালিকার বাড়ির সামনে গিয়ে গালিগালাজ শুরু করে। ভীতসন্ত্রস্ত নবম শ্রেণির পড়ুয়াটি প্রতিবেদককে ফোনে দাবি করে, 'আমাকে চরিত্রহীন বলে কয়েকজন বাড়ির সামনে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেছে। ভয় পাচ্ছি ভীষণ।'

এমনটা ঘটছে কেন, জানতে ফোন করা হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য পরান মণ্ডলকে। তবে তিনি সাড়া দেননি। পরানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অপহরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। মেয়েটির বাবার দাবি, সেসময় অভিযোগ তোলার বদলা নিতে এখন ক্লাবের সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ঝামেলা পাকানো হচ্ছে।

এদিকে, বহু মানুষের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় সাবধানে পা ফেলতে চাইছে পুলিশ। সেই কারণে এদিন রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে মনে করছেন অনেকে। এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'পুলিশ ঘটনার ওপর নজর রাখছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সবরকম চেষ্টা চলছে।'

যদিও ক্লাবের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করলেন সম্পাদক হিমাদ্রি চক্রবর্তী। পালটা তিনি ক্লাবের অস্তিত্ব নেই বলে দাবি তোলেন এবং মন্দির তত্ত্ব খাড়া করেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওখানে তো ক্লাব নেই, সেটা আমাদের মন্দিরের ভোগ রান্নার জায়গা।' এছাড়া কোনওরকম সিন্ডিকেট তাঁরা চালাচ্ছেন না, জানিয়ে দেন এদিন।

শিবরাত্রির ভিড়ে বাড়তি সতর্কতা জল্পেশ মন্দিরে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শিব চতুর্দশীর ভোরে প্রয়াগের কুম্ভস্নান পর্ব শেষ হচ্ছে। এদিকে ওই দিন থেকে ময়নাগুড়ির জল্পেশে শিবরাত্রি উৎসবের সূচনা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় শিবতীর্থ হিসেবে জল্পেশ পরিচিত। স্বাভাবিকভাবে পবিত্র এই দিনে পুণ্যস্নানের জন্য জল্পেশ মন্দিরের জলাশয় সুবর্ণ কুণ্ডে ভক্তের ভিড় উপচে পড়বে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের অনুমান।

এনিয়ে সতর্ক প্রশাসনও। মন্দিরের জলাশয়ে দুর্ঘটনা রোধে মন্দির কর্তৃপক্ষ একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেবের বক্তব্য, 'শিবরাত্রির দিন মহাকুম্ভের চতুর্থ শাহিস্নানের দিনক্ষণ থাকায় জল্পেশের সুবর্ণ কুণ্ডতে পুণ্যার্থীদের ভিড় অনেক বেশি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেজন্য আগেভাগে সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে।'

একদিকে উৎসবের শেষ। আরেক দিকে উৎসবের সূচনা। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জল্পেশমেলার প্রস্তুতি এখন মন্দির কমিটি ও প্রশাসনের কাছে অন্যতম চিন্তার কারণ। শুক্রবার মন্দির কর্তৃপক্ষ সুবর্ণ কুণ্ড ঘাট আরও একবার পরিদর্শন করে। ঘাট সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ী বাথরুমগুলি ছাড়া বেশ কয়েকটি অস্থায়ী পোশাক পরিবর্তনের ঘর তৈরি করা হবে বলে স্থির হয়েছে।

এছাড়া গোটা ঘাটের চারদিকে সিসি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো

শিবরাত্রিতে জল্পেশের এই সুবর্ণ কুণ্ড ঘাটে স্নান করতে পারবেন পুণ্যার্থীরা।

হবে। প্রশাসন সূত্রে খবর, সুবর্ণ কুণ্ডে সিভিল ডিফেন্স ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি পুলিশের কুইক রেসপন্স টিম, মন্দিরের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবকরা ঘাটের পাশে ভক্তদের সহযোগিতা করবেন। ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'জল্পেশমেলা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বৈঠক শেষ হয়েছে। সেখানে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দশীর মহাশিবরাত্রিতে চতুর্থ তথা সর্বশেষ শাহিস্নানের দিন। স্বাভাবিকভাবে যাঁরা কুম্ভে যেতে পারেননি তাঁরা ওই দিনে জল্পেশের সুবর্ণকুণ্ডে স্নানে আসবেন। জল্পেশ মন্দিরের উত্তর অংশে রয়েছে বিরাট 'সুবর্ণ কুণ্ড।' প্রায় দুই একর বেশি জমিজুড়ে থাকা এই জলাশয়ে প্রতিবছর শিবরাত্রিতে কয়েক হাজার ভক্ত স্নান করেন। এবছর তার সঙ্গে মহাকুম্ভের চতুর্থ শাহিস্নানের দিন জুড়ে যাওয়ায় ভিড় অনেক গুণ বেশি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জল্পেশ মন্দিরের নিজস্ব এই পুকুরটি কয়েক শতকের পুরোনো। ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়া জল্পেশের প্রাচীন মন্দিরটি ১৬৩২ সালে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ নতুনভাবে তৈরি করেন। তারও অনেক আগে মন্দিরের ঠিক পাশে এই 'সুবর্ণ কুণ্ড'তে পুণ্যার্থীরা স্নান করতেন বলে মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি। বর্তমানে সেখানে মন্দির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পাঁচটি স্থায়ী পাকা ঘাট নির্মিত হয়েছে। ঘাটগুলি কংক্রিটের বাঁধাই ছাড়াও লোহার চেন ও রেলিং দিয়ে ঘেরা। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জল্পেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকবে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬০ সংখ্যা, শনিবার, ২৫ মাঘ ১৪৩১

অসম্মানেও নীরব দিল্লি

ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক বহুদিনের। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা থেকে শুরু করে ভারত-মার্কিন পরমাণুচুক্তি, সেই সুসম্পর্কের মুকুটে একেকটি পালক। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান এবং ভারতে আর্থিক উদারীকরণের হাত ধরে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়েছে। নয়াদিল্লি বা ওয়াশিংটনে যাঁরাই ক্ষমতাসীন হন না কেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কখনও আঁচ লাগেনি। মাঝেমধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে টানাপোড়েন হলেও কেটে গিয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধুরাষ্ট্র নয়, সহযোগীও। কিন্তু মার্কিন মুলুকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ১০৪ জন ভারতীয় অভিবাসীকে হাতকড়া এবং পায়ে শিকল বেঁধে মার্কিন বায়ুসেনার কার্গো বিমানে ভারতে ফেরত পাঠানোর ঘটনায় মোদি সরকারের নির্বিকার মনোভাব কাম্য ছিল না।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সংসদে জানিয়েছেন, আমেরিকা নিজেদের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর মেনে ভারতীয়দের ফেরত পাঠিয়েছে। ফেরানোর সময় ভারতীয়দের সঙ্গে যাতে দুর্ব্যবহার না হয়, সেজন্য মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখা হয়েছে। মোদি জমানার পাশাপাশি ইউপিএ আমলে কতজন ভারতীয় অভিবাসীকে আমেরিকা ফেরত পাঠিয়েছিল, সুকৌশলে সেই তথ্যও সংসদে জানিয়েছেন তিনি।

কিন্তু হাতকড়া এবং পায়ে শিকল বেঁধে অমানবিকভাবে ভারতীয় নাগরিকদের দীর্ঘ ৪০ ঘণ্টার সফরের নারকীয় যন্ত্রণা নিয়ে বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতিতে কিছু ছিল না। ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরই অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিয়েছিলেন। ফলে সেদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ফেরত পাঠানো যে এতটা অমানবিক হবে, সেটা বোঝেনি কেউ।

সকলে ধরে নিয়েছিলেন, মোদি যেহেতু নিজেকে ট্রাম্পের বন্ধু বলে দাবি করেন, তাই মেক্সিকো, কলম্বিয়ার নাগরিকদের সঙ্গে যেরকম আচরণ মার্কিন প্রশাসন করেছে, তেমনটা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে হবে না। অবৈধ অভিবাসীদের হাতকড়া ও পায়ে শিকল বেঁধে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো সরব হলেও টুঁ শব্দ করলেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

ভারতীয়দের অমানবিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানোয় সংসদের ভিতরে-বাইরে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কলম্বিয়া সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের আচরণের তুলনা টেনেছে। কিন্তু বিদেশমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে অভিবাসীদের সঙ্গে ট্রাম্প সরকারের আচরণের সমালোচনা ছিল না। শারীরিক-মানসিক ধকল সামলে শতাধিক ভারতীয় দেশে ফিরেছেন।

তাঁদের ভবিষ্যৎ অজানা। এদেশে জীবিকার দরজা খোলা ছিল না বলেই তো তাঁরা ঘটিবাটি বেচে দালালদের বিপুল টাকা দিয়ে বা লুকিয়ে জীবন বাজি রেখে আমেরিকা গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি কতটা ভয়ানক হলে তাঁরা ডাঙ্কি রুট ধরে যেতে মরিয়া ছিলেন, তা সহজে অনুমেয়। প্রথম দফায় ফেরত আসা অনেকে বিজেপি শাসিত গুজরাট ও হরিয়ানার বাসিন্দা বলে ওই দুটি রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের প্রচারের ঢাক কার্যত ফেটে গিয়েছে।

নিজেদের রাজ্যে কাজ পাননি বলেই তো বেআইনিভাবে ওই নাগরিকরা আমেরিকায় থাকতে চেয়েছিলেন। অবৈধ উপায়ে আর কেউ যাতে বিদেশে যেতে না পারেন, সেজন্য সরকার আইন তৈরির কথা বলেছে বটে। কিন্তু ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের পুনর্বাসনে সরকার একেবারে নীরব এখনও। সংসদে অধিবেশন চললেও এ নিয়ে সরকারের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বদলে সংসদ এখন শাসক ও বিরোধী শিবিরের তর্জায় ব্যস্ত। যে তর্জার অনেক কিছু এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক বা অযৌক্তিক।

আত্মসম্মানে আঘাত নিয়ে বন্ধুত্ব হয় না। এটা ভারত ও আমেরিকা দু'দেশেরই মনে রাখা উচিত। ওয়াশিংটনের ভুলকে ভুল বলার সাহস অতীতে নয়াদিল্লি দেখায়নি তা নয়। তাতে বন্ধুত্বে চিড়ও ধরেনি। অবৈধ অভিবাসীদের ফেরানো নিয়ে আপত্তি করেনি নয়াদিল্লি। শুধু ভারতে ফেরানোর সময় অভিবাসীদের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের আচরণ ও ঔদ্ধত্যের কড়া জবাব অন্তত প্রত্যাশিত ছিল।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

শিকলওয়ালা বাঁধে বা শিকল পরার ছল

হাজারখানেক ভারতীয়র পায়ে শিকল বেঁধে ফেরাল আমেরিকা। মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের আগে এটা কি গড়াপেটা?

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

...অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস্ করে বললে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, "মানে কী হল।"

অমিত বললে, "যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও।..."

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার কয়েকটি বাক্য।

অমিতের শেষ সংলাপ নরেন্দ্র মোদি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শোনালে তাঁদের খুব পছন্দ হতে বাধ্য! ট্রাম্প বোঝাতে পারেন, শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না। আমরা আমেরিকানরা এরকম। কত বড় হৃদয়বান দেখুন তো আমরা! অন্য যে কোনও দেশ হলে অবশ্যই বাঁধত, আবার ভোলাতও। আমরা শিকলওয়ালা হতে পারি বটে, আফিমওয়ালী নই।

রসিকতা রেখে ভারতীয়দের ওই ছবিগুলো দেখা যাক। প্রথমে বিস্ময়ে ডুবে যেতে হয়। তারপর ক্রোধ এবং ক্ষোভ সঙ্গী হয়। অতঃপর প্রশ্ন।

এত বন্ধু বন্ধু করে কী লাভ হল মোদির? তাঁর দেশের লোকদেরই তো সবার আগে ভারতে পাঠিয়ে দিল আমেরিকা। একেই লজ্জার শেষ নেই চুরি করে বিদেশে ঢোকার জন্য। তারপর তাঁদের হাতে হাতকড়া। পায়ে বেড়ি। ফেরত পাঠালি পাঠা, তা বলে এভাবে পাঠাতে হবে?

যে ছবিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া বা অধিকাংশ সাইটে, তার অধিকাংশ ফেক। ফেক ছবি ধরার সবচেয়ে ভালো ওয়েবসাইট হল অলট নিউজ। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের হাতকড়া, পায়ে বেড়ির বিশেষ ছবিগুলো অধিকাংশ আসলে গুয়াতেমালান ও মেক্সিকানদের ছবি। তবে খবরটা আদৌ মিথ্যে নয়।

আমেরিকার বন্ধুদের কাছে জানা গেল, সেখানে একাধিক টিভি বা খবরের কাগজে দেখা গিয়েছে, টেক্সাস থেকে আমেরিকান সামরিক বিমানে উঠছেন ভারতীয়রা। বিমানবন্দরে অপেক্ষার সময়ও ওঁদের হাতে-পায়ে শিকল। এটা ডিপোর্টেশন, বন্দি প্রত্যর্পণ নয়। একজন এমনও তথ্য দিলেন, 'আমেরিকায় অপরাধীদের এভাবেই সংশোধনাগার থেকে হাসপাতাল বা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। স্রেফ নিরাপত্তার কারণে। মানবাধিকার নিয়ে মাথাব্যথা নেই প্রশাসনের। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিমানবন্দরে হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে নিয়ে যাওয়াই নিয়ম।'

প্রশ্ন অন্য জায়গায়। এই যে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর ভারতে ও আমেরিকায় মোদি ভকতদের তুমুল উচ্ছ্বাস দেখেছিলাম, তাতে লাভ কী হল? যে দেশগুলো থেকে লোক চোরাপথে আমেরিকা ঢোকেন, মেক্সিকো-এল সালভাদোর-বাংলাদেশের অবৈধ লোকজনকে তো আগে এভাবে তো পাঠানো হয়নি! ভারতকেই লজ্জা দেওয়া কেন সবার প্রথমে?

আমেরিকান বন্ধুদের কাছে শুনলাম, মেক্সিকানরা এসে আমেরিকানদের খেতে, কারখানায়, লোকের বাড়িতে অনেক সস্তায় কাজ করেন। এঁরা না এলে আমেরিকানদেরই সমস্যা। বাংলাদেশিরা অবৈধপথে আমেরিকায় ঢুকলে কম টাকায় সরকারি কাজ করেন। ভারতীয়রা কিন্তু বেশি কাজ করেন ভারতীয় মালিকের মুদির দোকান, গ্যাস স্টেশনে এবং রেস্তোরাঁয়। ওঁরা না থাকলে তেমন সমস্যা নেই আমেরিকানদের।

এই প্রথম যে অবৈধ ভারতীয়দের পাঠানো হল, তা তো নয়। নিয়মিতই খুচখাচ হয় এসব। এবার একেবারে সামরিক বিমানে প্রবল ঢক্কানিনাদ সহ ফেরত পাঠানো কেন বাপু?

উঠে আসছে দুটো তিনটে তত্ত্ব।

ট্রাম্প এবার নির্বাচনে অনেক আমেরিকানের মন জয় করেছিলেন শরণার্থী ইস্যুতে। দেশ ভরে যাচ্ছে বিদেশিতে, কমে যাচ্ছে চাকরির বাজার-- এদের সরাও। এই মনোভাব অধিকাংশ আমেরিকানের। এটা দোষের নয়। আমাদের দেশেও এমন আবেগ কাজে লাগিয়ে ভোট জিতছে বিজেপি। এবার ট্রাম্পও মোদি স্টাইলে দেখাতে চাইছেন, দেখো বাপু, অবৈধ অভিবাসীরা অপরাধী। এদের আমরা তাড়িয়েই ছাড়ব। মোদি পর্যন্ত যা পারেননি। এই যে মোদি আমার এত বন্ধু, তাঁর দেশকেও ছাড়ছি না। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পালন কিন্তু শুরু করে দিয়েছি।

অতএব সাধু সাবধান। এ সেই চিরাচরিত ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর একেবারে আদর্শ উদাহরণ।

আরও সোজা কথায় বললে, এটা ট্রাম্পের সেই থ্রেট কালচার। বর্তমান ও ভবিষ্যতের শরণার্থীদের একেবারে দাবড়ে দেওয়া। এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

প্রশ্ন উঠবে, মোদি বা জয়শংকরের মতো এতদিন কড়া কথা বলার লোকেরা এই ইস্যুতে একেবারে স্বভাববিরোধী গুটিয়ে রয়েছেন কেন? দেশোয়ালিদের এমন অপমান দেখেও মোদি চুপ। জয়শংকর সংসদে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা অতি মিনমিনে।

দুটো তিনটে কারণ এখানে কাজ করতে পারে।

এক, ভারত থেকে এত লোক আমেরিকা পালাচ্ছে, এটা একেবারেই ভালো বিজ্ঞাপন নয় মোদি সরকারের পক্ষে। তার মধ্যে আবার অনেক লোক 'সোনার গুজরাট'-এর। তাই যত কম কথা বলা যায়, তত ভালো।

দুই, ১৩ তারিখ মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক। তার আগে ট্রাম্পকে রসেবশে রাখতে চান নমো। বন্ধু আমার এমনই, কখন কী বলে দেবে, জানে না কেউই।

তিন, বৈধ ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে ট্রাম্পভূমিতে ইদানীং সবচেয়ে গুরুত্ব পায় ভারত। এত অল্প কয়েকজনের হেনস্তার জন্য ভবিষ্যতের অনেক বড় সুবিধে হাতছাড়া করতে রাজি নয় ভারত। ট্রাম্পকে এখানে চটানো মানে আখেরে ক্ষতি। আর এঁরা তো সত্যিই অপরাধী।

চার নম্বর এবং এটাই সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর। মোদি-জয়শংকররা নিজেরাই নাকি প্রস্তাব দিয়েছেন, ভারতীয়দের ফিরিয়ে দেওয়ার। গত ২১ জানুয়ারি ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক গার্ডিয়ানে এমন খবরই বেরিয়েছে। শিরোনাম-- Modi's government planning to repatriate 18,000 Indians living in US illegally.

সেখানে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য, কোন ১৮ হাজারকে ফেরত পাঠানো হবে, তা চিহ্নিত করে দিয়েছে ভারত সরকারই। তাই সরকারের কেউই হাত পা ছড়িয়ে কাঁদছে না—'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে'। এই গোপন বোঝাপড়ার খবর ব্লুমবার্গের।

বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে বেশি যাওয়ার চেষ্টা করেন ইউরোপে, ভারতীয়রা আবার আমেরিকায়। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, মেক্সিকো এবং এল সালভাদরের পরে আমেরিকায় সর্বাধিক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এখন ভারতেরই। শরণার্থীদের নিয়ে গবেষণাক্ষেত্রে নামী সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য, আমেরিকায় এখন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভারতীয়দের সংখ্যা ৭ লক্ষ ২৫ হাজার। মোটেই ১৮ হাজার নয়।

গার্ডিয়ানে ভারতের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের উদ্ধৃতি মনে রাখার মতো, 'অক্টোবরে ১০০ জনকে আমেরিকা থেকে ফেরত আনা হয়েছে। গত এক বছরে ১০০০ জনের মতো।'

প্রশ্ন করতে পারেন, তা হলে এবার ওই লোকগুলোকে এত ঢক্কানিনাদ করে আনা হল কেন? উত্তরটা স্পষ্ট। স্রেফ ট্রাম্পের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে মসৃণ করে দেওয়া হবে বলে। ট্রাম্পের চোখে ভালো ছেলে হওয়ার জন্য। আরও ৪৮৭ জন ফিরছেন! বিনিময়ে ট্রাম্প ভারতীয় বৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেখবেন। মহার্ঘ এইচওয়ানবি ভিসায় ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বাধা হবেন না। খেলা হলে এই নীরব চুক্তিকে বলা যেত ভাই ভাই খেলা, গড়াপেটার খেলা।

২০২৩ সালের তথ্য বলছে, এইচওয়ানবি ভিসায় বেশি গিয়েছেন ভারতীয়রাই। ৭৫ শতাংশ। তার জন্য কয়েকজনের হাতে না হয় শিকল পড়ল! ৪০ ঘণ্টার তো পথ।

ভারত সরকার যে এই ইস্যুতে চরম অপ্রস্তুত, তা অন্য ঘটনায় স্পষ্ট। পিআইবি এবং বিদেশ দপ্তরের পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা তার প্রমাণ। জয়শংকর নিজে যখন সংসদে হাতকড়া নিয়ে আমেরিকার নিয়ম দেখাচ্ছিলেন, তার আগেই পিআইবি বিবৃতি ছিল, 'ভারতীয়দের হাতকড়া-পায়ের শিকল পরানোর খবরটা একেবারে মিথ্যা।'

ইডি কর্তাদের টাটকা স্বীকারোক্তি আরও বড় ধাক্কা ভারতের ভাবমূর্তির পক্ষে। তারা বলেছে, গত তিন বছরে অন্তত ৪২০০ ভারতীয় বেআইনি পথে গিয়েছেন আমেরিকায়। পঞ্জাব-গুজরাটের এজেন্টরাই সবচেয়ে উদ্যোগী। তথ্যটা নিশ্চিতভাবেই মোদির পক্ষে গৌরবের নয়। গুজরাট যদি এত উন্নতি করে, তা হলে এত গুজরাটি প্রাণ হাতে নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছেন কেন?

ভাবতেই পারি না, আমেরিকা যাওয়ার লোভে ভারতীয়রা হেঁটে পেরোচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর শরণার্থী সরণি।

পানামা-কলম্বিয়ার মাঝের জায়গাটার নাম দারিয়েন গ্যাপ। আগে একবার লিখেছিলাম জায়গাটা নিয়ে। বাঁ দিকে প্রশান্ত মহাসাগর, ডানদিকে ক্যারিবিয়ান সাগর। ওই ১০৬ কিলোমিটার রাস্তায় এক প্রান্তে ভয়ংকর রেইনফরেস্ট। অন্য প্রান্তে বিশাল চওড়া নদী, অসংখ্য ব-দ্বীপ, ভয়ংকর রুক্ষ ভয়জাগানো পাহাড়। যেতে হবে কলম্বিয়ার ভয়ংকর গেরিলা বাহিনী কুখ্যাত ড্রাগ মাফিয়ার দল, বিষাক্ত পিট ভাইপার্স সাপ, ব্রাজিলিয়ান রহস্যময় মাকড়সা, কালো কাঁকড়াবিছের দল, লক্ষ পতঙ্গ পেরিয়ে। গরম জঙ্গলে ময়লা জলের স্রোত, যা একটু খেলেই মৃত্যু।

বছর কয়েক আগে পঞ্জাব-হরিয়ানার ৩১১ তরুণ ওই পথে মেক্সিকো পৌঁছান। সেখানে বন্দি করে ফেরত পাঠানো হয় দেশে। বহুদিন পরেও তাঁদের গোটা শরীরে ছিল অসংখ্য ক্ষত। বলেছিলেন, গায়ের ঘামে ভেজা শার্ট নিংড়ে তেষ্টা মেটাতে হয়েছিল পরপর তিনদিন। খাবার জল বলতে শার্ট নিংড়ে ঘামের জল। এখন তাঁরা কোথায়, কে জানে!

রবীন্দ্রনাথ শিকলওয়ালা ও আফিমওয়ালীর গল্প শুনিয়েছিলেন শেষের কবিতায়। নজরুল লিখেছিলেন, 'এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল- পরা ছল/ এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।'

ট্রাম্প বা মোদি, কার কী ছল, সেটা অনেকটা পরিষ্কার হবে তাঁদের আসন্ন বৈঠকে। ততদিন তো ভুলতে পারব না, ছলছল চোখে কত লাঞ্ছিত ভারতীয় সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে এলেন দেশে!

আজ

১৯১২
প্রয়াত হন বিশিষ্ট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১৯৪১
গায়ক জগজিৎ সিংয়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কলকাতার রাস্তায় যত্রতত্র পানের পিক ফেলা হচ্ছে। প্রস্রাব করা হচ্ছে। ময়লা ফেলা হচ্ছে। সেগুলো বন্ধ করার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আইন আনার চেষ্টা করছি। যদি গাড়ি থেকে কেউ পিক ফেলে, সেই গাড়িকেও ফাইন করা হবে। তার জন্য আমরা দ্রুত আইন আনছি।

- ফিরহাদ হাকিম

ভাইরাল/১

রাইফেল হাতে ফুটবল খেলতে দেখেছেন? সম্প্রতি ইম্ফলের কাংপোকপি জেলায় একটি ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল। সেখানে ফুটবলারদের পরনে ছিল সবুজ জার্সি ও পায়ে স্পোর্টস শু। হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে খেলার ভিডিও ভাইরাল। সমালোচনায় নেটদুনিয়া।

ভাইরাল/২

কান্তেওয়ালে থেকে আইআইটিয়ান। এবার মহাকুম্ভে সাধুদের ক্রিকেট খেলার ভিডিও ভাইরাল। একজন সাধু ব্যাট করছেন, অন্যজন কিপার। একটি ছেলে বল করছে আর ব্যাটার সাধুটি চার, ছয় হাঁকাচ্ছেন। দর্শকরা তাঁদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

উত্তরের পাঁচালি

দেখাবে আলো

সমবেত।। রাজবংশী পত্রিকা 'ন্যালটেং'-এর প্রকাশ অনুষ্ঠান। মেখলিগঞ্জে।

রাজবংশী ভাষায় 'ন্যালটেং' শব্দের অর্থ লণ্ঠন। একটা সময় এই লণ্ঠনেই আঁধার কাটত। কিন্তু আজ তা বিলুপ্তির পথে। ভাষার প্রতি টানটাও আজ অনেকের কমেছে। সে টানকে ফের স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের প্রথম রাজবংশী সাহিত্য পত্রিকা 'ন্যালটেং' প্রকাশিত হল। কিছুদিন আগে ভোটবাড়ির মুক্তচিন্তা ভবনে বসা এক কবিবাসরে। সেদিন ছিল মুক্তচিন্তার কর্ণধার শচীমোহন বর্মনের ৬৪তম জন্মদিনও। মেখলিগঞ্জ ব্লক ছাড়াও হেলাপাকড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মাথাভাঙ্গা থেকে আগত কবি-সাহিত্যিকদের ভিড়ে কবিবাসর ছিল জমজমাট। কাঁচা সুপারি ও পান দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়নের পর রাজবংশী গানে অনুষ্ঠানের সূচনা। পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যিক শ্যামল রায় বসুনিয়া বললেন, 'নিজস্ব ভাষার গুরুত্ব ভুলে আজকাল আমরা অনেকেই ইংরেজি বলে নিজেদের অহেতুক জাহির করতে চাই। এমনটা মোটেও কাম্য নয়। এই কারণেই আমাদের এই পত্রিকার সৃষ্টি। আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত সমর্থন পাবে।' শচীমোহনের বক্তব্য, 'সংবিধানে রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতির জন্য বহুদিন আগে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে কামতাপুরি ভাষা সাহিত্য পরিষদ এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সংবিধানে এই ভাষার স্বীকৃতির জন্য আরও শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। আশা করি, ন্যালটেংয়ের মতো পত্রিকা এই প্রয়োজনকে পূরণ করবে।'

–শতাব্দী সাহা

সংস্কৃতির স্বার্থে

সৌরভ ভট্টাচার্য।

কোচবিহারের সংস্কৃতিচর্চায় সুপরিচিত নাম সৌরভ ভট্টাচার্য। পেশায় শিক্ষক। ছোট থেকেই তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করা সৌরভ স্কুল স্তর থেকেই বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, আলোচনা এবং নাট্যচর্চায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ছাত্রাবস্থায় বাঁকুড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবে তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় রাজ্যে প্রথম হয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেন তিনি। সেজন্য তাঁকে কোচবিহার পুরসভার তরফে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার আয়োজিত ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসবে বিতর্ক, ও রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনায় প্রথম স্থান পেয়েছিলেন। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলে আয়োজিত 'সবুজ বিপ্লব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনায় পুরসভায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন। রাজ্য সমবায় দপ্তর আয়োজিত রাজ্য আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জেলায় প্রথম হয়ে কলকাতার মহাজাতি সদনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পাওয়া। নাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও সৌরভের সুনাম রয়েছে। কোচবিহার অনুভব নাট্য সংস্থা, কোচবিহার মধ্য থিয়েটার গ্রুপ ও কোচবিহার শিশু-কিশোর সংস্থায় নাটক করেছেন। প্রায় চার বছর ধরে তিনি কোচবিহার শিল্পী সংসদের সম্পাদকের দায়িত্বে।

–দেবদর্শন চন্দ

দশমের রণডঙ্কায় কিছু কা কস্য পরিবেদনা

মাধ্যমিক চলে এল। তারপরেই উচ্চমাধ্যমিক। সাফল্যের স্কেল বাড়িয়ে সন্তানদের ক্ষতি করছেন অভিভাবকরা।

পরাগ মিত্র

পইপই করে মগজে ঠেসে দেওয়া হয়েছে, জিতলে সিকন্দার না হলে ঠনঠনাটন পাঁচু। সাফল্যের স্কেল কত? নাইনটি পার্সেন্ট? নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন?

পয়েন্ট জিরো ওয়ান গেল কোথায়? পাশের বাড়ির অভিনব রাজ্যে প্রথম হয়েছিল। তার চেয়ে বেশি মার্কসেও ভবি ভোলার নয়। প্রথম তিনে না থাকলে প্রেস্টিজ ফুটিফাটা। হারাতে হবে অমুকের মেয়েকে, তমুকের ভাইপোকে, টেস্টের মতো আজাদ কোনওভাবেই যেন ওভারটেক করতে না পারে।

কম টাকা যায় গুচ্ছের টিউশনে? বইখাতা, কেএফসি, মোবাইল - দিতে বাকি কী, শুনি? জীবনে বাজারে যেতে হয়নি, এমনকি দাদু চলে যাওয়ার পরে কান্নাকাটি তো দূর, ফিশফাশ আটকাতেও দরজায় আগল ছিল। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টেই লালনের দক্ষিণা মাস্ট। পরিবার, স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর... কে নেই এই বার্টার সিস্টেমে?

আজকাল ফল প্রকাশের পর স্ট্রিম সিলেকশন নয়, সিক্স সেভেন থেকেই মগজের হিপোক্যাম্পাসে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে আইটি, জেনেটিক্স, আইআইএম। নাইন ছুঁতে না ছুঁতেই নাচ, গান, ছবি আঁকা বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের স্মৃতি তুমি আলেয়া। লোপামুদ্রা মিত্র যতই চ্যাঁচান 'খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস', আকাশ বাতাসের হাতছানির অনুভবের নাড়ি কাটা হয়েছে আগেই। আইপিএল আছে বলেই কোচিং ক্যাম্পে টুকটাক। বাকি সবুজ গড়ের মাঠ। কৃত্রিম মেধার যুগ। পরীক্ষার হলে পাখি পড়া রোবটদের ওগড়ানোটাই মূল। কতটা জানল,

কী জানল নয়, লক্ষ্য শুধু টার্গেট অ্যাচিভড।

জীবনের প্রথম বোর্ড এগজাম গুরুত্বপূর্ণ হলেও অদ্বিতীয়ম জিয়নকাঠি তো নয়! পরীক্ষা ঘিরে আতঙ্কিত ব্যর্থদের জীবনের লেনদেন চোকানোর উদাহরণ আসলে বাতাসে ভাসবে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের বুলি।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানের কয়েকটি কেজিং শিট কি তুলে ধরে চোল সাম্রাজ্য লিখতে ব্যর্থ পরীক্ষার্থীর মোগল সাম্রাজ্যের পত্তনের বিবরণের দক্ষতা? বিদ্যালয়ে সরস্বতীপুজোর আলপনা, অনুষ্ঠানে নাচগান, ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ- সব মূল্যহীন? তাহলে 'হলিস্টিক ইভালুয়েশন'-এর ডঙ্কা বাজে কেন? এইট অবধি পর্বভিত্তিক মূল্যায়ন, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজে সিমেস্টার, দশম কেন টি-টোয়েন্টি? হঠাৎ অসুস্থতায় গতকালের ঔজ্জ্বল্য অবান্তর হয়ে যাবে?

গার্জিয়ানদের সঙ্গে তাল ঠুকছে স্কুল, কোচিং সেন্টার, টিউশন স্যর...। অমলকান্তি যেমন না হওয়া রোদ্দুর, তেমনই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাত্র টপারের কোঅপারেটিভ নয়। ইউনিভার্সিটির টপারের জন্য পাড়ায় দুন্দুভি বাজে না। নিরেট বলে যাকে ঠুসে দেওয়া হয়েছিল গ্যারাজে, তার সার্ভিস সেন্টার এখন অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারদের অন্নদাতা। অবাছাইদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের উদাহরণ জেনেও একটা পরীক্ষা ঘিরে যুদ্ধের সাজোসাজো রব। সেকেন্ডারিতেই সবচেয়ে বেশি ছাত্র। কোচিং... নোটবই.. স্মুদ পেন... এনার্জি ফুড'-এর বিপুল বাজার উন্মাদনায় ঊর্ণনাভের ব্যাপ্তি দিচ্ছে? ভাবনেওয়ালারা নিশ্চয়ই খুঁটিয়ে ভাববেন।

যে কচি মুখগুলো থেকে বন্ধু, সমাজ, অনুভূতি, সাধ আহ্লাদ ছিনিয়ে বড়দের ইচ্ছাপূরণের ক্রীড়নক করা হচ্ছে, কাল যদি এনআরআই ছেলে বাপ-মায়ের শেষকৃত্যের দায় অনলাইনে টাকা পাঠিয়ে সারে, দীর্ঘশ্বাস যেন না ঝরে।

হুল্লোড়ে আড়াল টেনে ওদেরকে বলতেই হবে একটা পরীক্ষার সাফল্য পরবর্তীর প্রেষণা হতে পারে, প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্যারান্টি না। বহুমাত্রিক জীবনের অজস্র দিগন্তে 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'-ই প্রকৃত দীক্ষা।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬০

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। কৌপীনের ওপরে পরার বস্ত্র ৩। বাগান বা উপবন ৫। রাস্তার ধারের জলা জায়গা ৭। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জায়গা ৯। কাঠ ফুটো করার যন্ত্র, পতঙ্গও হতে পারে ১১। স্বামীর বড় দাদা বা ভাসুর ১৪। অপরাধের জন্য আটক ব্যক্তি ১৫। দুধের সার পদার্থ, ননী বা মাখন।

উপর-নীচ : ১। অন্যের হয়ে সই করা ২। কোনও ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ ৩। নদীর স্রোতে বিপরীত দিকে ৪। যে পণ্য আসল নয় ৬। জোরজবরদস্তি বা অত্যাচার ৮। যানবাহন সম্পর্কিত বিষয় ১০। দেশের যে প্রতিনিধি বিদেশে থাকেন ১১। জ্বালে বসানো দুধ তাপে উথলে ওঠা ১২। বাবার মা বা ঠাকুরমা ১৩। এই কন্দ রান্নায় ব্যবহার করা হয়।

সমাধান ■ ৪০৫৯

পাশাপাশি : ১। গালিচা ৩। জ্বালা ৫। টুলি ৬।কবল ৮।তিতির ১০।অর্ণব ১২।নিশিত ১৪।নীবি ১৫। কাণ্ড ১৬। দস্তুর।

উপর-নীচ : ১। গাফিলতি ২। চাটুকার ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯।শনি ১০। অক্ষবিদ ১১। বহিষ্কার ১৩। শিবিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কং বিক্ষোভ

আমেরিকায় অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে শতাধিক ভারতীয়কে শিকল বাঁধা অবস্থায় ফেরত পাঠানোয় শুক্রবার বিক্ষোভ দেখাল প্রদেশ কংগ্রেস। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

বস্তি উচ্ছেদ

হাইকোর্টের নির্দেশে শুক্রবার উল্টোডাঙার সিআইটি রোডে বস্তি উচ্ছেদ করল পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

দেহ উদ্ধার

শুক্রবার নিউটাউনে একটি ঝোপের মধ্য থেকে অর্ধনগ্ন এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিন স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। এটি খুনের ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

ট্রেন বাতিল

চলতি সপ্তাহের শেষে শনিবার ও রবিবার শিয়ালদা ডিভিশনে ফের একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করল পূর্ব রেল। ফলে যাত্রীদের ফের ভোগান্তির আশঙ্কা রয়েছে।

তৃণমূলের দুই বিধায়ককে আইনি চিঠি রাজভবনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের মুখে তৃণমূলের দুই বিধায়কের শপথের আইনি বৈধতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে চিঠি দিলেন রাজ্যপালের আইনজীবী। এই ঘটনায় বাজেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নবান্ন-রাজভবন সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গতবছর বাজেট অধিবেশনে ডাক পাননি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছিল বিজেপি। তারপর '২৪-এর লোকসভা ভোটের সঙ্গেই বরানগর ও ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সর্দারের শপথ রাজভবনের পরিবর্তে বিধানসভায় করা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলে। শেষমেশ বিধানসভাতেই তাঁদের শপথ দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই সেই শপথের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। যদিও অধ্যক্ষের থেকে বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়ে দুজনই বছরভর অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। বিধানসভার বিধায়ক কমিটিতেও অংশ নিয়েছেন। সেই ঘটনার প্রায় ১ বছর পর আচমকা বাজেট

> এতদিন পরে কেন আবার চিঠি পাঠানো হল তা রাজ্যপালই বলতে পারবেন। তবে বাজেটের দিন উনি বিধানসভায় এলে ওঁকে সৌজন্যই দেখাব। নমস্কার জানাব।
>
> **সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অধিবেশনের মুখে রাজ্যপালের আইনজীবী ওই দুই বিধায়ককে সরাসরি আইনি চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তাঁদের বিধায়ক পদে শপথের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

রাজভবনের চিঠি পাওয়ার পর শুক্রবার সায়ন্তিকা ও রেয়াত বিধানসভায় এসে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে কথা বলেছেন। সূত্রের খবর, ওই মামলায় দুই বিধায়কের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকেও যুক্ত করেছে রাজভবন। এদিন আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সায়ন্তিকা রাজভবনের চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, 'বিষয়টি আইনমন্ত্রীকে জানিয়েছি। দলের নির্দেশেই আমি বিধানসভায় অধ্যক্ষের কাছে শপথ নিয়েছি। এতদিন পরে কেন আবার চিঠি পাঠানো হল তা রাজ্যপালই বলতে পারবেন।'

সোমবার বাজেট অধিবেশনের আগে এদিন অধ্যক্ষের দপ্তরে সর্বদল ও বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক ছিল। রাজ্যপালের চিঠি নিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওই চিঠির কোনও গুরুত্বই নেই। তিনি বলেন, 'চিঠির ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানি না। ওই মামলায় বিধানসভা বা অধ্যক্ষকে পার্টি করলে তখন ভেবে দেখব।'

পছন্দের গোলাপের খোঁজে। রোজ ডে'তে রাসবিহারীর ফুল মার্কেটে। ছবি : আবির চৌধুরী

টলিপাড়ায় ফেডারেশন-পরিচালক সংঘাতের জের

আংশিক কাজ বন্ধ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : মোশন পিকচার্স ফেডারেশনের সঙ্গে পরিচালক গিল্ডের সংঘাত। পরিণামে শুক্রবার থেকে আংশিক কাজ বন্ধ হয়ে গেল টলিপাড়ায়। তবে টলিউডে ইন্ডোর শুটিং বন্ধ থাকলেও আউটডোরে শুটিং কিন্তু বন্ধ হয়নি। এদিনও পুরীর সমুদ্রতীরে শুটিং হয়েছে 'চিরসখা' ধারাবাহিকের। একইরকমভাবে 'নিমফুলের মধু', 'জগদ্ধাত্রী' সহ বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকের শুটিং হয়েছে। তবে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীই চান, দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক। যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি মিটে সবাই কাজে ফিরুক।

সম্প্রতি তিন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত রায় ও জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে বিভিন্ন অসংগতির কারণ দেখিয়ে নিষিদ্ধ করে ফেডারেশন। এই নিয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিচালক গিল্ড। কী কারণে তাঁদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা জানতে চান তাঁরা। অভিযোগ, এই নিয়ে কোনওরকম সদুত্তর দেয়নি ফেডারেশন। তখনই পরিচালক গিল্ড হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে, ওই তিনজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেওয়া হলে শুক্রবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ করবেন পরিচালকরা। তবে তাঁরা কোনও অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অন্য কলাকুশলীদের কাজ করতে বাধা দেননি। পরিচালক গিল্ডের সম্পাদক সুদেষ্ণা রায় বলেন, 'কারও সঙ্গে কোনওরকম জোরজুলুম করা হয়নি। কাজ বন্ধ হোক, আমরা তা চাই না। কিন্তু যেভাবে তিন পরিচালককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা চিঠি দিয়ে এর কারণ জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফেডারেশন কোনও সদুত্তর দেয়নি। এমনকি আমাদের সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসেনি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা পরিচালকরা কাজ বন্ধ রেখেছি।'

শুটিংয়ের ফাঁকে আড্ডায় টলি নায়িকারা। শুক্রবার।

পরিচালকরা কাজ বন্ধ করার ফলে টলিপাড়ায় অন্যান্য দিনের মতো এদিন কর্মব্যস্ততা ছিল না। কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী ফ্লোরে এলেও পরিচালক না থাকায় কোনও কাজ হয়নি। তবে ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সকাল থেকেই বিভিন্ন ফ্লোরে ঘুরে বেড়ান। কোথাও কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে কি না, তা জানতে চান। তিনি এই পরিস্থিতির জন্য পরিচালকদেরই দায়ী করেন। বলেন, 'কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই কাজ বন্ধ রেখেছেন পরিচালকরা।' পরিচালক গিল্ড তাঁর বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেছিল, এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে তাঁদের কাজে নাক গলাচ্ছে ফেডারেশন। সেই বিষয়ে স্বরূপ বলেন, 'ফেডারেশন শ্রম আইন জানে। পরিচালক গিল্ডের নিজেদের এক্তিয়ার নিয়ে আগে সচেতন হওয়া উচিত।'

সিনেমার প্রচারে কলকাতায় ভিকি কৌশল। শুক্রবার। ছবি : আবির চৌধুরী

কুম্ভস্নানে দিলীপ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে সকাল থেকেই হইচই। দিলীপ ঘোষকে রাজ্য সভাপতি চেয়ে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব দিলীপ অনুগামীরা। দিলীপ অনুগামীদের ছবি দেওয়া পেজে লাইক আর শেয়ার করার হুড়োহুড়ি পড়ে গেলেও তা নিয়ে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই দিলীপের। ফোন করতেই চারপাশে হইচইয়ের আওয়াজ।

একটা প্রশ্ন আছে শুনে বললেন, এখন আমি কুম্ভের কাছাকাছি। কাল সকালে মহাকুম্ভে স্নান করব। এর বাইরে কিছু নেই। বলেই ফোন কেটে দিলেন দিলীপ।

বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি কে, এই নিয়ে পদ্মশিবিরে একগুচ্ছ সম্ভাব্য নাম ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই তালিকায় রয়েছেন দিলীপ নিজেও। হিসেব ভুল না হলে রাজ্যে ১০ দিনের 'প্রবাস' শেষ করে ১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বিমানে ওঠার আগে রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত করে দিয়ে যাবেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এই আবহে দিলীপকে নিয়ে এই ফেসবুক পোস্টে রীতিমতো সরগরম গেরুয়াশিবির।

সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি

রাজ্যকে না, মান্যতা সিবিআইকে

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনে সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে রাজ্যের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪১৮ ধারা অনুযায়ী, সিবিআই বা কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু আবেদন করেছে, তাই রাজ্যের তরফে আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। সিবিআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতেই শুনানি হবে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করেছে এবং তার ভিত্তিতেই নিম্ন আদালত রায় দিয়েছে। তাই রায়ের বিরোধিতায় আবেদন করার এক্তিয়ার রয়েছে কেন্দ্রের। কেন্দ্রের অনুমোদন পেয়ে আর্জি করার অধিকার রয়েছে সিবিআইয়ের। তাই সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করা হয়।

নিম্ন আদালতের রায় ঘোষণা হতেই সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে রাজ্য ও সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অভিযুক্ত, নির্যাতিতার পরিবার ও সিবিআই ছাড়া রায়ের বিরোধিতার আবেদন করার এক্তিয়ার অন্য কারও নেই। পালটা যুক্তি সাজায় রাজ্যও। শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, নিম্ন আদালতে মামলার সমস্ত তথ্য হাইকোর্টে পেশ করতে হবে। এর দু'সপ্তাহের মধ্যে পেপার বুক তৈরি করতে হবে। আর ছয় মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে বলেই পর্যবেক্ষণ আদালতের। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'আমরা সিবিআই তদন্তে কখনোই সন্তুষ্ট ছিলাম না। সিবিআই ঠিক করে কাজ করেনি। তবে আদালত মনে করেছে তাই সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করেছে।' বিজেপি নেতা শংকর ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের আবেদন করার অর্থই ছিল সঞ্জয় ছাড়া বাকি অভিযুক্তদের আড়াল করা। এখন সিবিআইয়ের আবেদন গ্রহণ করায় ভবিষ্যতে সঠিক বিচারের পথ আরও প্রশস্ত হল।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্য তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে। সিবিআইয়ের তদন্ত কঠিন করে দিয়েছে। এই ঘটনায় তথ্যপ্রমাণের বারোটা যারা বাজিয়ে দিয়েছে, তারাই আবার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে আবেদন করেছে।' তবে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, 'আদালতের এই চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে আমি কোনও মন্তব্যই করতে চাই না।'

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নাটক। শুক্রবার নলহাটিতে। - তথাগত চক্রবর্তী

লগ্নি নিয়ে বৈঠক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নিজেই ঘোষণা করেছেন। সেই প্রস্তাবগুলি যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে শুক্রবারই নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্যের শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজ্য সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা অমিত মিত্র সহ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও পরবর্তী পদক্ষেপ করার জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটিরশিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবারের সম্মেলনে ২১২টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওই প্রস্তাবগুলি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হল তা মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে জানাবেন বন্দনা যাদব। তারপর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বৈঠকে বসবে সিনার্জি।

নবান্ন সূত্রে খবর, চলতি আর্থিক বছরে গ্রামাঞ্চলে রিলায়েন্স ডিজিটালের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও রিলায়েন্স রিটেলে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় জমিও তারা চেয়েছে। এছাড়া চা পর্যটনে হোম স্টে করার জন্য রাজ্য সরকার একাধিক ছাড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হোম স্টে-তে আগ্রহী সাধারণ মানুষ যাতে সেই সুযোগ পেতে পারেন ও হোম স্টে তৈরি করতে পারেন, তার জন্য দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপদের আবেদন মঞ্জুর

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ, সুমন হাজরা, আশিস পান্ডেদের আবেদন গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। চার্জ গঠনের শুনানি পিছোনোর আর্জি জানিয়ে একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় অভিযুক্তরা। শুক্রবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি শুভেন্দু সামন্তের নির্দেশ, শনি ও রবিবার সকাল ১০টায় সিবিআইয়ের অফিসে গিয়ে অভিযুক্তরা চার্জশিট সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করবে। তা খতিয়ে দেখে নিম্ন আদালতকে জানাতে হবে যে তারা সম্পূর্ণ নথি পেয়েছে। তারপর মঙ্গলবার হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানি। এদিন একক বেঞ্চের নির্দেশ প্রসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সাংবিধানিক কোর্ট কখনও নিম্ন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ার সময় বেঁধে দিতে পারে না। এই মামলায় তাড়াহুড়ো করে চার্জ গঠনের পথে এগিয়েছে সিবিআই। দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হোক, তবে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ২৩০ ধারায় অভিযুক্তদেরও নথিপত্র যাচাই করার সময় দেওয়া দরকার। অভিযুক্তদের অধিকার খর্ব হয়েছে কি না তা নজর দেওয়া প্রয়োজনীয়।

অভিযুক্তদের আইনজীবীরা আদালতে জানান, তাঁদের যে নথি দেওয়া হয়েছে তা যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত সময় তাঁরা পাননি। হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুত ট্রায়াল শুরু করতে চেয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল রাজীব মজুমদার জানান, অভিযুক্তদের নথির স্ক্যান কপি দেওয়া হবে। আদালতের তত্ত্বাবধানেও বিষয়টি থাকা দরকার। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এই মামলায় বাকি অভিযুক্তদেরও যুক্ত করতে হবে। যাতে তারাও আদালতের নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে অবগত থাকে। পরবর্তী শুনানিতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরুর বিষয়টি নির্ধারণ হবে আদালতে।

শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত পুলিশকর্মী

নদিয়া, ৭ ফেব্রুয়ারি : এবার মহিলা পুলিশকর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কৃষ্ণনগরের। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সেই পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার হয়েছেন।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরে অভিযোগকারী মহিলা কনস্টেবলকে রাস্তার মধ্যেই শ্লীলতাহানি করে অভিযুক্ত অনিমেষ দাস। খবর যায় চাকদা থানার পুলিশের কাছে। ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তকে আটক করে তারা। পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও অভিযোগের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ২১ জানুয়ারি একই ঘটনায় নবদ্বীপ থানাতেও একটি অভিযোগ করেন ওই মহিলা কনস্টেবল। ধৃতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, বেআইনিভাবে আটক, মারধর, ভয় দেখানো সহ একাধিক ধারায় মামলা করে পুলিশ। ধৃত পুলিশ অফিসারকে কল্যাণী আদালতে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিআইবি পদে কর্মরত।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৪

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : কল্যাণীর রথতলায় একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ৪ জনের। শুক্রবার সকালে এই দুর্ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় ওই এলাকায়। মৃতরা হলেন, বাসন্তী চৌধুরী (৬০), অঞ্জলি বিশ্বাস (৫৮), রুমা সোনার (৩৫) ও দূর্বা সাহা (৪০)। খবর পেয়ে দমকলবাহিনী আসে আগুন নেভাতে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বিদ্যুৎ লাইনে শর্টসার্কিট থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। এর ফলে ওই কারখানার দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। ঘটনাস্থলে কল্যাণী ও চাকদার দুই বিজেপি বিধায়ক গেলে তাঁদের ঘিরে 'গো-ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে নবান্ন।

প্রতিবারই বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর রাজ্যজুড়ে হইচই শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই আবার একই অবস্থা ফিরে আসে। এই তালিকার সাম্প্রতিক সংযোজন কল্যাণী। কল্যাণীর যেখানে ওই বিস্ফোরণ হয়, সেই ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার দাবি করেছেন, তিনি ওই কারখানা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এদিন বিস্ফোরণের পর দমকল আসলেও ঘিঞ্জি এলাকার ফলে দমকলের গাড়ি ভিতরে ঢুকতে পারেনি। বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষ কারখানার ভিতরে থাকা বালতি করে জল দিতে থাকেন।

কী কারণে ওই বিস্ফোরণ সেই বিষয়ে জানতে ঘটনার রিপোর্ট তলব করল নবান্ন। নদিয়া জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। দুর্ঘটনাস্থলে কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় ও চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ গেলে তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পুলিশ কোনওরকমে তাঁদের

রিপোর্ট তলব নবান্নের

নিরাপদে বের করে আনে। পরে দুই বিধায়ক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এতদিন ধরে ঘনবসতিপূর্ণ জায়গায় এভাবে বেআইনি বাজি কারখানা চলছে, অথচ তা কেউ জানে না কেন?

এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবার পর রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আসলে সব দোষই মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের।'

বিস্ফোরণের পর। শুক্রবার কল্যাণীর রথতলায় একটি বাজি কারখানায়।

বিচারপতির প্রশ্ন

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কেউ এগিয়ে আসেন না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ২০১৬ সালের এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় শুক্রবার তিনি বলেন, 'বহু বিখ্যাত সরকারি স্কুলে পড়ুয়া নেই। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা সেখানে পড়াশোনা করেছেন। অথচ আজ সেখানে শিক্ষকের থেকে পড়ুয়া কম। হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুলের কী অবস্থা? এগুলি কি রাজ্যের ব্যর্থতা নয়?'

বই প্রকাশ

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাঢ় বাংলার সমাজ, ইতিহাস ও স্মৃতিধৃত অচঞ্চল পরম্পরা বোধ নিয়ে শুক্রবার প্রকাশিত হল বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই 'পায়ে পায়ে পাঁচালি - রাঢ় বাংলার একটি গ্রামের আত্মকথা'। এদিন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় প্রেস কর্নারে এই বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন লেখকপুত্র আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ় বাংলায় পশ্চিম বর্ধমানের বালিজুড়ি গ্রামের ইতিহাস ও যেসব চরিত্র এই বইয়ে উল্লেখ রয়েছে তাঁদের বংশেরও অনেকেই এদিন ছিলেন।

দেউচা পাঁচামিতে অবশেষে খনন

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সব জমি অধিগ্রহণ না করেই শুক্রবার দুপুর থেকে দেউচা পাঁচামিতে শুরু হল কয়লা উত্তোলনের জন্য লাল মাটি কাটার কাজ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করেই চলবে কয়লা উত্তোলনের কাজ, এমনটাই জানালেন জেলা শাসক বিধান রায়। পাশাপাশি শিবির ক্যাম্প করে চলবে জমি অধিগ্রহণ এবং অভিযোগ সংক্রান্ত কাজ।

বৃহস্পতিবার আদিবাসীদের বাধার মুখে পিছু হটেছিল প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর মুখরক্ষায় রাতে আর্থমুভার দিয়ে খেলার মাঠের কয়েক ফুট লাল মাটি কেটে ফিরতে হয়েছিল প্রশাসনকে। এদিন ফের দুপুর থেকে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করে খেলার মাঠের পাশে উঁচু ঢিপি থেকে খনন কাজ শুরু করে প্রশাসন। এদিন অবশ্য কাউকে বাধা দিতে দেখা যায়নি। কারণ, যেসব গ্রামের মানুষ বাধা দিয়েছিলেন সেই সাগড়বাঁধি, মথুরাপুর গ্রাম পুলিশ ঘিরে রেখেছিল। ফলে বিনা বাধায় লাল মাটি সরানোর কাজ শুরু করল প্রশাসন। এরপর ব্যাসল্ট শিলা সরিয়ে তবেই কয়লার সন্ধান পাওয়া যাবে।

এদিন খনন কাজ শুরু করার সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিধান রায়, পুলিশ সুপার আমন দীপ, পিডিসিএলের চেয়ারম্যান পিবি সেলিম, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রমুখ। জেলা শাসক বলেন, 'শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করা হয়। আজ থেকে পুরোদমে কাজ শুরু হল। দুটি আর্থমুভার দিয়ে লাল মাটি সরানোর কাজ চলছে। শীঘ্রই আমরা কয়লা তুলতে পারব। জমি নিয়ে সমস্যার ৯০ শতাংশ সমাধান হয়েছে।'

যদিও এদিন ক্যাম্পের ছবি দেখে অনুমান, এখনও জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এদিন চাঁদা মৌজা এলাকায় চারটি ক্যাম্প করে জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি ডিএলআরও রবিউল ইসলাম বলেন, 'সকাল থেকেই লাইন দিয়ে বহু মানুষ জমির কাগজপত্র জমা দিয়ে গিয়েছেন। অনেকের অনেক সমস্যা রয়েছে। সব সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে।' তাঁর দাবি, সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি বলেই তো ক্যাম্প করা হয়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করে খননের কাজ চলবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

পুলিশি পাহারায় লাল মাটি কাটার কাজ। শুক্রবার। - তথাগত চক্রবর্তী

তৃতীয়বার অগ্নিকাণ্ড মহাকুম্ভে

প্রয়াগরাজ, ৭ ফেব্রুয়ারি : দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছে না প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলার। শুক্রবার সকালে আবার আগুন লাগল সেখানে। এই নিয়ে মোট তিনবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। মহাকুম্ভের সেক্টর ১৮-য় শুক্রবার সকালে লাগা আগুন নেভাতে দ্রুত চলে যায় দমকলবাহিনীর বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। মেলাপ্রাঙ্গণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও প্রয়াগরাজের পুলিশকর্তা সর্বেশ কুমার মিশ্র জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন নেভানোর পাশাপাশি তা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেই চেষ্টাও চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা।

এবার মহাকুম্ভে এই নিয়ে আগুন লাগল তিনবার। দু'বার ঘটেছে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা।

শুক্রবার সকালে হঠাৎই দেখা যায়, সেক্টর ১৮-য় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠছে। স্থানীয় পুলিশ চৌকির পরিদর্শক যোগেশ চতুর্বেদী বলেন, খবর পাওয়ামাত্রই ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে চলে যায়। আগুন লাগে তুলসী চকের কাছে শংকরাচার্য মার্গের হরিহরনন্দ আখড়ায়। আগুনের শিখা ও কালো ধোঁয়া দেখে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আশপাশের আখড়া থেকে বেরিয়ে আসেন সবাই। হুড়োহুড়িতে কেউ কেউ পড়ে গিয়ে সামান্য আহত হন। তবে আগুন কীভাবে লাগল, তা নিয়ে কিছু বলতে চায়নি পুলিশ।

মহাকুম্ভ শুরু হয়েছিল গত ১৩ জানুয়ারি। প্রথমবার আগুন লাগে ১৯ জানুয়ারি। মেলাপ্রাঙ্গণে পুড়ে গিয়েছিল অন্তত ৫০টি শিবির। তখন সন্দেহ করা হয়েছিল, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন ধরেছে। সেই আগুনে কেউ হতাহত হয়েছিলেন বলে পুলিশ জানায়নি। তারপর ৩০ জানুয়ারি আগুন লাগে সেক্টর ২২-এ। সেই দুর্ঘটনায় ১৫টি তাঁবু পুড়ে যায়। এর একদিন আগেই ঘটে যায় পদপিষ্ট হওয়ার দুটি ঘটনা। একটি ঘটনায় ৩০ জনের মৃত্যুর কথা রাজ্য সরকার ঘোষণা করলেও অন্য ঘটনাটির কথা আজও স্বীকার করেনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাকুম্ভ চলবে।

আলাস্কার আকাশে নিখোঁজ বিমান

আলাস্কা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফের আমেরিকায় বিমান বিপর্যয়। পাইলট সহ ১০ জনকে নিয়ে আলাস্কার আকাশে হারিয়ে গেল একটি মার্কিন বিমান। এখনও সেটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সেসনা ২০৮বি গ্র্যান্ড ক্যারাবিয়ান বিমানটি স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩৭ মিনিটে আলাস্কার শহর উনালাক্লিট থেকে উড়েছিল। কিন্তু নোমে অবতরণের ৩৯ মিনিট আগেই সেটি রাডার থেকে হারিয়ে যায়। বিমানটি নিখোঁজ নিয়ে আলাস্কার জন নিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে, তল্লাশি জারি রয়েছে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে এই অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কীভাবে বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

কয়েকদিন আগেই ওয়াশিংটনে একটি যাত্রীবাহী বিমানের সঙ্গে মার্কিন সেনা চপারের সংঘর্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়। এর দু-দিন পরই পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় ভেঙে পড়ে আরও একটি বিমান। মৃত্যু হয় বিমানে থাকা চারজনেরই।

মহাকুম্ভে তাঁবুতে ফের আগুন লাগায় পুড়ে ছাই আসবাবপত্র। দমকলবাহিনী আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত। (নীচে) ঘটনাস্থল থেকে এক বৃদ্ধাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দুই পুণ্যার্থী। শুক্রবার প্রয়াগরাজে।

সেনাবাহিনীর গুলিতে হত ৩ পাক সেনা সহ ৭

কাশ্মীরে ব্যাট-জঙ্গি হামলার ছক ব্যর্থ

শ্রীনগর, ৭ ফেব্রুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশের বড়সড়ো ছক ভেস্তে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ৫ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণঘাঁটি সেক্টর দিয়ে পুঞ্চে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল একদল জঙ্গি। তাদের সাহায্য করছিল পাক সেনার বর্ডার অ্যাকশন টিম (ব্যাট)। কিন্তু তারা ভারতীয় সেনার টহলদারি দলের নজরে পড়ে যায়। পাক সেনা-জঙ্গিদের বাধা দেয় ভারতীয় বাহিনী। দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ে পাকিস্তানের তরফে সেনা ও জঙ্গি মিলিয়ে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ব্যাটের ৩ সদস্য এবং ৪ জন জঙ্গি রয়েছে।

ব্যাট ও জঙ্গিরা সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় সেনার একটি সীমান্ত ঘাঁটিকে নিশানা করার পরিকল্পনা করেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। অতর্কিতে ভারতীয় জওয়ানদের ওপর হামলা চালানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিয়ন্ত্রণরেখা পার হওয়ার সময় অনুপ্রবেশকারীদের দলটি সেনার নজরে পড়ে যাওয়ায় হামলার ছক ভেস্তে যায়।

সাম্প্রতিককালে নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জঙ্গিদের পাশাপাশি পাক বাহিনীর কমান্ডোদের নিহত হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন। এর ফলে পাকিস্তানে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে সরকারি মদত নিয়ে ভারতের অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহলে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। নিহত জঙ্গিরা অল বদর গোষ্ঠীর সদস্য বলে সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। চলতি সপ্তাহে কাশ্মীর জট কাটাতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার কথা জানিয়েছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু তাঁর ঘোষণার পরেই জানা যায়, ভারতে নাশকতার ছক কষতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে রীতিমতো সম্মেলন করেছে লস্কর ই তৈয়বা, অল বদর, জইশ ই মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি। ভারতে হামলা চালাতে পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি নেতারা যে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করছেন ঘটনাক্রম থেকে সেটা বোঝা গিয়েছে।

জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং পাক সেনার একাংশ দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। সেই চেষ্টা যে অনেকাংশে সফল, পিওকের জঙ্গি সম্মেলনে সেটা বোঝা গিয়েছে। তবে নিয়ন্ত্রণরেখায় ভারতীয় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে যেভাবে অনুপ্রবেশকারীদের মৃত্যু হয়েছে তা পাকিস্তানি সেনা ও জঙ্গি দু-পক্ষের কাছেই যে বড় ধাক্কা তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

ঘটনাক্রম...

- কৃষ্ণঘাঁটি সেক্টর দিয়ে পুঞ্চে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল জঙ্গিরা
- তাদের সাহায্য করছিল পাক সেনার বর্ডার অ্যাকশন টিম
- ভারতের একটি সীমান্ত ঘাঁটিকে নিশানা করার পরিকল্পনা
- অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভারতীয় সেনার টহলদারি দলের নজরে পড়ে যায়
- দু-পক্ষের গুলির লড়াইয়ে হত ৩ পাক সেনা, ৪ জঙ্গি

শীতের দুপুরে শিকারায় পর্যটকরা। শুক্রবার শ্রীনগরের ডাল লেকে।

৪৮৭ জনকে ফেরত পাঠাবে আমেরিকা

ভারতীয়দের হাতকড়া নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে যেতে পারে কেন্দ্র

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকায় অবৈধভাবে বসবাসকারী ভারতীয়দের যেভাবে হাতকড়া পরিয়ে সেনা বিমানে চাপিয়ে এদেশে ফেরত পাঠিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধী নেতারা। তার মধ্যেই জানা গেল দিনকয়েকের মধ্যে আরও ভারতীয়কে ফেরত পাঠাবে আমেরিকা। শুক্রবার অবৈধভাবে আমেরিকায় থাকা ভারতীয়দের প্রত্যর্পণের কথা জানিয়েছেন ভারতীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। তাঁর তথ্য অনুযায়ী, ৪৮৭ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে ট্রাম্প সরকার। বিদেশসচিব বলেন, 'আমেরিকায় থাকা ভারতীয় অভিবাসীদের সম্পর্কে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, ৪৮৭ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হবে।'

এদিকে অভিবাসীদের বিমানে তোলার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন আমেরিকার বর্ডার পেট্রল (ইউএসবিপি)-এর প্রধান মাইকেল ডব্লিউ ব্যাঙ্কস। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢুকলে তাড়িয়ে ছাড়ব।' তাঁর ওই মন্তব্য ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে। ব্যাঙ্কসের পোস্ট করা ২৪ সেকেন্ডের যে ভিডিওতে প্রথমে মার্কিন সেনার বিমান সি-১৭-এর দরজা খুলে যাওয়ার দৃশ্য ধরা পড়েছে। তারপর দেখা যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে হাতকড়া পরা অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে বিমানে উঠছেন অবৈধ অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত ভারতীয়রা। তাঁদের পায়ে দড়িবাঁধা। 'দাগি অপরাধী' বা 'যুদ্ধবন্দি'-দের যেভাবে জেলে ঢোকানো হয়, তার সঙ্গে এই দৃশ্যের মিল রয়েছে। বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বন্দুকধারী নিরাপত্তাকর্মীরা। এরপর দেখা যায়, বিমানের আসনে বসে রয়েছেন তাঁরা। ভিডিওর সঙ্গে বাজছে জোরালো যন্ত্রসংগীত। অনেকের মতে, আমেরিকানদের 'দেশপ্রেম' জাগিয়ে তুলতেই এই যন্ত্রসংগীত বাজানো হয়।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিও নিয়ে সংসদে সরব হয় বিরোধীরা। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, 'ভারতীয়দের এইভাবে হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানো দেশের পক্ষে অপমানজনক। মার্কিন প্রশাসনের নিজেদের দেশে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অধিকার রয়েছে, কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে এহেন আচরণ ভারতের প্রতি অসম্মান ছাড়া কিছু নয়।'

তবে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর নরম সুরে বলেছেন, 'এ বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে, যাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় অভিবাসীদের প্রতি কোনও অমর্যাদাকর আচরণ না করা হয়।' সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শংকর হাতকড়া প্রসঙ্গে বলেন, 'মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (আইসিই) এই বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেই ২০১২ সাল থেকে। সেই নিয়ম অনুযায়ী, বহিষ্কারের সময় বিমানে বন্দিদের শৃঙ্খলিত রাখা হয়। কিন্তু মহিলা ও শিশুদের শিকলে বাঁধা হয় না।'

অন্যদিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে দিল্লির মার্কিন দূতাবাস বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইন কার্যকর করা তাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, 'ফ্লাইট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আমরা প্রকাশ করতে পারছি না। তবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও জনসুরক্ষার জন্য অভিবাসন আইন কার্যকর করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন নীতির অংশ হিসেবে আমরা সমস্ত অননুমোদিত ও বহিষ্কৃত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করছি।'

অবৈধ ভারতীয় বাসিন্দাদের শেকলে বেঁধে আমেরিকা থেকে ফেরত পাঠানো নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু এই নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের আবেদন জানানোর পথ খোলা রয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রুপালি স্যামুয়েল বলেন, 'এই ধরনের গণ বহিষ্কার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির পরিপন্থী। একইসঙ্গে এটা ১৯৭৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি (আইসিসিপিআর) এবং ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রসংঘের নির্যাতন ও অমানবিক শাস্তিবিরোধী কনভেনশন (ইউএনসিএটি) অনুযায়ী অনৈতিকও বটে।' স্যামুয়েলের মতে, ভারত যদি চায়, তবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার কমিটি (ইউএনএইচআরসি)-তে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারে। কিন্তু এতে একটি সমস্যা রয়েছে। ভারত নিজে কখনও এই রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির কাছে নিজের বিষয়ে তদন্তের অনুমতি দেয়নি। ফলে এক্ষেত্রে ভারত অভিযোগ করলে রাষ্ট্রসংঘের কমিটি যে তা গ্রহণ করবেই, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

> আমেরিকায় থাকা ভারতীয় অভিবাসীদের সম্পর্কে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, ৪৮৭ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠানো হবে।
>
> **বিক্রম মিশ্রি**

পরের সপ্তাহে মার্কিন সফরে মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নেওয়ার একমাসের মধ্যে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি মাসের ১২ ও ১৩ তারিখ ওয়াশিংটনে থাকবেন তিনি। হোয়াইট হাউসে বৈঠক করবেন 'বন্ধু' ট্রাম্পের সঙ্গে। আমেরিকার আগে তিনদিনের সফরে ফ্রান্স যাবেন তিনি। প্যারিসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। একদিকে ভারতীয় পণ্যের ওপর চড়া হারে কর বসানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প, অন্যদিকে আমেরিকায় অবৈধভাবে থাকা ভারতীয়দের দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে মার্কিন প্রশাসন। এমন একটা সময়ে প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা যাত্রা কূটনৈতিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার মোদির মার্কিন সফরের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি

বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পদে ট্রাম্পের শপথগ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী হবেন হাতেগোনা বিশ্বনেতাদের একজন, যিনি আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। সেদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র ৩ সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে ওয়াশিংটনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এটি ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।' বিদেশসচিব আরও বলেন, 'আমেরিকায় যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, ভারতের সঙ্গে এই অংশীদারিত্বের ধারণা যে স্থিতিশীল, প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফর তাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে।'

রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের জন্য আয়করে নজিরবিহীন ছাড়ের ঘোষণার পরেই গাড়ি-বাড়ির ঋণে সুদের হার কমার জল্পনা তীব্রতর হয়েছিল। অর্থনীতিবিদদের বড় অংশ জানিয়েছিলেন, আয়কর ছাড়ের পর বাজারে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়াতে রেপো রেট কমানোর পথে হাঁটতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই)। শুক্রবার সেই পূর্বাভাস সত্যি হল। আরবিআইয়ের নতুন গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে রেপো রেট। ফলে রেপো রেটের হার ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে ৬.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

২০২০-তে শেষ বার রেপো রেট কমে ছিল। তারপর করোনা সংক্রমণ এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে তা মোটের ওপর স্থিতিশীল ছিল। এদিন সঞ্জয় মালহোত্রার নেতৃত্বে আরবিআইয়ের আর্থিক নীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠকে রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে সুবিধা হবে ঋণগ্রহীতাদের। বিশেষ করে যাঁরা জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট ও গাড়ির জন্য ঋণ নিয়েছেন বা নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে লাভবান হবেন। আবার এর ফলে মেয়াদি আমানতে সুদ কমার সম্ভাবনা বহু মানুষ, বিশেষ করে প্রবীণদের সমস্যায় ফেলতে পারে।

আরবিআইয়ের রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন বণিক সংগঠন। ন্যাশনাল রিয়েল এস্টেট কাউন্সিলের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জু ইয়াগনিক বলেন, 'গৃহ ঋণে সুদ কমলে আবাসনের চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী হবে। মানুষের মধ্যে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগের প্রবণতা বাড়বে। ক্রেতা-বিক্রেতা দু-পক্ষই রিজার্ভ ব্যাংকের এই সিদ্ধান্তের ফলে লাভবান হবেন।'

আজব দুনিয়া

অ্যামাজনের চেয়েও...

ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনকে ছাপিয়ে যাবে তাঁর অন্য সংস্থা স্পেসএক্স। এমনটাই দাবি জেফ বেজোসের। অ্যামাজনের শেয়ারের একাংশ বিক্রি করে মহাকাশ ভ্রমণ সংস্থা স্পেসএক্সে লগ্নি করবেন মার্কিন শিল্পপতি।

মেগা স্টুডিও

আমেরিকার নিউ জার্সিতে একটি দানবাকৃতি স্টুডিও বানানোর কথা ঘোষণা করেছে নেটফ্লিক্স। ২৯ একর জায়গায় গড়ে উঠবে সেই স্টুডিও। খরচ হবে ৮৪৮ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা।

মুঠোয় মুঠোফোন

বছর ঘুরলেই বাজারে মিলবে স্যামসাংয়ের প্রথম রোলেবেল স্মার্টফোন। গ্যালাক্সি জেটফোল্ড৭ নামের ফোনটি স্বাভাবিক অবস্থায় আকারে সাধারণ স্মার্টফোনের দ্বিগুণ হবে। স্ক্রিনের দৈর্ঘ্য ১২.৪ ইঞ্চি। তবে প্রয়োজনে এটিকে ভাঁজ করেও ব্যবহার করা যাবে।

অপরাধ আদালতেই নিষেধাজ্ঞা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ ফেব্রুয়ারি : দেশের মধ্যে বা আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিচার না পেলে যেখানে আবেদন করা যায়, সেই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) বিরুদ্ধেই এবার পদক্ষেপ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত বিচারপতি এবং কর্মীদের বিরুদ্ধেও একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা।

হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমেরিকা এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেশ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে বেআইনি এবং ভিত্তিহীন পদক্ষেপ করেছে আইসিসি। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং তাঁর প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন অপরাধ আদালতের

বিচারপতিরা।' আমেরিকা এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের এক্তিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে ট্রাম্প সরকার। বিবৃতিতে আইসিসির বিচারপতি এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁদের আত্মীয়দের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং আমেরিকায় তাঁদের প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া।

নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারির নির্দেশের জের

মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তারপরই গাজার প্যালিস্তিনীয়দের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নেতানিয়াহু খুশি হলেও ট্রাম্পের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে। আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলিও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। সেই বিতর্কের জের কাটতে না কাটতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিরুদ্ধে ট্রাম্প যেভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আইসিসির কাজকর্ম পরিচালিত হয় নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহর থেকে। কিছুদিন আগে নেতানিয়াহু সহ ইজরায়েলের একাধিক মন্ত্রী এবং সেনাকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল আদালতটি। তবে ইজরায়েল বা আমেরিকা কেউ আইসিসির সদস্য না হওয়ায় সেই পরোয়ানা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। তারপরেও আমেরিকা আইসিসি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রতিষ্ঠানটিকেই অস্তিত্বের সংকটে ফেলেছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে আইসিসির পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের জাতীয় নিরাপত্তা প্রকল্পের স্টাফ অ্যাটর্নি চার্লি হোগল বলেন, 'বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষরা যখন আর কোথাও যাওয়ার সুযোগ পান না, তখন তাঁরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের দ্বারস্থ হন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিবাহী আদেশ তাঁদের ন্যায়বিচার পাওয়াকে কঠিন করে তুলবে।' তাঁর মতে, 'এই আদেশ জবাবদিহিতা এবং বাকস্বাধীনতা উভয়ের উপরই আক্রমণ।' হিউম্যান রাইটস ওয়াচের পরিচালক সারা ইয়াগার বলেন, 'আপনি আদালত এবং তার কাজ করার পদ্ধতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা কল্পনার বাইরে ছিল।

আপ প্রার্থীদের ভাঙানোর অভিযোগ

ফল ঘোষণার আগে সরগরম রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার দিল্লি বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ হবে। দিল্লি সরকার গড়তে গেলে প্রয়োজন ৩৬টি আসনের। ২০১৩ থেকে লাগাতার আপ দিল্লির ক্ষমতায় রয়েছে। এবার অবশ্য হাওয়া ঘুরতে পারে বলে একাধিক বুথফেরত সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে। যদিও তা মানতে নারাজ আপ। পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন, জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের জনতার রায় কোনদিকে যাবে, তা নিয়ে শেষমুহূর্তের চর্চা তুঙ্গে।

এরই মধ্যে শুক্রবার বিজেপির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ঘুষের বিনিময়ে আপ প্রার্থীদের ভাঙানোর অভিযোগ ঘিরে সরগরম হয়ে উঠল দিল্লি। এর জেরে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নোটিশ পাঠিয়েছে এসিবি (অ্যান্টি কোরাপশন ব্যুরো)। আপের কাছে ওই প্রার্থীদের নামও জানতে চেয়েছে এসিবি।

গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে কেজরিওয়াল যে অপারেশন লোটাসের অভিযোগ তুলেছেন তার সপক্ষে প্রমাণ চাওয়া হয়েছে ওই নোটিশে। আপের অভিযোগ ঘিরে সুর চড়িয়েছে বিজেপিও। তারা বলেছে, আপ যদি বিধায়ক ভাঙানো নিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহার না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন কেজরিওয়াল সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে লেখেন, 'গত দু-ঘণ্টায় আমাদের ১৬ জন প্রার্থীর কাছে বিজেপির থেকে ফোন এসেছে। তাঁরা যদি আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন তাহলে ওই প্রার্থীদের মন্ত্রী করা হবে এবং প্রত্যেককে ১৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে।'

দিল্লির মন্ত্রী তথা সুলতানপুর মাজরার আপ প্রার্থী মুকেশ আহলাওয়াতকে ১৫ কোটি টাকা এবং মন্ত্রী হওয়ার টোপ দেওয়া হয়েছে বলে জানান। বেশিরভাগ বুথফেরত সমীক্ষায় যেভাবে বিজেপির বিপুল জয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেজরিওয়াল।

আপের অভিযোগ সামনে আসতেই উপরাজ্যপালকে চিঠি লেখেন বিজেপি নেতা বিষ্ণু মিত্তাল। তিনি বলেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং সঞ্জয় সিং সাংঘাতিক অভিযোগ তুলেছেন। এর তদন্ত হওয়া উচিত।'

তারপরই এসিবিকে তদন্তের নির্দেশ দেন দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা। নির্দেশ পেয়ে এসিবি আধিকারিকরা কেজরিওয়ালের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁদের বাধা দেন আপের কর্মী, সমর্থকরা।

কেজরিওয়ালের এক আইনজীবী বলেন, 'এসিবি আধিকারিকদের কাছে কোনও নথি নেই। একটি রাজনৈতিক নাটক করার জন্য বিজেপি এই সমস্ত চক্রান্ত করছে।' পরে আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, '১৬ জনের বেশি আপ প্রার্থীকে ভাঙানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা একটি ফোন নম্বর জানিয়েছি। আমরা এসিবি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে যাচ্ছি। এসিবি তদন্ত করার বদলে নাটক করছে কেন। আমরা যে নম্বরটির কথা আগে জানিয়েছি এসিবি আগে সেটি নিয়ে ব্যবস্থা করে দেখাক।'

জবাবে বিজেপি নেতা বিষ্ণু মিত্তাল বলেন, 'দু-দিন আগে নির্বাচন হয়েছে। আর এখন এই ধরনের মিথ্যা কথা বলে দিল্লিতে আতঙ্ক এবং অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে তারা।' যে ১৬ জন প্রার্থীর কাছে প্রলোভন দেখিয়ে ফোন এসেছিল তাঁদের প্রত্যেকের নামের পাশাপাশি যে নম্বর থেকে ফোন গিয়েছিল সেই নম্বরগুলিও জানতে চায় এসিবি।

শুধু দল ভাঙানোর অভিযোগই নয়, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও দিল্লির বুথওয়ারি ভোটের হিসেব এবং ১৭সি ফর্ম আপলোড না করায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন আপ সুপ্রিমো। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি এই অভিযোগ করেছেন।

নির্বাচন কমিশন না করায় আপের তরফেই পৃথক একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে ১৭সি ফর্ম আপলোড করার কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবি করেন কেজরি। নির্বাচন কমিশন মৌলিক দায়িত্ব পালন না করায় তাদের সমালোচনা করেছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

লক্ষ্মণ ও সীতাকে টানলেন অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সাধারণ বাজেটকে সোনার হরিণ বলে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রামায়ণের প্রসঙ্গ তুলে তিনি কেন্দ্রকে সতর্ক করে দেন, 'জনগণ যদি লক্ষ্মণের ভূমিকা পালন না করে, তবে মা সীতার মতোই ধোঁকা খেতে হবে।' অভিষেক অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার অর্ধেক সত্য এবং অর্ধেক যুক্তরাষ্ট্রীয়তা অনুসরণ করছে। এই বাজেটে শিকড়ের দিকে মনোযোগ নেই, বরং শুধুই হিসেবের খেলা চলছে।'

লোকসভায় এদিন পশ্চিমবঙ্গের গত ১০ বছরের উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ডায়মণ্ড হারবারের সাংসদ। অভিষেক বলেন, 'এই তথ্য প্রমাণ করে যে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াও নিজস্ব উন্নয়ন করতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে বিজেপির ১২ জন করে সাংসদ থাকলেও মোদি সরকার বিহারকে বাজেটে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করেছে। এটাই আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়তা। এই বাজেট সম্পূর্ণরূপে বাংলাবিরোধী বাজেট।' বাজেটে সংখ্যালঘু বিষয়ক বরাদ্দ কেন ৫৭ শতাংশ কমানো হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

> পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে বিজেপির ১২ জন করে সাংসদ থাকলেও মোদি সরকার বিহারকে বাজেটে অগ্রাধিকার দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করেছে। এটাই আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়তা। এই বাজেট সম্পূর্ণরূপে বাংলাবিরোধী বাজেট।
>
> অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

এদিনও কেন্দ্রের থেকে মনরেগা খাতে ৭০০০ কোটি টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ৮১৪০ কোটি টাকা বকেয়া থাকার বিষয়টি উত্থাপন করে দাবি করেন অভিষেক। তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান দিচ্ছে এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ করছে। অথচ কেন্দ্রের বরাদ্দ আটকে রাখা হয়েছে।

আয়কর ছাড় নিয়েও মোদি সরকারকে নিশানা করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'আয়কর ছাড় দিয়ে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা করা হলেও পরোক্ষ করের মাধ্যমে অনেক বেশি টাকা তুলে নিচ্ছে কেন্দ্র। সরকার যে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করহীন বলে প্রচার চালাচ্ছে, আসলে সেই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র জিএসটি খাতেই ৯৮ হাজার টাকা দিতে হবে। এছাড়া নিরাপত্তা কর, টোল ট্যাক্স এবং অন্যান্য রয়েছে। বিস্কুট থেকে পপকর্ন, জুতো থেকে অন্তর্বাস সমস্ত কিছুতেই মানুষকে কর দিতে হচ্ছে। শুধুমাত্র বিজেপির বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতির কোনও কর লাগে না।'

অভিষেকের তোপ, 'নির্বাচনের আগে সরকার লাডলি বহিন প্রকল্পের প্রচার করেছিল, কিন্তু এখন তার কোনও বাস্তবায়ন নেই। নির্বাচনের আগে ন্যূনতম সহায়কমূল্য গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সবাইকে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব হল, গত এক বছরে ১ কোটি ২০ লাখ পরিবার একবারও গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল করাতে পারেনি।' প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই প্রকল্প কৃষকদের জন্য যতটা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, তার চেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে বিমা সংস্থাগুলি।' বিজেপিকে তাঁর বার্তা, '২০২৪ সালের জুন মাসে সিনেমার ট্রেলার দেখানো হয়েছে। বিজেপির থেকেও সারা দেশে অনেক ভালো কাহিনীকার রয়েছেন। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করবেন না।'

অভিষেকের সঙ্গে কথা অখিলেশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : লোকসভার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে আরও একবার সক্রিয় হয়ে উঠল জিঞ্জার গোষ্ঠী। বাজেট নিয়ে আলোচনার সময় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবকে।

শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে জিরো আওয়ারের পরিবর্তে বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর অভিষেক এবং অখিলেশ যাদব লোকসভায় আসেন। অভিষেককে দেখে সৌজন্য বিনিময় করেন অখিলেশ। এর পর অভিষেক উঠে গিয়ে অখিলেশ এর পাশে গিয়ে বসেন এবং দীর্ঘক্ষন দুজনে গভীর আলোচনা করেন। এদিন অভিষেকের বক্তব্য চলাকালীন টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানান অখিলেশ যাদব, ডিএমকের দয়ানিধি মারানসহ অন্যান্য বিরোধী সাংসদরা।

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অভিষেকের সঙ্গে সংসদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান অখিলেশও। যদিও সে সময় নীরবই থাকে কংগ্রেস সাংসদরা। ঘটনা হল, বৃহস্পতিবার আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের শেকল পরিয়ে দেশে ফেরানোর প্রতিবাদে সংসদের বাইরে বিরোধীরা যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন তখন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, মল্লিকার্জুন খাড়গেদের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন অখিলেশ। রাহুলের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতেও দেখা গিয়েছিল। পরে ডিএমকের ছাত্র সংগঠনের একটি সমাবেশেও রাহুল এবং অখিলেশ শামিল হয়েছিলেন।

জোট অটুট বোঝাতে সঞ্জয়-সুপ্রিয়ার সঙ্গে যৌথ বৈঠক

রাহুলের রোষে কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে ভোটদানের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন আগেই। এবার মারাঠাভূমের ভোটার তালিকায় গরমিল থাকার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে বিদ্ধ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর তোপ, 'মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা যত, ভোটার রয়েছে তার থেকে বেশি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা ৯.৫৪ কোটি। অথচ ভোটারের সংখ্যা ৯.৭ কোটি।' শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেছেন, লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের মধ্যে মহারাষ্ট্রে মোট ৩৯ লক্ষ ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভোটার তালিকায়। তিনি এও বলেছেন, 'যত সংখ্যক নতুন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় ওঠানো হয়েছে, হিমাচলপ্রদেশের মতো রাজ্যের জনসংখ্যা তার সমান।'

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধি। সঙ্গে সঞ্জয় রাউত ও সুপ্রিয়া সুলে।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তাঁর কটাক্ষ, 'দিল্লি বিধানসভা ভোটে দলের পরাজয় অনিবার্য বলেই কভার ফায়ার করছেন রাহুল গান্ধি। মহারাষ্ট্রে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিরোধী দলনেতা বরং আত্মসমীক্ষায় মন দিন। না হলে কংগ্রেসের ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেই।' উলটোদিকে নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে, 'তারা লিখিতভাবে রাহুল গান্ধির অভিযোগগুলির জবাব দেবে।'

মহারাষ্ট্রে ভোটের পর থেকেই এমভিএ-র অন্দরে ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। সেটা যে হচ্ছে না, তা বোঝাতেই এদিন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীব্রতা বাড়াতে ইন্ডিয়া তথা এমভিএ-র বাকি দুই শরিক শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত এবং এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলেকে সঙ্গে নিয়ে ওই যৌথ সাংবাদিক বৈঠকটি করেন রাহুল। তাঁর দাবি, যে নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। কারণ, বিধানসভা ভোটে বিরোধী দলগুলির ভোটপ্রাপ্তির হার প্রায় একই ছিল। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যদি মহারাষ্ট্রের বিধানসভা এবং লোকসভার ভোটার তালিকা আমাদের না দেয়, তাহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হবে। আমরা এমন অবস্থার দিকে এগোচ্ছি যেখানে সংবিধানকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় হল, নির্বাচন কমিশন আমাদের ভোটার তালিকা দিতে রাজি নয়। এর কারণ এটা হতে পারে যে, নিশ্চয়ই কিছু অন্যায় হয়েছে আর সেটা কমিশন জানে।' ভোটার তালিকা নিয়ে গরমিলের ঘটনায় প্রয়োজনে তাঁরা যে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন, সেই কথাও জানিয়ে রেখেছেন রাহুল।

> মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা যত, ভোটার রয়েছে তার থেকে বেশি। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মহারাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা ৯.৫৪ কোটি। অথচ ভোটারের সংখ্যা ৯.৭ কোটি।
>
> রাহুল গান্ধি

রাহুলের সুরে সুর মেলান সঞ্জয় রাউতও। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যদি বেঁচে থাকে এবং মরে না গিয়ে থাকে তাহলে তাদের উচিত রাহুল গান্ধির তোলা প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়া। তা না হলে এটা ধরে নেওয়া হবে যে, নির্বাচন কমিশন সরকারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। স্বচ্ছতা আনা দরকার নির্বাচন কমিশনের।' লোকসভা ভোটে এমভিএ মোট ৩০টি আসন জিতেছিল। কিন্তু বিধানসভা ভোটে তারা মাত্র ৪৯টি আসন পায়।

একই দিনে স্বস্তি সিদ্দারামাইয়া, ইয়েদুরাপ্পার

বেঙ্গালুরু, ৭ ফেব্রুয়ারি : একই দিনে বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দু'টি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মায়সুরু আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (মুডা)-র জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলার সিবিআই তদন্তের দাবি খারিজ করেছে উচ্চ আদালত। অন্যদিকে এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পার আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে হাইকোর্ট। তবে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা পকসো মামলাটি বিচারাধীন নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

মায়সুরু নগরোন্নন নিগমের (মুডা) জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে গত বছর নাম জড়িয়েছিল সিদ্দারামাইয়া, তাঁর স্ত্রী পার্বতী এবং শ্যালক মল্লিকার্জুনের। পার্বতী এবং মল্লিকার্জুনের নামে ৫৬ কোটি টাকার বিনিময়ে মায়সুরুর অভিজাত এলাকায় ১৪টি জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল বলে তথ্যের অধিকার আইনে প্রাপ্ত জবাবে জানা গিয়েছিল। তথ্যের অধিকার কর্মী স্নেহময়ী কৃষ্ণ অভিযোগ তোলেন, বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে বরাদ্দ হয়েছিল ওই জমি।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত অগাস্টে সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমতি দিয়েছিলেন কর্নাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট। এরপর তথ্যের অধিকার কর্মী স্নেহময়ী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে মামলাটি লোকায়ুক্তের হাত থেকে সিবিআইকে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারপতি এম নাগাপ্রসন্ন সেই আর্জি শুক্রবার খারিজ করে দেন।

অন্যদিকে জামিন পেলেও ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে পকসোর মামলা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়নি হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রেও 'কাঁটা' রয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর এক মহিলা অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁর শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহ করেছেন ইয়েদুরাপ্পা।

অনাত্মীয় মোহিনীকে ৫০০ কোটি দান শিল্পপতি টাটার

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত রতন নওল টাটার ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। সেই সম্পত্তি তিনি উইল করে দিয়ে গিয়েছেন পরিবার, পোষ্য, সহচর, রাঁধুনি সহ বহু ঘনিষ্ঠজনকে।

টাটার সম্পত্তি প্রাপকদের মধ্যে নাম রয়েছে জনৈক মোহিনীমোহন দত্তের। তিনি জামশেদপুরের পরিচিত ব্যবসায়ী হলেও তাঁকে কেন প্রয়াত পার্সি শিল্পপতি এত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে সংশয় ও ক্ষোভ দানা বেঁধেছে টাটা পরিবারের মধ্যে। তবে পরিবারের বাইরে অনেকেই জানিয়েছেন, টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন কর্মী মোহিনীমোহনের সঙ্গে গভীর সখ্য ছিল রতন টাটার।

মোহিনীর নামে উইলে ৫০০ কোটি টাকা রেখে গিয়েছেন টাটা। যা নিয়ে টাটা পরিবার এবং রতন টাটার ঘনিষ্ঠরা বিস্মিত। টাটার উইল ঠিক করে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা দেখার দায়িত্ব যাঁদের কাছে ছিল, তাঁরাও নাকি বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট অবাক। উইল অনুযায়ী, ৭৪ বছর বয়সি মোহিনীমোহন রতন টাটার অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংকে জমা ৩৫০ কোটিরও বেশি টাকা এবং রতন টাটার ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা ছবি ও ঘড়ি বিক্রির আয়।

মোহিনীমোহন ইতিমধ্যে টাটার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে তাঁর ধারণা, ওই সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা হওয়া উচিত ছিল। মোহিনীমোহনের দাবি নিয়ে উদ্বিগ্ন সম্পত্তির অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা। তাঁদের প্রশ্ন মোহিনীমোহনের মতো বহিরাগতকে কেন এতটা সম্পত্তির ভাগ দেবেন টাটা! এর মধ্যে কোনও জালিয়াতি আছে কি না, তা নিয়েই ইঙ্গিত রয়েছে তাঁদের কথায়।

রতনের উইলে হতভম্ব পরিবার

তবে টাটা গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ একাংশের দাবি, মোহিনীমোহন এবং টাটা পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট। রতন টাটার আস্থাভাজন ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন মোহিনীমোহন। টাটার সংস্থায় এক সময় কর্মী ছিলেন মোহিনী। নিজে ব্যবসা শুরু করলে টাটার প্রবল সহযোগিতা ছিল। মোহিনীমোহনের কন্যাও দীর্ঘদিন টাটা গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করেছিলেন। ডিসেম্বরে মুম্বইয়ে রতন টাটার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহিনীমোহন।

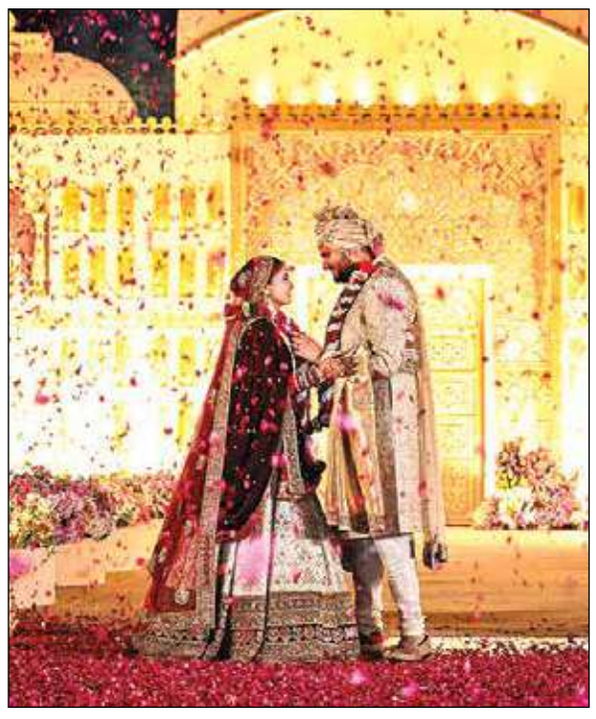

সাতপাকে বাঁধা পড়লেন গৌতম আদানি পুত্র জিৎ। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

ইরানের রাস্তায় ফের নগ্ন প্রতিবাদ তরুণীর

তেহরান, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইরানের কড়া পোশাকবিধির প্রতিবাদে এবার সে দেশের রাস্তায় নগ্ন অবস্থায় হাঁটলেন এক মহিলা। শুধু তা-ই নয়, নগ্ন অবস্থাতেই পুলিশের গাড়ির বনেটের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন ইরানের সরকারের চাপিয়ে দেওয়ার আইনের বিরুদ্ধে। এমনই দাবি করে সমাজমাধ্যমে ওই মহিলার একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ইরানের এক সাংবাদিক।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক মহিলা নগ্ন অবস্থায় পুলিশের গাড়ির ওপর উঠে পড়েছেন। বনেটের ওপর উঠে চিৎকার করে সরকারের কড়া পোশাকবিধির সমালোচনা করছেন। গাড়ি থেকে এক পুলিশ অফিসার বন্দুক হাতে মহিলাকে সরে যেতে বলছেন। তবে ওই মহিলা কোনও কথায় কর্ণপাত না করে প্রতিবাদ চালিয়ে যান। ইরানের বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে মাশহাদে। ইরানি সাংবাদিক মাসিফ আলিনেজাদের ৪৩ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায়। নগ্ন অবস্থায় প্রতিবাদ জানানোয় ওই মহিলার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে ওই মহিলার স্বামীর পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ইরান সরকারের কোনও বক্তব্য মেলেনি।

গত বছর ডিসেম্বরেই পোশাকবিধি নিয়ে কড়া আইন এনেছে ইরান। সেই আইনে বলা হয়েছে, পোশাকবিধি না মানলে এবার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে ইরানি মহিলাদের। আইনে এ-ও বলা হয়েছে, কেউ 'অশোভন পোশাক' কিংবা 'নগ্নতা'-কে তুলে ধরছেন বলে মনে করা হলে ১২ হাজার ৫০০ পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা) আর্থিক জরিমানা হতে পারে। বার বার একই 'অন্যায়' করলে পাঁচ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত জেলও হতে পারে।

যৌন হেনস্তায় বাধা

অন্তঃসত্ত্বাকে ট্রেন থেকে ছুড়ল তরুণ

চেন্নাই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ধর্ষণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই অন্তঃসত্ত্বাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠল তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাতুরে। তিরুপতি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে করে তিরুপুর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে যাচ্ছিলেন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা। তাঁর সঙ্গে পরিবারের কেউ ছিল না।

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে তিরুপতি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের অসংরক্ষিত কামরায় ওঠেন মহিলা। তাঁর সঙ্গে ওই কামরায় ছিলেন আরও জনাসাতেক যাত্রী। সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ ট্রেনটি জোলারপেট্টাই স্টেশনে পৌঁছোয়। কামরায় থাকা সাত যাত্রীই ওই স্টেশনে নেমে যান। ফলে কামরায় অন্তঃসত্ত্বা একাই ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ট্রেনটি জোলারপেট্টাই স্টেশন ছেড়ে বেরোনোর মুহূর্তে ওই কামরায় ওঠেন এক তরুণ। একটি আসনে বসে নজর রাখতে থাকেন মহিলার ওপর। ট্রেনের গতি বাড়তেই নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে বসেন মহিলার পাশে। অভিযোগ, মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন ওই তরুণ। লাথি, ঘুসি মেরে তরুণকে সরানোর চেষ্টা করেন মহিলা। ধর্ষণে বাধা পেয়ে মহিলাকে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে যান তরুণ। তারপর চলন্ত ট্রেন থেকে ছুড়ে ফেলে দেন মহিলাকে।

কোয়েম্বাতুর থেকে কিছুটা দূরে রেললাইনের ধারে এক মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। মহিলার আর্ত চিৎকার কানে গিয়েছিল তাঁদের। তাঁরাই স্থানীয় থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে গুরুতর জখম অবস্থায় মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করায়। তাঁর হাত, পা এবং মাথায় ভালোরকম চোট লেগেছে। ভেলোরের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে অন্তঃসত্ত্বার। মহিলা যাচ্ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে তাঁর বাপের বাড়িতে। তখনই এই ঘটনা ঘটে। মহিলার বয়ানের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। হেমরাজ নামে সন্দেহভাজন একজনকে ইতিমধ্যে ধরা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ নির্যাতিতার মা-বাবার আর্জি

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : আইনি লড়াইয়ে ধাক্কা খেলেন নির্যাতিতার মা, বাবা। আরজি কর কাণ্ডে পুনরায় তদন্তের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়েছিল নিহত চিকিৎসকের পরিবার। শুক্রবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এদিন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সিবিআই আরজি কর মামলার তদন্ত করছে। এই পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির প্রয়োজন নেই।

নির্যাতিতার মা, বাবার তরফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী করুণা নন্দী। তিনি

আরজি কর মামলা

জানান, সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দুই অভিযুক্ত ইতিমধ্যে জামিন পেয়ে গিয়েছেন। মামলার অগ্রগতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নিহত চিকিৎসকের পরিবার। তাই সুপ্রিম কোর্ট, পুনরায় তদন্ত চেয়ে করা আবেদনের শুনানি জরুরি ভিত্তিতে করুক। তা না হলে শীর্ষ আদালত হাইকোর্টকে দ্রুত শুনানির নির্দেশ দিক। সেই আবেদন মানতে রাজি হয়নি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ মার্চ। এর আগে ২৯ জানুয়ারি নির্যাতিতার মা, বাবার তরফে দায়ের করা অপর একটি আবেদন প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। সেবার প্রধান বিচারপতি খান্না জানিয়েছিলেন, আবেদনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা স্পর্শকাতর। সেগুলি এখনই প্রকাশ্যে এলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রভাবিত হবে।

ভালোবাসি

হৃদি গন্ধে ভরা। কারণ, সে যে রয়েছে হৃদমাঝারে। শুধু তার জন্য দিলদরিয়ায় সাতরঙা আয়োজন। ভালোবাসা দিবসের সাত-সতেরো আলাপনী গুঞ্জন।

আপনার প্রেমপত্র লিখবে এআই

গবেষণা বলছে, চারজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন (২৬ শতাংশ) প্রেমের প্রস্তাব দিতে বা সঙ্গীর জন্য প্রেমপত্র লেখার জন্য জেনারেটিভ এআই টুল ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছেন। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৭ শতাংশ) এআই দিয়ে তৈরি ও একজন মানুষের লেখা প্রেমপত্রের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না।

চিঠির দিন গিয়েছে। স্মার্ট যুগে মেসেজেই হৃদয়ের কথা বলা। তবুও তো ভালোবাসার জন্য চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু স্কুল পেরিয়ে চিঠি লেখার অভ্যেসটাই যে উবে গিয়েছে। তাহলে? ভাবনা নেই, এআই আছে তো!

জানেন কি, ভালোবাসা দিবসের প্রেমপত্র লিখতে এআই ব্যবহার করতে চান এক-চতুর্থাংশ প্রেমিক। অ্যান্টিভাইরাস প্রস্তুতকারক একটি বিশ্বখ্যাত কোম্পানির সমীক্ষায় এই অবাক করা তথ্য উঠে এসেছে।

সমীক্ষা থেকে জানা যায়, চারজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন (উত্তরদাতাদের ২৬ শতাংশ) প্রেমের প্রস্তাব দিতে বা সঙ্গীর জন্য প্রেমপত্র লেখার জন্য জেনারেটিভ এআই টুল ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছেন। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৭ শতাংশ) এআই দিয়ে তৈরি ও একজন মানুষের লেখার প্রেমপত্রের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না। কিছুদিন আগে করা সমীক্ষার শিরোনামটি ছিল-- 'মডার্ন লাভ' বা আধুনিক ভালোবাসা। আধুনিক যুগে এআই ও ইনটারনেট কীভাবে ভালোবাসা ও সম্পর্কে প্রভাব ফেলছে, তা জানার লক্ষ্যে গবেষণাটি করা হয়েছিল। গবেষণায় ৯টি দেশের ৫ হাজার মানুষের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য হল—উত্তরদাতাদের এক চতুর্থাংশ ওপেন এআইয়ের চ্যাটজিপিটি, গুগলের জেমিনি ও মাইক্রোসফটের কোপাইলটের মতো এআইভিত্তিক টুল ব্যবহার করে তাদের সঙ্গীদের কাছে ভালোবাসা প্রকাশ করতে চান।

এআইভিত্তিক চিঠি লেখার সাধারণ কারণ হল, এটি সঙ্গীদের কাছে প্রেরককে আরো আত্মবিশ্বাসী (২৭ শতাংশ উত্তরদাতাদের মতে) করে তুলবে।

ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লেখার সময় ও

অনুপ্রেরণার অভাবকে দ্বিতীয় কারণ (২১ শতাংশ) হিসাবে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর ১০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন এর মাধ্যমে কাজটি দ্রুত করা যায়।

এই উপায়ে চিঠি লিখলে তারা প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে ধরা পড়বেন না বলে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন। আর ৪৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক বলেন, এআইভিত্তিক টুল দিয়ে তৈরি চিঠি পেলে, তারা অপমানিত বোধ করবেন। কিন্তু উত্তরদাতাদের ৬৭ শতাংশই এআই টুল দিয়ে তৈরি ও মানুষের তৈরি প্রেমপত্রের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারেননি।

লার্জ ল্যাংগুয়েজ মডেলভিত্তিক (এলএলএম) জেনারেটিভ এআই টুলগুলো মানুষের মতো টেক্সট তৈরি করে দিতে পারে। এই ধরনের বেশিরভাগ টুলগুলোর লেখার স্টাইল, কাঠামো, ছন্দ ইত্যাদি ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে।

এছাড়া চ্যাটজিপিটি প্লাস, কোপাইলট প্রো-এর মতো সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে ব্যবহারকারীরা নিজস্ব চ্যাটবট তৈরি করতে পারেন। এসব চ্যাটবটগুলোকে ব্যবহারকারীরা নিজস্ব লেখা দিয়ে তৈরিও করে নিতে পারেন। ফলে এগুলো ব্যবহারকারীর লেখার স্টাইল অনুযায়ী টেক্সট তৈরি করতে সক্ষম।

এই গবেষণা থেকে আরও একটি তথ্য উঠে এসেছে, ভুয়ো চিঠি তৈরি করে সাইবার অপরাধীরা বহু মানুষকে প্রতারিতও করতে পারে। প্রতারকেরা দুর্বল ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে পরিকল্পনা তৈরি করে। ভালোবাসা ও সম্পর্ক নিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় এই ধরনের অপরাধীরা।

গবেষণায় দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৫১ শতাংশ ক্যাটফিশে অর্থাৎ অনলাইনে অপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলা বা দেখা করা, যারা অন্য কারো হয়ে কথা চালিয়ে গিয়েছে-- হ্যাঁ, সেই অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তাই সাবধান।

কথাটা বলার আগে

'ভালোবাসার মধ্যে একটা মিথ্যে আছে।' শুধু গানের কথায় নয়, বাস্তবেও সত্যি। ভালোবাসা দিবসে কিছু সাবধানতা।

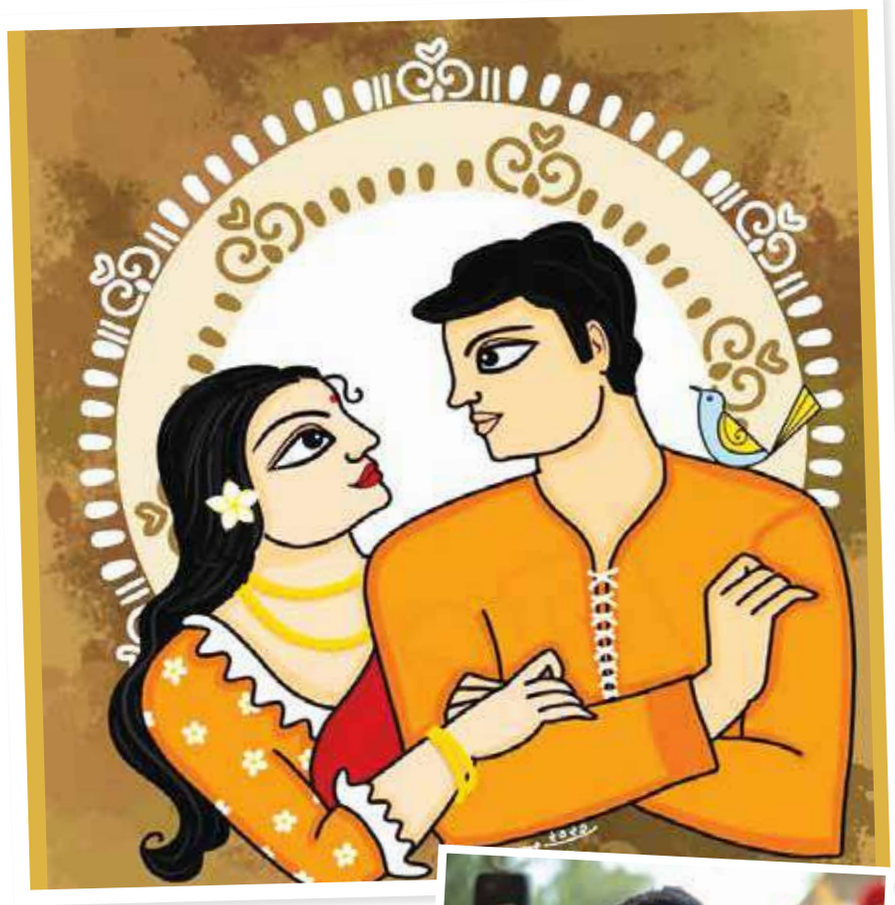

১. চোখাচোখি থেকে বিষয়টা কথাবার্তা পর্যন্ত এগোতেই পারে কিন্তু দুম করে কখনোই ভালোবাসার ফাঁদে পা দেবেন না। আপনি হয়তো খুবই স্পষ্টবাদী, মনের কথা খুব বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারেন না, কিন্তু সময় নিতে হবে। দেখাদেখির পর বাকিটা খোঁজ-খবর করে রাখুন, পরে যোগাযোগ করুন। কিন্তু যদি উল্টোদিক থেকে খুব একটা আগ্রহ না থাকে, তবে তিনি ভাবতে পারেন, এটা নেহাত 'ছকবাজি', প্রেমে পড়া নয়।

২. প্রথম মৌখিক আলাপটা বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতেই করা ভালো। তাতে অন্য পক্ষ বেশ স্বস্তিতে থাকবেন। তবে একা কোনও মেয়ের সঙ্গে আবার আপনার দলবল নিয়ে কথা বলতে যাবেন না। কিশোরী-তরুণীরা ভয় পেতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হল, দুজনের যৌথ আলাপচারিতা। তার পরে না হয়, একান্তে কথা বলা যাবে। তবে অবশ্যই নৈতিকতার দিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

৩. আলাপ হওয়া মাত্র ঝটপট সেলফি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করবেন না। ওটা হল 'আদেখলাপনা'। সেলফি বা ছবি তুলতে বাধা নেই কিন্তু আপলোড করতে সময় নিন। নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখুন।

৪. পকেটের অবস্থা বুঝে রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করুন। সেই সঙ্গে খাবারের দামটা জেনে নিন। কারণ এই দিবসগুলোতে খাবারের দোকানিরা হঠাৎ করেই খাবারের মূল্য বেশি করে হাঁকেন।

৫. ভালোবাসা দিবসে আবেগে পড়ে হঠাৎ করেই প্রিয়জনের কাছে যে কোনও ধরনের প্রতিশ্রুতি দেবেন না। কারণ, প্রতিশ্রুতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

৬. ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় গিফট নিয়ে যেতে ভুলবেন না। সেটা ছোট হোক বা বড়। কারণ, সবাই তার প্রিয়জনের কাছে থেকে বিশেষ দিবসে গিফট পেতে পছন্দ করে।

একটি সিরিয়াস সতর্কবার্তা; বিশেষ করে মেয়েদের জন্য-- যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ জোর করে ছবি বা ভিডিও করতে যায়, তার দিকে লক্ষ রাখুন। খারাপ উদ্দেশ্য চোখে পড়লে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে একটুও দেরি করবেন না! ভালোলাগার মানুষকে সুন্দরভাবে দেখা এক জিনিস আর তাকে বিকৃত মানসিকতা থেকে 'ভোগ' করতে চাওয়া আরেক জিনিস।

প্রিয়জনের প্রয়োজনে

ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনের উপহার। রইল কিছু পরামর্শ:

- ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে মায়ের জন্য ভালোবাসার স্মারক হতে পারে শাড়ি।
- বাবাকে ভালোবাসা জানাতে হলে আনতে পারেন বই কিংবা তাঁর প্রয়োজনীয় অন্য কিছু। দীর্ঘদিন ভার বইতে বইতে আরামদায়ক কিছু তাঁকে আনন্দ দেবে।
- স্ত্রীর জন্য এই দিনটিতে তাজা ফুলের তোড়া এবং জুয়েলারি আইটেম আনতে পারেন অনায়াসে।
- স্বামীকে কিছু দিতে চাইলে মানিব্যাগ, জুতো বা শার্ট দিতে পারেন।
- প্রেমিকাকে ফুল দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। তবে এই দিনটিতে কোনও নতুন প্রসাধনী ও চকলেট খুঁজে দিতে পারেন।
- প্রেমিকের জন্য এখন স্মার্ট কোনও গ্যাজেট দেওয়াটাই বেশি ভালো।
- সহকর্মীদেরও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো যায় মগ বা টেবিল ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে।
- বোনের জন্য কোনও সুন্দর হ্যান্ডব্যাগ দিতে পারেন।
- বাড়ির ছোটদের জন্য চকোলেটই যথেষ্ট।

হৃদয়মাপা রেসিপি

ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের আয়োজন করবেন ভাবছেন? টেবিলে রাখতে পারেন ভালোবাসা দিবসের স্পেশাল কেক ও মকটেল। বাড়িতে সহজেই বানিয়ে ফেলা যায় এই আইটেম। জেনে নিন রেসিপি।

হার্ট কেক

হার্ট শেপের কেক বানিয়ে ফেলতে পারেন ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে। এর জন্য ২টি বিটরুট ছোট টুকরা করে কেটে সামান্য জল দিয়ে ওভেনে বসিয়ে দিন। কম আঁচে রেখে দিন ১৫ মিনিট। ঘন ঝোলের মতো যখন থাকবে, তখন নামিয়ে নিন। বিটরুট সেদ্ধ থেকে নিংড়ে জল বের করুন। এটি কেকে চমৎকার লাল রং নিয়ে আসবে।

একটি বাটিতে ৬টি ডিম, চিনি ও তেল একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। দেড় চা চামচ বেকিং পাউডার, ১/৪ চা চামচ কোকো পাউডার, আধকাপ গুঁড়ো দুধ ও দেড়কাপ ময়দা দিয়ে আবারও ফেটিয়ে নিন। ঘন ব্যাটার তৈরি হলে ভ্যানিলা এসেন্স ও বিটরুটের রস দিয়ে দিন। চাইলে ফুড কালার ব্যবহার করতে পারেন বিটরুটের পরিবর্তে।

৩টি ডিমের সাদা অংশ ফেটিয়ে ক্রিম তৈরি করে মিশিয়ে নিন ব্যাটারে। হার্ট শেপের পাত্রে বেক করার জন্য ঢেলে দিন ব্যাটার। ৩৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বেক করে নিন কেক। কেক হয়ে গেলে বের করে রুমের তাপমাত্রায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে পছন্দমতো ফ্রস্টিং করে সাজিয়ে নিন কেক।

প্রেম দিবসের আগের রাতে

সুন্দর ত্বক পেতে হলে প্রতিদিন নিয়ম করে ত্বকের যত্ন করতে হয়। তবে, দিনটি যদি বিশেষ কোনও দিন হয়ে থাকে তাহলে আগের রাতে অবশ্যই বাড়তি একটু যত্ন নিতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু সাধারণ কাজ করলেই ভালোবাসা দিবসে সারাদিন জুড়ে ত্বক থাকবে উজ্জ্বল, সতেজ এবং প্রাণবন্ত।

১. ঠোঁটের যত্ন নিতে চিনি এবং মধুর ঘন একটি মিশ্রণ ঠোঁটে লাগিয়ে ঘষতে হবে। এতে করে ঠোঁটের উপরের মৃত কোষগুলো উঠে আসবে। লিপস্টিকের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।

২. ভালোবাসা দিবসের আগের দিন চুলে ভালো করে শ্যাম্পু করে, কন্ডিশনার করে নিতে হবে। তাহলে ওই বিশেষ দিনে চুল সোজা করলে তা অনেক সময়ের জন্য স্থায়ী হবে। আর চুল সোজা করার আগে অবশ্যই চুলে ভালো মানের হেয়ার টনিক লাগিয়ে নিতে হবে। তাহলে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত তাপের কারণে চুলে ক্ষতি কিছুটা কম হবে।

৩. রাতে পেডিকিওর এবং ম্যানিকিওর করতে হবে। পার্লারে ছাড়াও ঘরে বসে খুব সহজেই এই দুটো কাজ করা সম্ভব। যে কোনও শ্যাম্পুর একটা অথবা দুটো ছোট প্যাকেট অর্ধেক বালতি জলে দিতে হবে। জল অবশ্যই সহনীয় মাত্রায় গরম হতে হবে, অতিরিক্ত গরম অথবা একদম ঠান্ডা হওয়া যাবে না। তাতে সামান্য লবণ দিতে হবে। আধঘণ্টার মতো হাত-পা ভিজিয়ে নিয়ে একটি তোয়ালে দিয়ে হাত-পা ভালো করে মুছে নিতে হবে। সারারাত এভাবেই রেখে দিতে হবে। সকালে ধুয়ে যেকোনো ভালো মানের ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে।

আর আগের রাতে ভালো করে ঘুমোতেও হবে।

অনন্য নৃত্যসন্ধ্যা

আজকের নারীরা জানেন দুঃশাসনের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে আর কোনও কৃষ্ণ এগিয়ে আসবেন না। সব নির্যাতন, অবহেলা, বঞ্চনা আর অপমানের বিরুদ্ধে তাঁকেই বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, প্রয়োজনে অগ্নিকন্যা হয়ে উঠতে হবে। এটা যাঁরা পারেন তাঁরাই আমাদের কাছে অসামান্যা হিসেবে চিহ্নিত হন। এই ভাবনা নিয়েই সৃজনী ডান্স অ্যাকাডেমির নৃত্য আলেখ্য 'তুমি অসামান্যা'। যুগ যুগ ধরে নারীর বঞ্চনা আর প্রতিবাদের মূর্ত দলিল। বিষয়টির ভাবনা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ছিলেন অ্যাকাডেমির কর্ণধার নৃত্যশিল্পী রুমকি দাশগুপ্ত এবং নির্মাণে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মঞ্জু দাস।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এই নৃত্য শিক্ষায়তনের উদ্যোগে 'সমর্পণ ২০২৫' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই নৃত্য আলেখ্য ছিল তারই অন্যতম আকর্ষণ। বাণী সুর ও শরীরী ভাষায় এবং সামগ্রিক উপস্থাপনায় সকলের মনেই এই অনুষ্ঠান গভীর ছাপ ফেলে। নৃত্যে ছিলেন পিংকি, তমশ্রী, আদিত্য, বসন্ত, রুপা, চাঁদনি, নবজ্যোতি, উদ্দীপ্ত, প্রিয়াংকা, পায়েল, তৃষা, নবনীতা, বনলতা, কণিকা, কঙ্কনা, তানিশা, রত্না নন্দী। দুই শিক্ষার্থী শিল্পীকে নিয়ে গুরু জগন্নাথ বন্দনা ও দেশ বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রুমকি। এরপর শিক্ষার্থী-শিল্পীদের উপস্থাপনায় একে একে ত্রিতাল ও ধামারের সঙ্গে উপশাস্ত্রীয় নৃত্য ও কত্থকে ভিন্ন মেজাজ তৈরি হয়। সব মিলিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান ছিল বেশ উপভোগ্য।

- ছন্দা দে মাহাতো

ছন্দবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সৃজনী ডান্স অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠান।*

জমজমাট।। *শিলিগুড়ি সেবক রোড কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সূত্রধর।*

বিবিধের মাঝে মিলন মহান

গত ২৯ জানুয়ারি শিলিগুড়ির সেবক রোড কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নিজস্ব মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অভিভাবকদের বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় নৃত্য, গীত, নাটকের মাধ্যমে। অসম থেকে গুজরাট, তামিলনাড়ু থেকে কাশ্মীর, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সুচারু প্রদর্শনের মাধ্যমে উঠে এসেছিল বিদ্যালয়ের মঞ্চে। প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়কে বলা হয় এক-একটি 'মিনিয়েচার ইন্ডিয়া'। বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৫০ ছাত্রছাত্রী সম্মিলিতভাবে সেই ভারতের বৈচিত্র্যময় রূপটিকেই তুলে ধরেছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, ১০০ মাউন্টেড ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার পিকে দ্বিবেদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল আরকে শুক্লা। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মণীশকুমার যাদব এবং বিদ্যালয়ের প্রধান সমন্বায়ক সৌমেন সিংহ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে ট্রফি এবং সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত অভিভাবক এবং অতিথিরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের অগ্রগতির বিশেষ প্রশংসা করেন। সৌমেন সিংহ রায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

মঞ্চে মাতোয়ারা

বেঞ্চে বসে খুনশুটি যে কেউ করে না, তা নয়। তবে স্কুল পিরিয়ডের অধিকাংশ সময়ই ওরা স্পিকটি নট থাকতে পছন্দ করে বা থাকে। কিন্তু খোলা মঞ্চে যে ওরা পারদর্শী, তা ৩০ জানুয়ারি স্পষ্ট হল ড্রিম ল্যান্ড ইংলিশ মিডিয়ামের বার্ষিক কনসার্টে। নাচ, আবৃত্তিতে কে কাকে টেক্কা দেবে, স্কুলের পরীক্ষার মতো লড়াই চলল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। শুধু বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে থাকুক খুদেরা, তা তাঁরা চান না বলে এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই সুর বেঁধে দিয়েছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল অদিতি সিনহা। কিন্তু তাই বলে যে এমন পারফরমেন্স দেখা যাবে, তা অনেকেরই কল্পনার অতীত ছিল। তাই অনেক অভিভাবকই নিজের সন্তানের ক্লান্তিহীন পারফরমেন্স থেকে অবাক। অনুষ্ঠান চলাকালীন এক অভিভাবককে বলতে শোনা গেল, 'বাড়িতে কোনওদিন নাচ করাতে পারিনি। টিভিতে নাচ দেখেও চুপ করে থাকে। কিন্তু এদিন এমন সাবলীলভাবে ওকে নাচতে দেখলাম যে অবাক না হয়ে পারছি না।' স্কুল সূত্রে খবর, বার্ষিক কনসার্টে প্রায় ৩০০ পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। শুরুটা পড়ুয়া করলেও অনুষ্ঠানের শেষ হয়েছে শিক্ষিকাদের নাচ দিয়ে। তাঁদের পারফরমেন্সও ছিল তারিফযোগ্য।

–সানি সরকার

প্রথমবারেই প্রশংসিত

প্রথম বর্ষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে উঠল স্কুল পড়ুয়ারা। ময়নাগুড়ি সেন্ট পলস স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রংবেরঙের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। নাচ, গান থেকে আবৃত্তি, নাটক বিদ্যালয়ের প্রি-নার্সারি থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা অনুষ্ঠান পরিবেশন করে একের পর এক। গত ২৬ এবং ২৭ জানুয়ারি স্থানীয় রবি তীর্থভবনে বিদ্যালয়ের এই বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল চন্দন ছেত্রী জানান, গোটা অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ৩০০-র ওপর ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সোশ্যাল মিডিয়ার কুফল, নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রিন্সিপালের লেখা পরিবেশিত নাটক সবার মন জয় করে। আগামী বছর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে আরও বড় আকারে করার চেষ্টা করা হবে বলে প্রিন্সিপাল জানান।

– শুভদীপ শর্মা

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে বার্ষিক উৎসব

গত ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়েছে। বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বেলঘরিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোমের সম্পাদক স্বামী একব্রতানন্দজি মহারাজ। বিদ্যাপীঠের হবি ক্লাবের ছাত্রবৃন্দ শিক্ষকদের সহায়তায় ১৬টি বিভাগে ৩০০-টির অধিক প্রোজেক্ট তথা প্রকল্প উপস্থাপন করে। ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষক, অধ্যাপক সহ বহু শিক্ষাব্রতী মানুষ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। ছাত্রদের অভিভাবক-অভিভাবিকাগণও প্রদর্শনী দেখতে ভিড় করেন। ২১ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে বিশেষ পূজা ও সমবেত সংগীত আয়োজিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্পর্কে বক্তব্য রাখা ছাড়াও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দজি মহারাজ। এদিন ২০০ ভক্ত বিদ্যাপীঠে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিদ্যাপীঠের স্বদেশবেদিতে সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) নকুলচন্দ্র মাহাতো। নেতাজির উৎসর্গীকৃত জীবন সম্পর্কে তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যাপীঠের সভাবেদিতে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা আয়োজিত হয়। ছাত্রদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সুমন সেনগুপ্ত রামকৃষ্ণ মিশনের সামগ্রিক কার্যাবলি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের জীবনযাত্রা, শৃঙ্খলাবোধ ও পরিবেশিত অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদ্যাপীঠ পরিচালন সমিতির সহ সম্পাদক তথা সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক অধ্যাপক (ডঃ) সুবলচন্দ্র দে। সন্ধ্যায় সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক (ডঃ) পবিত্রকুমার চক্রবর্তী সস্ত্রীক বিদ্যাপীঠের বার্ষিক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সোমাত্মানন্দজি মহারাজ প্রদর্শনী ঘুরে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন। সকলকে স্বাগত জানান বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রদানন্দ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধান শিক্ষক স্বামী জ্ঞানরূপানন্দ।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

নজরকাড়া উপস্থাপন

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হইহই করে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রথম জলপাইগুড়ি উৎসব। সহযোগিতায় জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি চারদিনের এমন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে স্বভাবতই খুশি জলপাইগুড়িবাসী। মূল মঞ্চ ছিল মিলন সংঘ ময়দানে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে শাস্ত্রসম্মত নৃত্য পরিবেশনের ডাক ছিল জলপাইগুড়ি চারুকৃতি নৃত্য প্রতিষ্ঠানের। পরিবেশনার বিষয় ছিল 'প্রেষণা'। প্রেম, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মবাদ এর অনুভব ও মিলন সকল সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। এই ছিল চারুকৃতির মূল উপপাদ্য। সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও ভাবনা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা দেবদত্তা লাহিড়ির। তিনি একজন খ্যাতনামা ওডিশি নৃত্যশিল্পী। ওডিশির পাশাপাশি দেবদত্তা আরও চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্য শিক্ষায় দীক্ষিত। একজন রবীন্দ্র নৃত্য অনুরাগীও। ২৩ জানুয়ারি পরিবেশিত ওই নৃত্যানুষ্ঠান ভূয়সী প্রশংসা পায় উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর কাছ থেকে। অনুষ্ঠানে যাঁরা দক্ষতার সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেছেন তাঁরা হলেন দেবদত্তা লাহিড়ি, অরোরা চক্রবর্তী, শ্রেয়া চৌরাসিয়া, কৌশানী পাল, রূপসা দে রায়, ঝিলিক বসাক, সোহিনী চৌধুরী, ঐশী চৌধুরী, পৃথা দত্ত, মৌনীরা চক্রবর্তী, প্রত্যুষা বিশ্বাস, নবশ্রী ভট্টাচার্য।

–শুভজিৎ দত্ত

পরম্পরা মেনে পরিবেশন

শিলিগুড়ির সৃষ্টি মিউজিক অ্যাকাডেমির দু'দিনের বার্ষিক সংগীতানুষ্ঠান হয়ে গেল ক'দিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। অ্যাকাডেমির কর্ণধার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মৌসুমি দাশগুপ্তের ভাবনা ও তালিমে প্রথম দিনটি ছিল শাস্ত্রীয় সংগীতচর্চায় গুরু এবং শিক্ষার্থীদের ঝলক। শিক্ষার্থীরা গুরু-শিষ্য পরম্পরা মেনে বিভিন্ন রাগের আঙ্গিক ও জটিলতাকে আন্তরিকভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন রাগের সম্মেলক পরিবেশন শ্রোতাদের মনে এক দারুণ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশনে বোঝা যায় তারা যোগ্য গুরুর তালিমেই রাগ সংগীতের মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীতপ্রেমী, অভিভাবক এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা অ্যাকাডেমির প্রতিভা ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সুরবদ্ধ।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সৃষ্টি মিউজিক অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠান।*

দ্বিতীয় দিন ছিল উপশাস্ত্রীয় সংগীতের উৎসব। ঠুংরি, দাদরা, ভজন এবং রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক গানের আকর্ষণীয় উপস্থাপনা। সেদিনও অনেক শিক্ষার্থীশিল্পী তাঁদের সংগীত নিবেদনে শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নেন। বিশেষ করে প্রবীণ শিক্ষার্থী অরুণ শেঠের পরিবেশনা শ্রোতাদের মন জয় করে। সৃষ্টি মিউজিক অ্যাকাডেমির এই সংগীতানুষ্ঠান শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সংগীতের সৌন্দর্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে সংগীতের প্রতি অনুপ্রাণিত করার এক অনন্য উদাহরণ। এর আগেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অ্যাকাডেমির কর্ণধার শিল্পী মৌসুমি দাশগুপ্তকে ধ্রুপদি সাগর সিঞ্চন করে কণ্ঠে মণিমুক্তো তুলে আনতে দেখা গিয়েছে। আর এই অনুষ্ঠানে ছিল মূলত শিক্ষার্থীদের তুলে ধরার প্রয়াস।- *ছন্দা দে মাহাতো*

কুড়োল প্রশংসা

গত ৪ জানুয়ারি কোচবিহার সাহিত্য সভা মঞ্চে আয়োজিত হয়েছিল 'অলংকার মিউজিক অ্যাকাডেমি'-র দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কবি সমীর চট্টোপাধ্যায় এবং সংগীতশিল্পী শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে শম্পা ছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন প্রজ্ঞামিতা গোস্বামী, আজাহার আলি প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেন সংহিতা সরকার পরিচালিত 'নিতিনৃত্যে ডান্স অ্যাকাডেমি' ও গোপা লস্কর পরিচালিত 'ভরতনাট্যম শিক্ষায়তন'-এর ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আয়োজক সংস্থার ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠ এবং যন্ত্রসংগীত পরিবেশনা সাহিত্য সভা হলঘরকে মুখর রেখেছিল। সবার স্বার্থে তাঁদের এমন চেষ্টা আগামীতেও বজায় থাকবে বলে সংস্থার কর্ণধার অভীক চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

আলোচনা সভা

গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিজ অফ মার্জিনাল পিপল অফ এর ব্যবস্থাপনায় ট্র্যাডিশন সোসাইটি থেকে কিছুদিন আগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জেরাল্ডিন ফরবেশ এর উদ্বোধন করেন। বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এমিরেটাস প্রফেসার ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। অধ্যাপক অনিলকুমার সরকার স্বাগত ভাষণ দেন। জেরাল্ডিন ফরবেশ আনন্দর লেখা একটি বইয়ের উন্মোচনও করেন।

–জ্যোতি সরকার

৩০তম বছরে

শিলিগুড়ি ভিবজিওর আর্ট স্কুলের সরস্বতীপুজো ৩০তম বর্ষে পদার্পণ করল।

হায়দরপাড়ার শিবরামপল্লিতে সংস্থার সরস্বতীপুজো প্রতিবছরের মতো এবছরেও দারুণ সমারোহে আয়োজিত হল। পুজো এবারে ৩০ বছরে পদার্পণ করল বলে জানান ভিবজিওর আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল মনোরঞ্জন সাহা। তিনটি বিভাগ মিলিয়ে স্কুলের প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারকদের বিচারে সেরাদের পুরস্কৃত করা হয়। দ্বিতীয় দিন ছিল গুণীজনদের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ও রুপসা সেনগুপ্ত।

নিজস্ব প্রতিবেদন

নেতাজি স্মরণ

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগ ও নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় নকশালবাড়ি রথখোলা নেতাজি উদ্যানে নেতাজির মূর্তির পাদদেশে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষক বিল্টু বসু। তবলা সংগতে ছিলেন অভিজিৎ বসু। সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যাঞ্জলি ডান্স অ্যাকাডেমি ও বড় মণিরামজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এই নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন সৌরভী দে। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অ্যাঞ্জেলা রায়। একক সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন নিখিল ঘোষ, অর্ণব সর্দার, হেমরাজ বর্মন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন নৃত্যশিল্পী সৌরভী দে। নেতাজি উদ্যানের ঠিক বিপরীতে এদিন আয়োজিত হয় এক বিশাল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অঙ্কন শিক্ষক বিমল বাইন।

–শুভজিৎ বসু

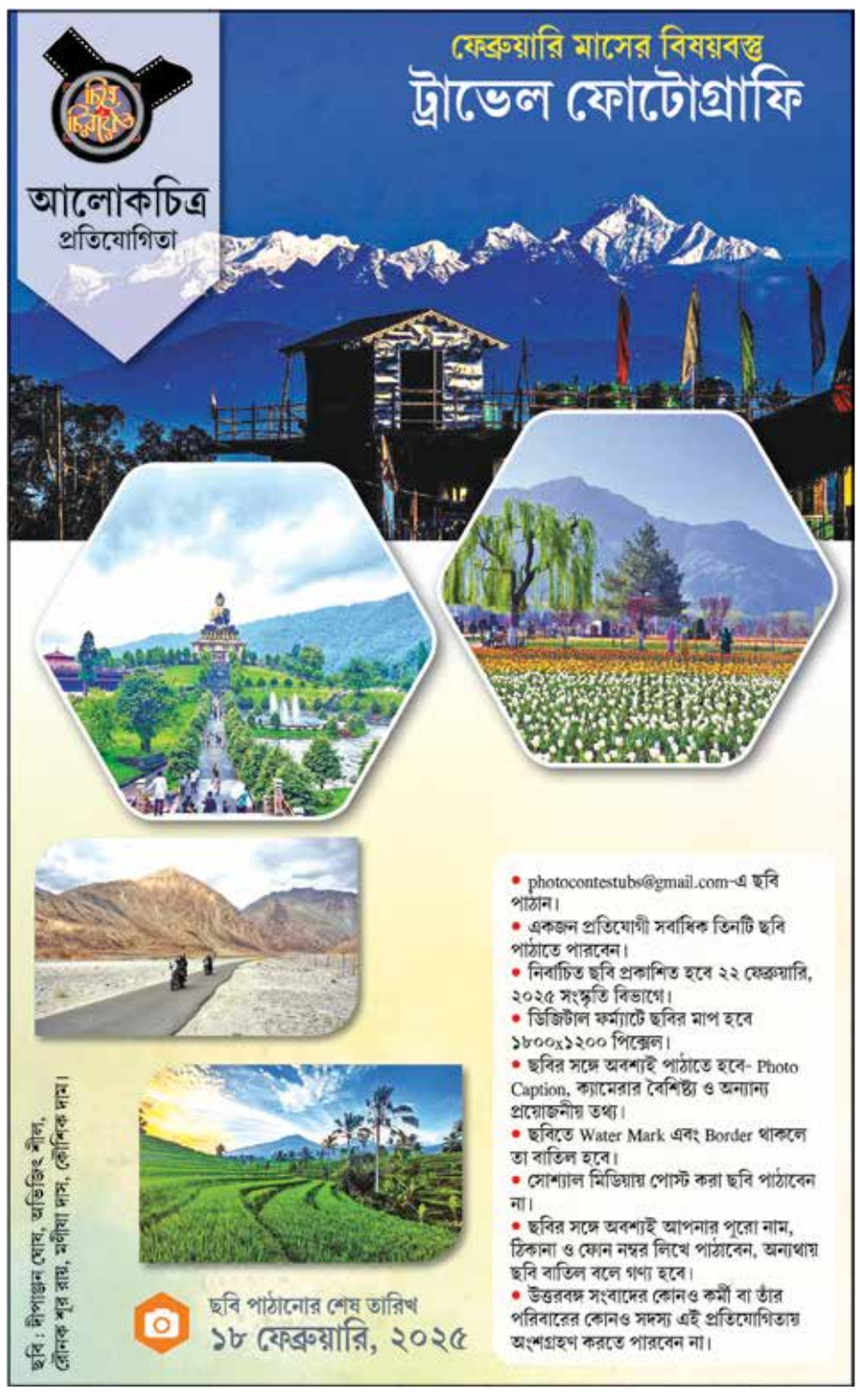

বইটই

অনন্য সুকুমার

বিশিষ্ট ফুটবলার সুকুমার সমাজপতির আত্মজীবনী খেলা সুরের গল্পকথা বইটি বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যে এক অসাধারণ মাইলফলক। প্রথমত, সুকুমার সেই বিরল ফুটবলার, যিনি নিজেই লেখেন। অনুলেখকের দরকার পড়ে না। দ্বিতীয়ত, তাঁর আত্মজীবনীতে খেলার বাইরে সেই সময়ের বাঙালি সমাজ ধরা পড়েছে চমৎকার। তাঁর লেখার ভাষা অসাধারণ। বর্ণনায় ফুটে উঠেছে জীবনের নানা গল্প। খেলার পাশাপাশি ওই আমলের গান, সিনেমা, নাটকের চরিত্রদের সুকুমার তুলে ধরেছেন দক্ষতার সঙ্গে। একলব্য প্রকাশনের এই বইয়ে কিংবদন্তি ফুটবলার নিজস্ব স্টাইলে তৈরি করেছেন ফুটবল এবং গানের যুগলবন্দি।

গল্পের হদিস

পাঠকদের হাতে এসেছে গল্প ইদানীং পত্রিকার ২৯তম বর্ষের বিশেষ সংখ্যা। মোট ১৬টি গল্পে পত্রিকার এই সংখ্যাকে সাজানো হয়েছে। লেখক তালিকায় রয়েছেন শাশ্বতী দেব, গীতা রায় সরকার, অজিতকুমার দত্ত, অম্বরীশ ঘোষের মতো অনেকেই। সম্পাদক সুনীল সাহার লেখা 'পূর্ব পশ্চিম' গল্পটি বেশ। প্রেমের ভাষা শীর্ষকে অলোকানন্দ দাসের লেখা গল্পটি মন ভরায়। ২৮ বছর আগে জন্মাষ্টমী তিথিতে শুধুমাত্র গল্পকে হাতিয়ার করেই এই পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছিল। এই পত্রিকায় হাত পাকিয়েই অনেকেরই পাকা গল্পকার হয়ে ওঠা। তাঁদের এই প্রচেষ্টা আগামীতেও এভাবেই চলবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস সম্পাদকের।

স্মৃতির ভাণ্ডার

পেশায় শিক্ষক ছিলেন। অভিজ্ঞতা প্রচুর। ধনঞ্জয় মাজি তাঁর সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নিজের আত্মজীবনীমূলক রচনা আমার স্মৃতি আমার মত-এর প্রথম খণ্ডে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। বইটির দ্বিতীয় খণ্ড-এও আরও এমনই বহু অভিজ্ঞতা পাঠকদের সামনে হাজির। রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজ জীবন, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, গ্রাম্য চালচিত্র, কৃষিকাজ, হাটবাজার, শিক্ষার মতো নানা বিষয়কে লেখক নিজের মতো বিশ্লেষণ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই সমস্ত লেখা পড়ে পাঠকরা যাতে নিজেদের মতো ভাবনার যথেষ্টই অবকাশ পান, লেখক সেই বিষয়েও নজর রেখেছেন। মৃণালকান্তি মজুমদারের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

গ্রামের টানে

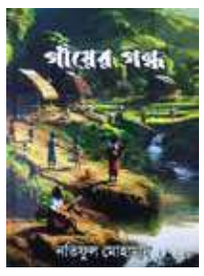

'নয় বেশি দিন/কৈশোর যখন এক সবুজ খাম/আমায় নিয়ে কাব্য লিখত/আমার গাঁয়ের বট-কাঁঠাল আম।' লিখেছেন নতিফুল মোহাম্মদ। তাঁর গাঁয়ের গন্ধ বইয়ে। মোট ৫৮টি কবিতার এক অনন্য সংকলন। ছোটবেলাটা যাঁদের গ্রামে কেটেছে তাঁদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, শহরের ব্যস্ত জীবন ছেড়ে মাঝেমধ্যে যাঁরা গ্রামে ঘুরতে গিয়ে সটান সেখানকার প্রেমে পড়েন, এই বই দুই ধরনের মানুষের কাছেই দারুণ। গ্রামের সেই অনন্য পরিবেশকে এই বই পাঠকদের কাছে হাজির করে অনায়াসে। কবির লেখা 'বছরের সব ক্লান্তি যেন/নদীর জলে ছুড়ে/মনটা করে হালকা সবার/-পাখির মতো উড়ে' বেশ ভালো লেগে যায়।

সুরের সন্ধান

কলমকার অরুণেশ্বর দাসের সুরের জগতেও বেশ বিচরণ। সংগীতের জগতের সঙ্গে তাঁর সখ্য যে কতটা নিবিড় তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। লেখকের লেখা বাংলা খেয়াল ও ঠুমরী ধ্রুপদ ও ধামার পড়লে তা অনেকটাই স্পষ্ট হবে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে অরুণেশ্বর মঞ্চে গান গাওয়া শুরু করেন। মা মায়ারানি দাস তাঁর প্রথম শিক্ষিকা। ছোট্ট বইটি সংগীতের নানা বিষয়কে আগ্রহী পাঠকদের সামনে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরে। লেখকের মূল্যবান পরামর্শ, 'একবার যদি লয় ভালোভাবে বুঝতে পারো তবে সংগীত জীবনের পরবর্তী সময় লয় নিয়ে, তাল নিয়ে আর কোনও কষ্ট করতে হবে না।'

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

মুখ্যমন্ত্রীর নজর রাজ্য বাজেটে

অব্যবহৃত জমি চিহ্নিত করতে নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আগামী বুধবার রাজ্য বাজেটে রাজ্যের সার্বিক শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ এবার বিশেষ গুরুত্ব পেতে চলেছে। পরপর দু'দিন বাণিজ্য সম্মেলন শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ এখন রাজ্য বাজেটের দিকেই। 'সফল' সম্মেলনের ফলো আপ-এ নজর দেওয়ার পাশাপাশি বাজেট নিয়ে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মব্যস্ততা শুক্রবার নবান্নে ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার সঙ্গে উত্তরবঙ্গকে ঘিরে পর্যটন ও চা-শিল্পের প্রসারে তাঁর সরকারের সুনির্দিষ্ট ভাবনা ও পরিকল্পনার কথা বাজেটে রাখতে পদক্ষেপও শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই নিয়ে শুক্রবার দফায় দফায় কথা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মন্ত্রী, সচিব ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। রাজ্য বাজেটের অভিজ্ঞ মানুষ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের সঙ্গেও এই ব্যাপারে কথা হয়েছে তাঁর। অমিতবাবুর পরামর্শমতো বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু দিক নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রীর দাবিমতো সফল বাণিজ্য সম্মেলনের ফলো আপ করা নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়।

অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমাও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো বাজেট নিয়ে অমিতবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। বাজেটে এবার উত্তরবঙ্গের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নজর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'বরাবরই মুখ্যমন্ত্রীর সুনজর উত্তরবঙ্গের প্রতি। এবারও মুখ্যমন্ত্রী আবার উত্তরবঙ্গের জন্য কিছু

> বরাবরই মুখ্যমন্ত্রীর সুনজর উত্তরবঙ্গের প্রতি। এবারও মুখ্যমন্ত্রী আবার উত্তরবঙ্গের জন্য কিছু করবেন, এটা সকলেরই আশা। পাহাড়, চা, পর্যটন সবদিকেই নজর আছে তাঁর। এই ব্যাপারে তার কিছুটা আভাসও মিলেছে সদ্যসমাপ্ত বাণিজ্য সম্মেলনে।
>
> উদয়ন গুহ

করবেন, এটা সকলেরই আশা। পাহাড়, চা, পর্যটন সবদিকেই নজর আছে তাঁর। এই ব্যাপারে তার কিছুটা আভাসও মিলেছে সদ্যসমাপ্ত বাণিজ্য সম্মেলনে।'

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যশ্রী, কন্যাশ্রী, কৃষক ভাতা, বিনামূল্যে র‍্যাশন সহ বিভিন্ন জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পগুলির বাজেটে শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ২০২৬-এর ভোটের দিকে তাকিয়ে উত্তরবঙ্গকে সামগ্রিকভাবে গুরুত্ব দিতে চান। বারবার পাহাড় ও সমতলে গিয়েও তৃণমূলের প্রতি উত্তরবঙ্গবাসীর পুরো সন্তুষ্টি কুড়োতে পারেননি তিনি। এবারও সেই চেষ্টা জারি রাখতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী আগামী বাজেটের মধ্যে দিয়ে।বাণিজ্য সম্মেলনে অব্যবহৃত, পরিত্যক্ত বন্ধ চা-বাগানের ৩০ শতাংশ মতো জমি হোটেল, রিসর্ট ও হোম স্টের জন্য বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করে আলোড়ন ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মহলে। জানা গিয়েছে, এই নিয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে চা-বাগানের এই ধরনের জমি যত শীঘ্র সম্ভব চিহ্নিতকরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশমতো মুখ্যসচিবও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা শুরু করেছেন।

ধৃত চার দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে সুরজ দোরজি ও অরবিন্দ প্রধান কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। আকাশ থাপা ও মোহাম্মদ ফিরোজ দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, কয়েকজন দুষ্কৃতী ডিআরআই কলোনিতে জড়ো হয়েছে। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই ওই চার দুষ্কৃতীকে ধরে। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজাতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

মাকে খুন

প্রথম পাতার পর

মায়ের এই অবস্থা দেখে নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না শিবু। কান্নায় ভেঙে পড়েন। শিবু বলেন, 'এক কাঠার ছোট এই বাড়ি। আর এই বাড়িটার জন্য শেষমেশ ভাই মাকেই মেরে ফেলল।' খুনের পর অভিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাড়ির দলিলপত্র নিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল বাড়ির পেছনের রেললাইনের ধারে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ গিয়ে তাকে ধরে ফেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঞ্জু দেবীর তিন ছেলে ও এক মেয়ে। মেজো ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী ও তিন বছরের সন্তান রয়েছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, মেয়ের বিয়ে হয় শান্তিনগরে। শিবু বলছিলেন, 'মাঝেমধ্যেই বাড়ির হোল্ডিং নম্বরটা ওর নামে করে দেওয়ার জন্য বলত। আমি ওকে বোঝাতাম ওই জমির ওপর আমার কোনও লোভ নেই।'

প্রতিবেশীরা জানিছেন, হোল্ডিং নম্বর নিজের নামে করে ওই বাড়ি বিক্রির ছক কষেছিল শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিবেশী বিউটি তালুকদার বলেন, 'এদিন বেলা কিছুটা গড়ানোর পর ওর দিদি বাড়িতে এসেছিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। ওর দিদি চলে যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে মঞ্জু দেবীর চিৎকার শুনতে পাই। ভেবেছিলাম মানসিক সমস্যা থাকায় শ্রীকৃষ্ণ স্নান করাতে নিয়ে যাওয়ায় হয়তো মঞ্জু দেবী ওভাবে চিৎকার করছেন।' স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়ায় তখন ঘরের মধ্যে শুধু শ্রীকৃষ্ণ ও মঞ্জু দেবী ছিলেন। কিছুক্ষণ পর বাড়ির দরজা খুলে শ্রীকৃষ্ণ বলে মা খাট থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। প্রতিবেশীরা ঘরের ভিতর ঢুকে দেখেন মাটিতে পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। সকলে শ্রীকৃষ্ণকে চেপে ধরলে সে স্বীকার করে খুনের কথা। যদিও এর মধ্যে ঘরের পিছনের জানলা টপকে পালিয়ে যায়। এরপর বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। শ্রীকৃষ্ণের দিদি রত্না কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ভাই চিৎকার করতে থাকায় আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম মেয়েকে দিয়ে কিছু খাবার মায়ের জন্য পাঠাব। তার মধ্যেই ফোন এল, মা আর নেই।'

রোজ ডে' তে গোলাপ বেচাকেনা।। শুক্রবার ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

সেবকে বিকল্প সেতুর জন্য ১১০০ কোটি

তিন বছরে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র মিললেই শুরু হবে করোনেশন ব্রিজের বিকল্প সেতু নির্মাণ। ওই ছাড়পত্র পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা, মনে করছে সড়ক পরিবহণমন্ত্রক। অ্যাপ্রোচ রোড সহ সেতুর জন্য মন্ত্রক বরাদ্দ করেছে ১১৯০.৪০ কোটি টাকা। ৩৬ মাস বা তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার লোকসভায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের এক প্রশ্নের জবাবে এই অর্থ বরাদ্দ এবং সময়সীমা সংক্রান্ত তথ্য জানিয়েছেন সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি।

ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির প্রক্রিয়া পূর্ত দপ্তর শেষ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রীর উত্তর পেয়ে উচ্ছ্বসিত বিস্ট। পরবর্তীতে এব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বলেন, '২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় বিকল্প করোনেশন সেতুর আশ্বাস দিয়েছিলাম। আশ্বাসকে বাস্তবে পরিণত করতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। সেতুর কাজ শুরু হতে বেশিদিন লাগবে না, এটুকু বলতে পারি। সেতুটি নির্মাণ হলে যাতায়াতের ঝক্কি অনেকটাই কমবে।'

এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ চলছে। অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যে সেবকে এলিভেটেড করিডরের কাজও শুরু হয়ে যাবে। এবার তিস্তার ওপর বিকল্প করোনেশন সেতুর অর্থ বরাদ্দের তথ্য সামনে এল। নতুন সেতুর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে সায়

> **কী পরিস্থিতি**
>
> - কমপিটেন্ট অথরিটির ছাড়পত্র মিললে শুরু হবে কাজ
> - এর আগে দুটি নকশা নিয়ে আপত্তি তোলে বন ও পরিবেশমন্ত্রক
> - নতুন ডিপিআর তৈরিতে মন্ত্রকের পরামর্শ মেনে নকশায় পরিবর্তন
> - নয়া নকশা অনুযায়ী, অ্যাপ্রোচ রোড সহ সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৬.৮৫ কিমি
> - সেতুটি ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সেবকের সঙ্গে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের এলেনবাড়িকে জুড়বে

রয়েছে, তা কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল। বিকল্প করোনেশন সেতুর ডিপিআর তৈরি চূড়ান্ত পর্যায়ে বলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছিলেন রাজ্যের পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য। তিনি সে সময় বলেন, 'ডিপিআর দিল্লিতে পাঠানোর চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। সেতু নির্মাণের ডিপিআর চূড়ান্ত করার আগে পরিবেশগত দু'একটি বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই এলাকায় হাতি সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর যাতায়াতের পথ রয়েছে। ফলে কিছু এলিভেটেড ওয়ে নির্মাণ করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন বন ও পরিবেশমন্ত্রকের ছাড়পত্র। আশা করা যায়, এসব মিটলেই কেন্দ্রের কাছে ডিপিআর পাঠাতে পারব।'

কমপিটেন্ট অথরিটির ছাড়পত্র মিললে কাজ শুরু হবে বলে বৃহস্পতিবার লোকসভায় জানিয়েছেন গড়করি। পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, এর আগে তৈরি দুটি নকশা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল বন ও পরিবেশমন্ত্রক। হাতি ও অন্য বন্যপ্রাণের চলাচলের রাস্তা রেখে নকশা তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয় মন্ত্রকের তরফে। নতুন ডিপিআর তৈরির ক্ষেত্রে মন্ত্রকের পরামর্শ মেনে নকশায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বন্যপ্রাণীর চলাচলের দিকে।

নতুন নকশা অনুযায়ী, অ্যাপ্রোচ রোড সহ সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৬.৮৫ কিলোমিটার। নতুন সেতুটি ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের সেবকের সঙ্গে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের এলেনবাড়িকে যুক্ত করবে। ফলে ১৪ কিলোমিটার দূরত্ব কমে যাবে বলে বিস্টের দাবি। তাঁর কথায়, 'সেতুটি তৈরি হলে শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং ডুয়ার্সের পাশাপাশি সিকিমের মানুষ উপকৃত হবেন। পর্যটনশিল্প গতি পাবে।'

১৯৩৭ সালে কাজ শুরু হলেও করোনেশন ব্রিজ দিয়ে গাড়ি চলাচল শুরু হয় চার বছরের মাথায়। ২০১১ এবং '১৫-র ভূমিকম্পের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেতুটি। এই কারণে যান চলাচলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি হয়। একইসঙ্গে বিকল্প সেতুর দাবি ওঠে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে জখম ৪

ইসলামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার রাতে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল ইসলামপুর থানার মাটিকুন্ডা এলাকায়। ঘটনায় দুই পক্ষের মোট চারজন জখম হয়েছেন। জখমদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

২০২৩ সালে ঘাসফুল শিবিরের গোষ্ঠী সংঘর্ষে মাটিকুন্ডায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু হয়। মৃত ভলান্টিয়ারের পরিবারের সঙ্গে এলাকার প্রাক্তন প্রধানের পরিবারের এদিন তুমুল মারপিট হয়। পরিস্থিতি স্পর্শকাতর হওয়ায় হাসপাতালের সামনেও পুলিশের গাড়ি মোতায়েন করা হয়েছে।

জোড়া গণধর্ষণ

প্রথম পাতার পর

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস অবশ্য বলেন, 'বিষয়টি স্পর্শকাতর। তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে না।' হেমতাবাদের ঘটনায় দুজন তরুণের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে মাঠ থেকে ছাগল আনা ও আরও কিছু কাজ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। ফেরার পথে দুই তরুণ তাকে ধর্ষণ করে। বাড়িতে ছাগল ফিরলেও মেয়ে না আসায় পরিবারের সন্দেহ হয়।

অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি করতে করতে বালিকার মা তার সন্তানকে ভুট্টাখেতের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য, 'আমার মেয়েকে দুজন ধর্ষণ করেছে। ওই দুজনের বাড়ি আমাদের গ্রামেই।'

ভালুক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : দার্জিলিং শহর লাগোয়া গান্ধি রোড থেকে ভালুক উদ্ধার করল বন দপ্তর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি ঝোপের নীচে ভালুকটিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

কিছুক্ষণ পরে খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা সেখানে আসেন। ভালুকটিকে ধরার জন্য খাঁচার ব্যবস্থা করা হয়। তবে, অসুস্থ থাকায় বন্যপ্রাণীটি তুলতে কোনও বেগ পেতে হয়নি বন দপ্তরকে। রাতেই উদ্ধার করে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ভালুকটিকে।

এখানকার ডিরেক্টর বাসবরাজ হুলেইচি বলেন, 'একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ভালুককে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে বন দপ্তর আমাদের কাছে দিয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে।'

লাগাম নয়

প্রথম পাতার পর

বছর জনসাধারণের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা নয়াদিল্লিতে আশ্রয় নিলেও তাঁর দল সন্ত্রাসবাদীদের একত্র করার চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে। তিনি বাংলাদেশের পুনর্নির্মাণকে বাধা দিতে চাইছেন।' যদিও আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশের নাগরিককে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন ইউনূস।

মুজিব পরিবারের বিভিন্নজনের সম্পত্তি ধ্বংসে বিরত এবং আওয়ামি লিগের সঙ্গে যুক্তদের বা দেশের অন্য কোনও নাগরিকের ওপর আক্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কঠোর পদক্ষেপ করার বার্তাও দিয়েছেন। যদিও ইউনূসের যুক্তি, 'যাঁরা আওয়ামি লিগ নেতাদের সম্পত্তির ওপর হামলা করছেন, তাঁদের ক্ষোভ বোঝা যায়। তাঁরা শেখ হাসিনার শাসনে বছরের পর বছর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।' তবে তাঁর বক্তব্য, 'দেশের সমস্ত নাগরিককে আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হচ্ছে।'

বাংলাদেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনেরও ইঙ্গিত মিলেছে ইউনূসের কথায়। জাপানের একটি সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, চলতি বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে পারে। নতুন যে সরকার আসবে, তার কাজ করার জন্য নিরাপদ এবং শক্তিশালী ভিত্তি থাকবে। দেশের তরুণরা ভবিষ্যতে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখবে। রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ধৃত দুই অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন এবং সোহানা সাবাকে অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার ছেড়ে দিয়েছে ঢাকা পুলিশ।

বাড়িতে আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

কলেজপাড়ার মতোই বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে খালপাড়া এলাকায়। এমনই একটি বাড়ির মালিক প্রভুদয়াল আগরওয়াল। বাড়িটির দোতলায় আগে তাঁরা থাকলেও এখন সেটি গোডাউন বানিয়ে তাঁরা চলে গিয়েছেন অন্যত্র। মহাবীরস্থান এলাকায় তাঁর দোকান রয়েছে। বাড়িটির নীচের তলায় কয়েকটি দোকান ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়িটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে কোনওসময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দোতলায় লোক না থাকলেও একতলায় একাধিক দোকান থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতাদের নিয়মিত যাতায়াত সেখানে। প্রভুদয়ালের অবশ্য বক্তব্য, 'বাড়িটি ১৯৪৭ সালে তৈরি হয়েছে। আমরা বাড়ি মেরামতও করব।'

ওই বাড়িটির উলটোদিকে এমনই একটি বিপজ্জনক বাড়ির মালিক বিনোদ আগরওয়াল। মহাবীরস্থানে তাঁর দোকান। আশপাশের দোকানদাররা ওই বাড়িটির জন্য আতঙ্কিত বলে জানালেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, ওই বাড়িটির বয়স প্রায় একশো বছর। যদিও বিনোদের সঙ্গে এদিন যোগাযোগ করা যায়নি।

ভুলে রাশ

প্রথম পাতার পর

কোন পদে কে কতদিন, কত বয়স পর্যন্ত পারবেন, তার নিয়ম ঠিক করা আছে। নেতৃত্বে নবীন প্রজন্মের ভিড় বাড়াতে নাকি এই নিয়ম।

বাস্তবে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটছে অনেক। তার কারণগুলি অবশ্য ফেলে দেওয়ার নয়। যেমন ধরুন, আলিপুরদুয়ারে যদি কিশোর দাসকে জেলা সম্পাদকের পদ থেকে সরানো হয়, তাহলে বিকল্প কে? একজন নেতার নাম বলুন, যিনি আলিপুরদুয়ারের জেলা সম্পাদক হওয়ার যোগ্য। যোগ্য কেউ নেই, তা নয়। তবে তাঁরা বয়স বিধিতে এখন বানপ্রস্থে। দলে নাম আছে, পদ পাওয়ার অধিকার নেই তাঁদের।

পরবর্তী প্রজন্মে আরেকটা মুখ তৈরি হয়নি, যাঁকে আলিপুরদুয়ারে জেলা সম্পাদক করা যায়। অগত্যা কিশোরই জেলা সম্পাদক। যদিও বয়স ও মেয়াদ বিধিতে কিশোরকে রাখতে সমস্যা নেই।

কিন্তু তাঁর বানপ্রস্থে যাওয়ার সময় হলে দায়িত্ব নেওয়ার মতো আর কেউ তৈরি কি? মালদা জেলায় কখনও ঘাসফুল গজাতে পারেনি। কংগ্রেসের পাশাপাশি দাপট ছিল সিপিএমের। সেখানে জেলা সম্পাদক পদে বসানোর যোগ্য আর কাউকে পাওয়া গেল না বলে নিয়ম ভেঙে শিকে ছিঁড়ল অম্বর মিত্রের।

কোচবিহারেও জেলা সম্পাদক পদে যোগ্য নবীন কাউকে পাওয়া গেল না বলেই না সত্তরোর্ধ্ব অনন্ত রায়কে দায়িত্বে রেখে দেওয়া হল। দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে বিনা বাক্যব্যয়ে সমন পাঠককে আবার সম্পাদক পদে বেছে নেওয়া হল একই কারণে।

নিয়ম ভেঙে পূর্ব মেদিনীপুরে জেলা সম্পাদক পদে রেখে দেওয়া হয়েছে নিরঞ্জন সিহিকে। বয়সের কারণে যাঁরও বানপ্রস্থে যাওয়া উচিত। নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যকে বিভিন্ন স্তরে পদ দেওয়ার নিয়ম সব দলেই আছে।

তবে দক্ষতা ছাড়া চালু আরেকটি অলিখিত যোগ্যতা হল কোনও না কোনও গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য। সিপিএমে যার গালভারী মোড়ক আছে- দুই লাইনের লড়াই। যে গোষ্ঠীর লাইন গৃহীত হয়, সম্পাদক পদটি তাদের কেউ পান। দুই লাইনের লড়াই অতীতে ছিল। এখন যা নিছকই বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দখলের প্রতিযোগিতা। অথচ সাংগঠনিক দক্ষতার পাশাপাশি দল ও মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য না থাকলে কেউ নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। ফলে শুধু বয়সবিধি বা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নবীন প্রজন্মকে তুলে আনার সিদ্ধান্ত আরেকটি ঐতিহাসিক ভুল হয়ে যাবে না তো! বিমান বসু এখনও যথেষ্ট কর্মক্ষম। অশোক ভট্টাচার্য তাই। যোগ্য নবীন নেতা তৈরি হওয়ার আগেই তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হল বানপ্রস্থে।

প্রকাশ কারাতদের শারীরিক, মানসিক সুস্থতা এখনও প্রশ্নাতীত। বানপ্রস্থে পাঠানো হলে (যে সম্ভাবনা আছে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে) তাঁদের যোগ্যতা, দক্ষতার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবে দল। এটা ভুল সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কী?

লৌহকঠিন শৃঙ্খলা আর বাস্তব পরিস্থিতির ভারসাম্য না থাকলে যা হয়, তাই হচ্ছে সম্মেলনগুলিতে। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে শুধু বৃদ্ধতন্ত্র ভাঙলে যেমন সংগঠনের ক্ষতি, তেমনই বয়সের ভারে পঙ্গু, অথর্ব নেতাদের রেখে দিলেও সর্বনাশ।

বলুন তো, অম্বর মিত্রের পক্ষে দলকে আর কতটা দেওয়া সম্ভব? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলগতভাবে মোকাবিলার পাশাপাশি তৃণমূল বা বিজেপির তৈরি ন্যারেটিভের বাতাবরণ ঠেকাতেও সিপিএমের এই সম্মেলন পর্ব কার্যত দিশাহীন। আবার সাংগঠনিক ঝাঁকুনির বদলে কার্যত স্থিতাবস্থা থাকছে। বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক পদে দেবলীনা হেমব্রমকে নিয়ে আসা ঐতিহাসিক বলে প্রচার হচ্ছে।

বাস্তব হচ্ছে, দেবলীনাকে সামনে রেখে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সমস্যাটি আপাতত চাপা দেওয়া হল।বলে রাখা ভালো, দেবলীনা কিন্তু প্রথম আদিবাসী জেলা সম্পাদক নন। বহু বছর আগে জলপাইগুড়িতে সিপিএমের জেলা সম্পাদক হয়েছিলেন জগন্নাথ ওরাওঁ। নিশ্চয়ই মহিলা হিসাবে দেবলীনা প্রথম। সিপিএমের ঘুরে দাঁড়াতে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল রাজনৈতিক দিশা হাতড়ে বেড়ানো। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাবও সমান সমস্যা। সিপিএমের ভবিষ্যৎ লুকোনো এই সমস্যাগুলির সমাধানের মধ্যে। যা পূরণ হওয়া কঠিন।

অশনিসংকেত

প্রথম পাতার পর

করে রোষের মুখে পড়তে চাইছেন না কেউই। চা বণিকসভার কর্তাদের একাংশ অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কথা, 'মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাকে স্বাগত জানাই। তবে যাতে চাষযোগ্য জমি না কমে যায় সেটাও দেখা প্রয়োজন।' আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার বক্তব্য, 'এমনিতেই বাগানগুলি ধুঁকছে। বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি হওয়াটা এখন সময়ের চাহিদা।' মুখ্যমন্ত্রী যতই অব্যবহৃত জমিতে বিকল্প আয়ের উৎস তৈরির কথা বলুন না কেন, বাগানের আবাদি জমিতে যে হাত পড়বে না তার নিশ্চয়তা নেই বলেই অভিযোগ শ্রমিক নেতাদের। নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি অভিজিৎ রায়ের ব্যখ্যা, 'মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে সংগঠিত ক্ষেত্রের বাগানগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ফায়দা লুটবে পুঁজিপতিরা।' বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (বিটিডব্লিউইউ) কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সাংসদ মনোজ টিগ্গার কথা, 'রাজ্য সরকারের এই নীতি চা বাগানগুলির ভবিষ্যৎ শেষ করার পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।' অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ প্রগ্রেসিভ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পিটিডব্লিউইউ)-এর চেয়ারম্যান তেজকুমার টোপ্পো রাখঢাক না রেখেই বলেন, 'তরাই-ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি বাগানে সরকারি নীতির তোয়াক্কা না করেই চা গাছ উপড়ে সেই জমি অন্য ব্যবসার কাজে লাগানো হয়েছে। ঊর্ধ্বসীমা বাড়ালে ওই প্রবণতাও বাড়বে। আপত্তির কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাব।'

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পক্ষে সাফাই দিতে অবশ্য ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের কথা, 'বিরোধীরা মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। একটা চা গাছেও কোনও মালিক হাত দিতে পারবে না। এর আগেও চা সুন্দরী প্রকল্প নিয়ে ভুল বোঝানো হয়েছিল। পরিত্যক্ত জমিতে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা হলে সুফল পাবেন বাগানের বাসিন্দারাই।'

জন বারলার তৃণমূলের দিকে এক পা বাড়িয়ে থাকায় ইতিমধ্যেই চা বলয়ের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলাতে শুরু করেছে। ২০২৬-এর বিধানসভার আগে তাদের পালে হাওয়া লাগার অপেক্ষায় থাকা তৃণমূল নেতাদের অনেকেই অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় প্রমাদ গুনছেন। তাঁদের মতে, আপাতত চা বলয়ে কোণঠাসা বিজেপির জমি ইস্যুতে নতুন অস্ত্র হাতে পেল।

ওঁরা যেন পর্দার আমির-মনীষা

প্রথম পাতার পর

সহযোগিতা করতেন সুরিনা। চাকরি পাওয়ার পরেও সেই রেওয়াজে ভাটা পড়েনি। এখন কর্মস্থল থেকে ফিরে দোকানে বসেন তিনি। খরিদ্দারদের চাহিদামতো এগিয়ে দেন বিস্কুট-সাবান-নুডলসের প্যাকেট। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও তাঁর মুখের হাসি মোছে না।

সুরিনার মা কাতোয়ারি ভগৎপুর চা বাগানের শ্রমিক। বাবা সোহরাই শ্রমিকের কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন কিছুদিন আগে। বিশালের মা-বাবাও অবসরপ্রাপ্ত বাগান শ্রমিক। দুই পরিবারেরই ভরসা সুরিনা ও বিশাল।

সব জেনেও সুরিনাকে বিয়ে কেন? বিশালের সোজাসাপটা উত্তর, 'আমার ভালোবাসা, তাই।' এরপরই তাঁর জীবনদর্শন, 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাউকে ভালোবাসতে না পারার কারণ হতে পারে না। শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, সবার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। প্রয়োজন শুধু ইতিবাচক মানসিকতার।'

প্রেম-বিয়ের কথা ওঠায় সুরিনা হেসে ফেললেন। তাঁর লাজুক জবাব, 'জানেন, আজ পর্যন্ত ঝগড়াঝাঁটি তো দূরের কথা, আমাদের মধ্যে মনোমালিন্যটুকুও হয়নি। হয়তো আমাদের টাকা-পয়সার অভাব, তাই। তবে তা নিয়ে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। বিশালকে তো পেয়েছি।'

গত মঙ্গলবার স্ত্রী-কন্যাকে খুন করার দায়ে ফাঁসির সাজা হয়েছে লুকসান চা বাগানের এক ব্যক্তির। মদের নেশায় চুর হয়ে স্ত্রী-কন্যার উপর অকথ্য অত্যাচারের গল্প ডুয়ার্সের চা মহল্লায় কান পাতলেই শোনা যায়। এমন আবহে বিশাল-সুরিনা একঝলক দখিনা বাতাস। নাগরাকাটার সমাজকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সংগঠনের নেত্রী মৌসুমি ভট্টাচার্য বলেন, 'সুরিনা-বিশালের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত অনায়াসে সিনেমার প্লট হয়ে যেতে পারে।'

সত্যিই তাই। চা মহল্লার হাজারো মন খারাপ করা গল্পকে এককথায় মুছে দিয়েছেন সুরিনা-বিশাল।

বড় বাগানে মহিলা শ্রমিকদের জন্য শৌচালয়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের সব বড় চা বাগান (সেট গার্ডেন)-এ মহিলা শ্রমিকদের জন্য শৌচালয় তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার। শ্রমমন্ত্রকের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অসমর্থিত সূত্রের খবর, একেকটি বাগানে সেকশন অনুযায়ী ৩ থেকে ৫টি করে শৌচালয় তৈরি করে দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দাগাপুরের দপ্তরে চা বণিকসভাগুলির সঙ্গে শ্রম দপ্তরের কর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। সেখানে বাগানগুলির কাছ থেকে কত সংখ্যক শৌচালয় প্রয়োজন তার তথ্য চাওয়া হয়। অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার শ্যামল দত্ত বলেন, 'এব্যাপারে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। এককথায় রাজ্য সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ।'

বিষয়টিকে মুক্তকণ্ঠে স্বাগত জানাচ্ছেন বাগানের মহিলা শ্রমিকরা। গত বছর চা বলয়ে মহিলাদের বোনাস আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠা গ্রাসমোড় চা বাগানের শ্রমিক সুকরমণি ওরাওঁ বলেন, 'গোটা দিন মহিলাদের বাগানেই থাকতে হয়। আমরা যেখানে কাজ করি সেই সব স্থানে শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। এতে যে কতটা অসুবিধা হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সরকার শৌচালয় তৈরি করে দিলে তার থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। বাগানের সেকশন ছাড়াও ফ্যাক্টরিতে শৌচালয় প্রয়োজন।'

চা বাগানে কর্মস্থলে মহিলা শ্রমিকরা।

বরাবরই চা বাগানে মোট শ্রমিকের অর্ধেকেরও বেশি মহিলা। বর্তমানে বহু পুরুষ শ্রমিক কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাওয়ার কারণে বাগানগুলিতে মহিলাদের ওপর নির্ভরতা আরও বেড়েছে।

নিপুণ হাতে শুধু কাঁচা পাতা তোলাই নয়, ফ্যাক্টরিতেও মহিলা শ্রমিকরা কাজ করছেন, এমন উদাহরণ বাগানে ভূরিভূরি। তবে তাঁরা প্রতিদিন যেখানে কাঁচা পাতা তুলতে যান বাগানের সেই সমস্ত সেকশনে শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। চা মহল সূত্রের খবর, বাগানের সেকশনগুলিতেই রাজ্য সরকার শৌচালয় তৈরি করে দিতে চায়। বাগানগুলিকে নির্মাণকাজের এনওসি এবং শৌচালয় তৈরির জায়গা বেছে দিতে হবে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বণিকসভা তাদের সদস্য বাগানগুলির কাছ থেকে এ ব্যাপারে সার্কুলার পাঠিয়ে রিকুইজেশন পাঠানোর কথা বলেছে। জানা যাচ্ছে, ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যাতে দুটি শৌচালয় না থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে বাগানগুলিকে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিন রাই বলেন, 'বর্তমানে বাগানগুলিতে মহিলাদের কর্মস্থলে কোনও শৌচালয় নেই। শ্রম দপ্তরের এই পরিকল্পনা এককথায় ঐতিহাসিক। স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অপরিসীম।'

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN • MRI • CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

প্রযুক্তির কানে কানে মনের কথা

আগেকার দিনে চিঠিতে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু করে এখনকার ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। তারপর মুঠোফোনের ম্যাজিকে দুই মনের ব্যবধান। এখন কানে কানে কথা বলার সুযোগ বড়ই সহজলভ্য। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ভালোবাসার গভীরতা কি হারিয়েছে? সেকাল-একালের প্রেমে পরিবর্তনের হাওয়ার গল্পে আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

আমাদের সময়ে গোপনীয়তাই প্রেমের অলংকার ছিল।
- স্বপ্না ঘোষ

ভিডিও কলে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনই কথা হয়ে যায়।
- সন্দীপ রায়

বিয়ের আগে একবার দেখা হয়েছিল। তারপর সোজা ছাঁদনাতলায়।
- জয়ন্ত দাশগুপ্ত

সাফল্যের চাবিকাঠি

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে প্রেম নিবেদন, প্রকাশের ধরন। একটা সময় গোপনীয়তাই ছিল সফল প্রেমের চাবিকাঠি। এখন সেই সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে। এক সময় প্রেম ছিল একটুখানি দেখার আনন্দ। খাতার পাতা ছিঁড়ে মনের কথা লেখার দুরুদুরু বুকের কাঁপুনি। কিংবা দূর থেকে দেখার দীর্ঘশ্বাস। তবে এখন বিষয়গুলি অনেকটাই সহজ। সারাদিন ভিডিওকল, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির আদানপ্রদান, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার থেকে শুরু করে আউটিং। সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে, মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন হয়েছে।

মধুর অনুভূতি

আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে শুরু হয়েছিল পথচলা। প্রবীণ দম্পতি জয়ন্ত দাশগুপ্ত ও সোমা দাশগুপ্ত ভুটিয়া মার্কেটের পাশে একটি চায়ের দোকানে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতেই স্মৃতিচারণ করছিলেন। বলছিলেন, 'বিয়ের আগে শুধু একবার দেখা হয়েছিল, এরপর সোজা ছাদনাতলায় দেখেছি। আমাদের প্রেমটা বিয়ের পরেই হয়েছিল। তখন বিয়ের পরেও বাইরে সহজে বেরিয়ে যাওয়া যেত না। লজ্জা, ভয়, আর অনেক সীমাবদ্ধতাই যেন আমাদের প্রেমকে আরও মধুর করে তুলত। এখন আর কী সহজে সব পেলে কদর ভুলে যায় মানুষ। আমাদের তো তাই মনে হয়।'

গোপনীয়তাই অলংকার

একটা সময় গোপনীয়তাই যে প্রেমকে আরও গভীর করে তুলত সেই কথাই বলছিলেন সত্তরের ঘরের স্বপ্না ঘোষ। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের সময় গোপনীয়তাই প্রেমের অলংকার ছিল। সঙ্গীকে একঝলক দেখার যে শান্তি ছিল দীর্ঘ অপেক্ষার পর তা এখনকার নিত্যদিনের সাক্ষাতে নেই। সেই সময় আমরা চিঠির মাধ্যমেই অনুভূতিগুলো আদানপ্রদান করতাম।'

অপেক্ষার অনুভূতি

একটি চিঠির অপেক্ষায় দু'মাস কাটিয়ে দেওয়ার যে অনুভূতি তা এই প্রজন্ম বুঝতে পারবে না বলেই জানাচ্ছিলেন অনেকেই। এখন দশদিন কথা না বললেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। আগে মাসের পর মাস দেখা না করে, কথা না বলে থেকে যাওয়া, অপেক্ষা করার মধ্যে অনেক শান্তি ছিল। এই অভিমত সুভাষ সরকারের।

এখন প্রচার সর্বস্ব

ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট, স্টোরিতে একে-অপরকে মেনশন, সঙ্গে ভালোবাসার ক্যাপশন, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার, ডেট নাইট, টিন্ডারে রাইট সোয়াইপ বর্তমান প্রজন্মের প্রেমের ভাষা। কেউ কেউ মনে করেন যুগের সঙ্গে ধরনের পরিবর্তন হলেও প্রেমের অনুভূতি তো একই। আবার অনেকে বলছেন যেহেতু এই প্রজন্মের কাছে সব কিছুই ভীষণ সহজ, প্রচুর অপশন, তাই প্রেমের গভীরতা, অপেক্ষা সবটাই হারিয়ে যাচ্ছে। যা আছে তা লোকদেখানো প্রচার সর্বস্ব।

প্রতিদিন কথা

বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রতিদিন প্রিয় মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ করার সুবিধা রয়েছে বলে জানাচ্ছিলেন সন্দীপ রায়। তাঁর কথায়, 'কাজের ব্যস্ততায় প্রতিদিন দেখা না হলেও সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও কলের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে প্রতিদিনই কথা হয়ে যায়।'

অনেক সুযোগ

মা-বাবাদের সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের ভালোবাসার যে অনেক পার্থক্য রয়েছে তা বলছিলেন নিশা দে। তাঁর কথায়, 'আগে তো শুনতাম মাসের পর মাস কথা না বলেই তাঁরা কাটিয়ে দিতেন। এখন তো দু'দিন কথা না বললেই যেন পাহাড় সমান দূরত্ব মনে হয়। আমাদের কাছে প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর অনেক সুযোগ আছে।'

একটা ফোন কলে

সারাদিনের কাজ, ব্যস্ততার মাঝে রাতে প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটানোর একটা শান্তি রয়েছে বলে জানাচ্ছিলেন তানিষ্ঠা রায়। তাঁর কথায়, 'সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝে একটা ফোন কল যেন শান্তি এনে দেয়। প্রযুক্তি অনেকটাই দূরত্ব কাটিয়ে দিয়েছে। এছাড়া প্রায়ই একসঙ্গে ঘোরাফেরা খাওয়াদাওয়া যেন উপরি পাওনা।'

অগভীর এবং গভীর

একটা সময় প্রিয় মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুঁজতেই যেন এক মাস কেটে যেত। আর এখন প্রতিদিনই ঘোরাফেরা দামি রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া যেন প্রতিদিনের রুটিন। কেউ মনে করছেন সহজলভ্যতা বেড়ে গেলেও প্রেমের গভীরতা কমেছে না, প্রেম তো প্রেমই।

ভালোবাসায় গোলাপি শহর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : হাতে গোলাপ আর চোখে অপেক্ষার চাহনি। কলেজের বাইরে অনেকে দুরুদুরু বুকে হাতে লাল গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে। কেউ ফুলের দোকানে গোলাপ পছন্দ করছেন। কেউ আবার মোবাইল দেখিয়ে পছন্দমতো তোড়া বানিয়ে নিয়েছেন।

শহরের ফুলের দোকানগুলিও যেন সেজেছে উৎসবের সাজে। কোথাও বড় করে বোর্ড লাগানো 'হ্যাপি রোজ ডে' কোথাও আবার নানা বাহারে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ফুলের দোকান। গোটা শহরের আবহ দেখে মনে হচ্ছিল ভালোবাসার সপ্তাহের শুরুটা গোলাপ দিবসের উদযাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এদিন হাতি মোড়ে দাঁড়িয়ে অনুরাগ সাহা বলছিলেন, 'লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপে রয়েছি। প্রেমিকা এসেছে শহরে। তাই এবছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে খুব ভালোভাবে কাটাব বলে মনে করছি।'

হাতে একগুচ্ছ লাল গোলাপ তার সঙ্গে একটি সাদা গোলাপ নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন শান্তনু সাহা। তাঁর চোখেমুখে অপেক্ষার উদ্বেগ। দূর থেকে প্রেমিকাকে আসতে দেখে মুখে চওড়া হাসি তাঁর। কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেন ফুলের তোড়া।

হাতি মোড়ের একটি ফুলের দোকানে একগুচ্ছ হলুদ ও সাদা গোলাপ কিনছিলেন সঞ্চারি দত্ত। কার জন্য এত গোলাপ, প্রশ্ন করতেই সঞ্চারি জানান, মায়ের জন্য। তাঁর কথায়, 'মা-ই জীবনের প্রথম ভালোবাসা। মা গোলাপ ভীষণ পছন্দ করে। তাই মাকে সারপ্রাইজ দেব।'

বাঘা যতীন পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে বয়স ১৯-২০-এর কয়েকজন তরুণ। তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'সেই প্রথম তাকে টিউশন ব্যাচে দেখেছিলাম। অনেকদিন কথা বলার চেষ্টা করেছি। আজ ভেবেছি গোলাপ দিয়েই প্রেম নিবেদন করব।'

কেউ এদিনই গোলাপ দিয়ে অগ্রিম প্রেম নিবেদন সেরে ফেলেছেন। আবার কেউ শুধু গোলাপ দিয়েই দিনটিকে উদযাপন করেছেন। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা প্রেমের সঙ্গীকে নয়, বরং মা, বোন, কিংবা বান্ধবীকে গোলাপ দিয়েই দিনটিকে উদযাপন করছেন।

প্রিয় বান্ধবীর জন্য এদিন গোলাপ কিনতে দেখা গেল সুপ্রিয়া সাহাকে। বান্ধবীর জন্য পছন্দের গোলাপ কেনার ফাঁকেই বলছিল, 'রোজ ডে-তে নিজের পছন্দের মানুষকে গোলাপ দিতে হয়, আমার কাছে আমার বান্ধবীই সব সুখ-দুঃখের সাথি। তাই ওর জন্য গোলাপ কেনা।' রোজ ডে-তে এদিন শহরও ছিল গোলাপি আমেজে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ইসলামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুরের আজিতবাস কলোনি এলাকায় এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বাড়ি থেকে সুজন সমাদ্দার (২৮) নামে ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে তদন্তকারীরা একে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করছেন। ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

FREE ADMISSIONS NOW
PRE-SCHOOL & DAY-CARE CRECHE
ADMISSIONS OPEN
From 18 Months+
TODDLER
PLAY GROUP
NURSERY
LKG & UKG
Anandam KINDER DAYS
CRECHE AVAILABLE
90832 22537 / 97480 71684

LEGACY OF 20 YEARS
শিলিগুড়ির নিজস্ব ব্র্যান্ড
We Teach, We Care
Bright Academy
TODDLERS TO STD. V
ENROLL NOW
PUNJABIPARA
98320-95334 / 0353-2640467
www.worldofbright.com

মিত্র সম্মিলনী'র
১১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী
সমাবর্তন অনুষ্ঠান
★ ১৫ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) - স্মারক বক্তৃতা : অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
সন্তোষপুর ভিয়রূপ, কলকাতা প্রযোজিত নাটক
অন্তরতম
নাটক/নির্দেশনা- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
★ ১৬ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) - মিত্র সম্মিলনী প্রযোজিত ছোট নাটক
অসমাপ্ত
নাটক - পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা/নির্দেশনা - সুদীপ রাহা
দীনবন্ধু মঞ্চ
সন্ধ্যা ৬টা
একক সঙ্গীতানুষ্ঠান
জয়তী চক্রবর্তী
যোগাযোগ
94340-21467
94342-47906
সীমিত সংখ্যক প্রবেশপত্র সংগ্রহ করুন
সহযোগিতায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মোবাইল ফোন উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : পুলিশে দ্বারস্থ হয়ে হারানো মোবাইল ফোন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে পেলেন এক ব্যক্তি। পুলিশে সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কামিশ রায় নামে ওই ব্যক্তি প্রধানপাড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেবক রোডের দিকে আসছিলেন। সে সময় অসাবধানতায় তিনি ফোনটি হারিয়ে ফেলেন। বিষয়টি বুঝতে পারার পরই তিনি যান ভক্তিনগর থানায়। পুলিশ ফোনের লোকেশন জানতে মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের সাহায্য নেয়। পরে প্রধানপাড়া এলাকা থেকেই ফোনটি পুলিশ উদ্ধার করে। রাতেই থানার তরফে ফোনটি কামিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশের উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে যাতে কোনও পরীক্ষার্থী সমস্যায় না পড়ে সেজন্য ব্যবস্থা নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরে ৩৬টি পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সবরকম সহযোগিতার জন্য ৬০০ পুলিশ পরীক্ষার দিনগুলোতে রাস্তায় মোতায়েন থাকবে। প্রতিটি ট্রাফিক গার্ডে দুটো মোটরবাইক থাকবে। কোনও পরীক্ষার্থী রাস্তায় সমস্যায় পড়লে ২৬৬২২১০ নম্বরে ফোন করলে পুলিশ এসে তাদের সমস্যা সমাধান করবে।'

সচেতনতা র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : জলাতঙ্ক নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে একটি র‍্যালি করল অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার ফোর্টনাইট। শুক্রবার পশু হাসপাতালের সামনে থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়। সেবক মোড়, পানিট্যাঙ্কি মোড় সহ নানা জায়গা পরিক্রমা করে পুনরায় পশু হাসপাতালের সামনে এসে শেষ হয় র‍্যালিটি। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ডেপুটি ডাইরেক্টর তুফান মাইতি, পশু হাসপাতালের চিকিৎসক সহ সংস্থার অন্য সদস্যরা। র‍্যালিতে থাকা একটি ট্যাবলোর মাধ্যমে জলাতঙ্ক নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি কুকুরের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা, তাদের সময়মতো নির্বীজকরণ, টিকাকরণ করার বিষয়েও সচেতন করা হয়।

রাস্তায় পার্কিং রুখতে অভিযান পুলিশের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শহর শিলিগুড়িতে রাস্তা দখল করে পার্কিং রুখতে বারংবার অভিযান চালাচ্ছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। তবে পুলিশের লাগাতার অভিযানেও যে টনক নড়ছে না তার চাক্ষুষ প্রমাণ শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা দখল করে থাকা পার্কিংয়ের ছবিতেই। অনেকেই বলছেন, অভিযানের সময়টুকুই কিছু পরিবর্তন নজরে এলেও, তার কিছুক্ষণ পর থেকেই আবার পরিস্থিতি সেই একইরকম।

শুক্রবার শিলিগুড়ির সেবক রোডে আরও একবার অভিযান চালায় ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। পার্কিং এলাকার বাইরে রাখা গাড়ি ও বাইকগুলির চাকায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও সেবক রোডের যেসব জায়গায় বাইক পার্কিং করার টেন্ডার নিয়ে চারচাকা গাড়ি পার্কিং করে রাখার অভিযোগ উঠেছে, সেই সমস্ত জায়গায় পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সাবধান করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে বাইকের পার্কিংয়ের জায়গায় চারচাকা পার্কিং করা না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয় তাঁদের। এরপরেও যদি এমন হয় তাহলে যাঁরা পার্কিং করতে দিচ্ছেন তাঁদের জরিমানা করা হবে বলে জানানো হয়।

এছাড়াও অনেক জায়গায় ঠিকভাবে গাড়ি পার্কিং না করায় মানুষের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। সেসব জায়গাতে গিয়েও সচেতন করা হয়। ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের তরফে এমন অভিযান আরও চলবে বলে জানানো হয়েছে।

ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস শুরু

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কলেজ ময়দানে শুক্রবার থেকে শুরু হল ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার কলেজ পড়ুয়ারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। চলতি বছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে শিলিগুড়ি কলেজ। এদিন মেয়েদের খো খো-তে বিজয়ী হয়েছে নকশালবাড়ি কলেজ। এছাড়াও ছেলেদের ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিরসা মুন্ডা কলেজকে দু'গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে শিলিগুড়ি কলেজ। শনিবার ফুটবলের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। সেমিফাইনালে বাগডোগরা কলেজ বনাম নকশালবাড়ি কলেজ ও শিলিগুড়ি কলেজ বনাম মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজের পড়ুয়ারা খেলবেন। সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জেলা অবজার্ভার ডঃ ভূষণ অধিকারী। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিতকুমার ঘোষ বলেন, 'খো খো-তে চারটি, ফুটবলে ছয়টি এবং অ্যাথলিটে ৯টি কলেজের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করবে। বিজয়ী কলেজের প্রতিনিধিরা রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।' ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে জেলা স্তরের এই প্রতিযোগিতা চলবে।

খো খো-তে চারটি, ফুটবলে ছয়টি এবং অ্যাথলেটিক্সে ৯টি কলেজের পড়ুয়া অংশগ্রহণ করবেন

ফুলমেলা ১৩ই

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : প্রায় তিন হাজার বৈচিত্র্যের ফুল এবার দেখা যাবে শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটির উত্তরবঙ্গ ফুলমেলায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে হবে ৪১তম উত্তরবঙ্গ ফুলমেলা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, '১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলবে। ৪১টি নাসারি সহ মোট ১০১টি স্টল থাকছে। শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহ সভাপতি বাপি পাল বলেন, 'মেলায় ৭৯ প্রজাতির ফুলের গাছ দেখা যাবে। পাহাড়, সমতল, ডুয়ার্সের পাশাপাশি গ্যাংটক থেকেও নাসারির স্টল থাকবে।' মেলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশমূল্য থাকলেও স্কুলের উদ্যোগে পড়ুয়ারা মেলায় এলে সেক্ষেত্রে কোনও প্রবেশমূল্য লাগবে না।

শোভাযাত্রা

ইসলামপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার ইসলামপুর শান্তিনগর সন্তোষী মাতাপুজো কমিটির পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। শোভাযাত্রাটি শান্তিনগর থেকে শুরু করে পুরো শহর পরিক্রমা করে ফের মন্দির প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। গত প্রায় দুই দশক থেকে এই পুজোর আয়োজন করছেন এলাকার বাসিন্দারা। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন এবং শনিবার ভক্ত ও দর্শনার্থীর জন্য বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহ প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জলাভূমি থেকে সরল মাটি, নোটিশ

শিলিগুড়ির উদয়শংকর সরণিতে জলাভূমি ভরাটে বিতর্ক।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : জলাভূমি ভরাটের খবর প্রকাশিত হতেই টনক নড়ল চক্রের। খবর প্রকাশের কয়েকঘণ্টার মধ্যে জলাভূমিতে ফেলা মাটি তুলে ফেলা হল। শুক্রবার সকাল থেকে কয়েকজন শ্রমিককে দিয়ে ওই মাটি তুলে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় পুরনিগম সাতজনকে নোটিশ পাঠিয়েছে। তাঁদের জলাভূমি ভরাট সংক্রান্ত অনুমতির নথি নিয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি দুপুর বারোটায় পুরনিগমে কমিশনারের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে, জলাভূমি ভরাটের ক্ষেত্রে নাম জড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় কয়েকজনের। যার জেরে অস্বস্তিতে শাসকদল। তবে, ওই ঘটনার সঙ্গে দলের কেউ জড়িত নন বলে দাবি ১০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক মনোজ ভার্মার। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূলের কোনও সিন্ডিকেট এখানে চলে না। যে বা যাঁরা এই ধরনের কাজকর্ম করেন তাঁরা আমাদের দলের কেউ নন।'

১০ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়শংকর সরণিতে একটি জলাভূমি দীর্ঘদিন ধরে ভরাট করা হচ্ছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। মাঝে কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকলেও বুধবার ফের বাইরে থেকে মাটি, ভাঙা বাড়ির অংশ এনে ওই পুকুরে ফেলার কাজ শুরু হয়। মেয়র গৌতম দেবের নির্দেশে পুরকর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। মেয়র জানিয়ে দেন, যিনি বা যাঁরা ওই মাটি ফেলেছেন, তাঁদেরই তা তুলে নিতে হবে। জলাভূমি ভরাটের কাজে যুক্তরাই এদিন তা সরিয়ে নিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

রংদার

ভালোবাসার রং বদল
আর ক'দিন পরেই প্রেমের দিন। ক্রমশ যা জনপ্রিয় হতে চলেছে বিশ্বসংসারে, বাঙালিয়ানায়। প্রেমও পালটে যাচ্ছে বড় দ্রুত। বদলাচ্ছে প্রেমের কথা। এবার প্রচ্ছদে সেই প্রেমের কথা।
প্রচ্ছদ কাহিনী : তৃষ্ণা বসাক, শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও শুভময় সরকার
ছোটগল্প : অভিষেক বোস
ফুড ব্লগ : শীতকালের বিশেষ খাবার নিয়ে লিখলেন সুমন ভট্টাচার্য
কবিতা : দুর্গাশ্রী মিত্র, কিশোর মজুমদার, রাজু সাহা, তাপসী লাহা, বিপুল আচার্য ও নির্মাল্য ঘোষ
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

আইএসএলে আজ

হায়দরাবাদ এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : হায়দরাবাদ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম চেন্নাইয়ান এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা

সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

শুরুতেই পয়েন্ট নষ্ট বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের মূলপর্বে গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই নিজেদের কিছুটা গুটিয়েই রাখল। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই অল আউট আক্রমণে ঝাঁপায় ডায়মন্ড হারবার। বেশ কয়েকবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় বাগান রক্ষণকে। তবে শেষলগ্নে সুবর্ণসুযোগ নষ্ট করে তিন পয়েন্ট মাঠে ফেলে এল মোহনবাগান। ১০ তারিখ ডেভেলপমেন্ট লিগে বড় ম্যাচ।

সেমিফাইনালে সঞ্জীব-অরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কর, মণিকা কর ও আরআর রিটেইল অকশন ব্রিজে সেমিফাইনালে সঞ্জীব দত্ত-অরূপ সরকার, স্বপন দাস-কমলেশ গুহ, মধু সূত্রধর-দেবু সাহা ও সুবল অধিকারী-দেবাশিস কর উঠেছেন। সঞ্জীব-অরূপ ৩৭৭ পয়েন্টে জিতেছেন সুখেন দাস-মিলন রায়ের বিরুদ্ধে। স্বপন-কমলেশ ১৩৭ পয়েন্টে সঞ্জয় দাস-মানিক সরকারকে হারিয়ে দেন। মধু-দেবু ৭০৪ পয়েন্টে জয় পেয়েছেন স্বপন বিশ্বাস-গোপাল গোস্বামীর বিরুদ্ধে। সুবল-দেবাশিস ১৪৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন মিঠুন অধিকারী-দ্বীপ রাহাকে।

জেলা বিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের জেলা বিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুক্রবার শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। প্রথমদিনের শেষে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে সাউথ জোন এগিয়ে রয়েছে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অপর্যাপ্ত আলোর জন্য পাঁচটি ইভেন্ট বাকি থেকে গিয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রতিযোগিতা শুরু করে চ্যাম্পিয়নশিপের নিষ্পত্তি করা হবে।

মাঠে ফেরার সম্ভাবনা সাউল-রাকিপের

প্লে-অফের স্বপ্ন বাঁচানোই আজ লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বাকি দলগুলির দিকে না তাকিয়ে নিজেদের সুপার সিক্সের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে চায় ইস্টবেঙ্গল।

আইএসএলের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়া। তারপর অস্কার ব্রুজোঁ এসে খানিকটা সামাল দিলেও যতটা আশা করা গিয়েছিল, তেমন ফল হয়নি। এই মুহূর্তে হাতে আর মাত্র ছয় ম্যাচ। যার সিংহভাগ ঘরের মাঠে। লাল-হলুদ শিবির এখন এই শেষ ছয় ম্যাচ ঘিরেই স্বপ্ন দেখছে। সব ম্যাচ জিততে পারলে এখনও অঙ্কের বিচারে প্লে-অফে যাওয়া সম্ভব। যদিও সেটা যথেষ্ট কঠিন কাজ। তবু এখন সেই লক্ষ্যেই এগোতে চায় অস্কারবাহিনী। কোচ নিজেই সেই কথা এদিনও বলে দিলেন, 'এখনও আমাদের স্বপ্ন সুপার সিক্সে পৌঁছানো। যা পুরোপুরি অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম ছয়টা ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর কাজটা কঠিন হয়ে গিয়েছে আমাদের কাছে। আমাদের হাতে এখন শেষ ছয় ম্যাচ বাকি। এতে ভালো ফল জরুরি। সবাই দেখেছে জানুয়ারিতে আমরা লিগের সেরা দলগুলির বিপক্ষে খেলেছি এবং তাতে আমরা খুব পিছিয়ে ছিলাম না। আপাতত আমাদের লক্ষ্য চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচ।' ধারাবাহিকতার অভাব ভোগাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে জেতার পর মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে শেষ ম্যাচে আটকে যান রিচার্ড সেলিস-হেক্টর ইউস্তেরা। ওই ম্যাচে আধিপত্য রাখলেও গোল আসেনি। একেবারেই গোলের মধ্যে নেই দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। এই সব কারণেই সম্ভবত রাফায়েল মেসি বাউলিকে নিতে হয়েছে।

শনিবারের ম্যাচের আগে অবশ্য চোট-পরিস্থিতি আগের থেকে খানিকটা ভালো। সাউল ক্রেসপো এই চেন্নাইয়ানের বিপক্ষেই প্রথম দফায় চোট পেয়ে ছিটকে যান। তবু সেই ম্যাচ ২-০ গোলে জেতে ইস্টবেঙ্গল। সাউল সম্ভবত এই ম্যাচেই ফিরতে চলেছেন। তবে কতক্ষণ খেলবেন বা শুরু করবেন কিনা সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে অস্বীকার করেন লাল-হলুদ কোচ। এছাড়াও ফিট হয়ে গেছেন প্রভাত লাকড়া, মহম্মদ রাকিপরা। আনোয়ার আলিকে নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন আছে। যদিও এদিন শুরুর দিকে অনুশীলন করতে দেখা যায় তাঁকে। এছাড়া ক্লেইটন সিলভা একেবারেই মাঠে নামার জায়গায় নেই। তিনি অনুশীলনেই আসেননি। কুঁচকিতে চোট রয়েছে সেলিসেরও। তিনি খেলতে না পারলে তাঁর জায়গায় নন্দকুমার শেখরকে সম্ভবত ব্যবহার করবেন অস্কার। প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়ানও যথেষ্ট বেকায়দায়। শেষ পাঁচ ম্যাচের একটাতেও জয় নেই ওয়েন কোয়েলের দলের। তিন ড্র, দুটো হার। স্বাভাবিকভাবে তাদের কাছেও এখন সব ম্যাচই ভেসে থাকার এবং সম্মানজনক জায়গায় শেষ করার লড়াই। ফলে তারাও যে ছেড়ে কথা বলবে না, এটা স্পষ্ট। তাছাড়া ওয়েন কোয়েলের দলকে খেলানোর ধরনে একটা আলট্রা ডিফেন্সিভ স্টাইল থাকে যাতে প্রতিপক্ষ গোলের রাস্তা সহজে খুঁজে পায় না। চেন্নাইয়ান সম্পর্কে অস্কারের বিশ্লেষণ, 'দেখুন ওদের দলে ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন প্রচুর ফুটবলার আছে। ফারুখ চৌধুরী, কোনর শিল্ড বা সদ্য যোগ দেওয়া প্রীতম কোটালরা। জানুয়ারি মাসে ওরা কোনও ম্যাচের ফলেই খুশি হতে পারেনি। তাই আমাদের বিরুদ্ধে যে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।'

চেন্নাইয়ান শেষপর্যন্ত কতটা ভালো খেলতে পারে তার থেকেও বড় প্রশ্ন এখন ইস্টবেঙ্গল কি শেষপর্যায়ে জ্বলে উঠবে? লিগে টিকে থাকতে হলে শনিবারের ম্যাচ জিততেই হবে অস্কারবাহিনীকে।

গোল খরা কাটাতে তৈরি হচ্ছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

চেন্নাইয়ান এফসি-র ম্যাচের প্রস্তুতিতে সাউল ক্রেসপো।

> ওদের জলে ব্যক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন প্রচুর ফুটবলার আছে। ফারুখ চৌধুরী, কোনর শিল্ড বা সদ্য যোগ দেওয়া প্রীতম কোটালরা। জানুয়ারি মাসে ওরা কোনও ম্যাচের ফলেই খুশি হতে পারেনি। তাই আমাদের বিরুদ্ধে যে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

ছুটিতেও ফোকাস ধরে রাখতে চান শুভাশিসরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে পালতোলা নৌকা। ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে শিল্ডের লড়াইয়ে সবাইকে পিছনে ফেলেছে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পরের ম্যাচ ১৫ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স। হাতে বেশ কয়েকদিন সময় থাকায় পুরো দলকে চারদিনের ছুটি দিয়েছেন বাগান কোচ মোলিনা।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের পর দশদিনের বিরতি থাকায় কি দলের ফোকাস নষ্ট হয়ে যাবে? মোহনবাগান ফুটবলাররা অবশ্য দাবি করছেন, ফোকাস নষ্ট হবে না। বরং আরও তরতাজা হয়েই মাঠে নামবেন তাঁরা। দলের স্কটিশ মিডিও গ্রেগ স্টুয়ার্ট বলেছেন, 'বিরতিতে মোটেও আমাদের ফোকাস নষ্ট হবে না। বরং ছুটি পেয়ে ভালোই হয়েছে। আমরা আরও তরতাজা হয়ে কেরালা ম্যাচে মাঠে নামতে পারব।'

স্টুয়ার্টের সঙ্গে একমত দলের অধিনায়ক শুভাশিস বসুও। বলেছেন, 'এর আগেও আমরা বিরতি পেয়েছি। বিরতিতে দলের খেলোয়াড়রা আরও তরতাজা হয়ে মাঠে ফিরতে পারবে। আমরা দশদিনে চারটি ম্যাচ খেলেছি। তাই এখন বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। চোটমুক্ত হয়ে মাঠে ফিরতে পারব সবাই।' অঙ্ক বলছে, শিল্ড জিততে গেলে মোহনবাগানকে বাকি ৪ ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট পেতে হবে। তবে এখনই শিল্ড নিয়ে ভাবছেন না বাগান অধিনায়ক। বরং বাকি চারটি ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তুলতে চান তিনি। শুভাশিস বলেছেন, 'পয়েন্টের হিসাব এখনই করতে চাই না। বাকি চারটি ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট তোলাই লক্ষ্য আমাদের। যতক্ষণ না শিল্ড নিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ কিছু বলব না।'

বাগান কোচ মোলিনাও জানিয়ে দিয়েছেন, বাকি চারটি ম্যাচের ওপরেই ফোকাস করছে তাঁর দল। তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না, কত পয়েন্ট পেলে শিল্ড আসবে। আমরা নিজেদের ম্যাচের দিকেই মনঃসংযোগ করছি।'

শুভাশিস বসুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করতে মোহনবাগানের কিংবদন্তিদের সঙ্গে তাঁর নামে টিফো নিয়ে পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে হাজির হয়েছিলেন সমর্থকরা।

কলকাতায় পৌঁছে অনুশীলনে মেসি

কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নাম ঘোষণার দুইদিনের মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন রাফায়েল মেসি বাউলি। সদ্য তাঁকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ কলকাতায় এসে পৌঁছান এই ক্যামেরুনজাত স্ট্রাইকার। ক্লাবের তরফ থেকে তাঁকে ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। পরে বিকেলের অনুশীলনেও হাজির হয়ে যান কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে আইএসএলে খেলে যাওয়া এই ফুটবলার। তবে মাঠে নামেননি। মূল স্টেডিয়াম ঘুরে দেখা ছাড়াও সতীর্থদের সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁ তাঁর হাতে ২৮ নম্বর জার্সি তুলে দেন।

রাফায়েল কথা না বললেও হেড কোচ সাংবাদিকদের বলেছেন, 'মেসি কলকাতায় নেমেই অনুশীলনে চলে এসেছে। মাত্র কয়েক মিনিট হল ওর সঙ্গে সামান্য কথা বলতে পেরেছি। লম্বা সফরের পর ও রিকভারি করবে। তারপর রাতে জিম-সেশনের পর ভালো করে ঘুমোবে। শনিবার সকালে ওর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখব, ও ১০, ২০ বা ৩০ মিনিট খেলতে পারে কিনা। অবশ্যই এই ম্যাচে খেলতে পারলে ভালো। কারণ শেষপর্যায়ে এসে এই ম্যাচটা এখন আমাদের কাছে ফাইনালের মতো।' চেন্নাইয়ান ম্যাচ জিততে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল যে মেসি বাউলিকে নামাতে চেষ্টা করবেই, তা বলাই বাহুল্য।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁর হাত থেকে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি নিচ্ছেন রাফায়েল মেসি বাউলি।

> মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমরা একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি। ফুটবলাররাও সেটা বুঝতে পেরেছে। আমাদের ছয়টা ম্যাচ বাকি এখনও। বাকি ম্যাচগুলোতে ফোকাস ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।
>
> **মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু**

শুরু ভিশন আই চ্যালেঞ্জার্স কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরের দিশারীর ভিশন আই চ্যালেঞ্জার্স কাপ টি২০ ক্রিকেট শুক্রবার সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে শুরু হয়েছে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড অফ বেঙ্গলের সহযোগিতায় আয়োজিত ৬ দলীয় এই তিনদিনের প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে দুর্গাপুর চ্যালেঞ্জার্সকে হারিয়েছে ডুয়ার্স তরাই সুপার ইলেভেন। ম্যাচের সেরা শুভাশিস প্রামাণিক। দ্বিতীয় ম্যাচে দার্জিলিং রয়্যালের বিরুদ্ধে সুন্দরবন টাইগার্স জয় পেয়েছে। ম্যাচের সেরা নাসিরউদ্দিন আহমেদ। উদ্বোধন করেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

ডায়মন্ডের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : আই লিগ ২-এর ম্যাচে ক্লাসা এফসি-কে ১-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। নৈহাটি স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিন মিনিটের মাথায় কিবু ভিকুনার দলের হয়ে নরহরি শ্রেষ্ঠা গোল করে দেন। বাকি ম্যাচে একাধিকবার আশা জাগিয়েও আর গোলমুখ খুলতে পারেনি ডায়মন্ড হারবার।

কারাবাও কাপের ফাইনালে লিভারপুল

লন্ডন, ৭ ফেব্রুয়ারি : কারাবাও কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে টটেনহ্যাম হটস্পারের কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল লিভারপুল। তাই দ্বিতীয় লেগ নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলেন অল রেড সমর্থকরা। তবে সব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে দ্বিতীয় লেগে ৪-০ গোলে স্পার্সকে হারাল লিভারপুল। সেই সঙ্গে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ ব্যবধানে জিতে ফাইনালে আর্নে স্লটের ছেলেরা।

ম্যাচের ৩৪ মিনিটে কোডি গাকপোর গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ৫১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান মহম্মদ সালাহ। ৭৫ মিনিটে ডোমিনিক সোবোসলাই ও ৮০ মিনিটে ভার্জিল ভ্যান ডাইক আরও দুইটি গোল করেন।

১৬ মার্চ ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে নিউ ক্যাসলের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে লিভারপুল। গতবারও অল রেডস চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তবে এবার ম্যাচ কঠিন হতে চলেছে বলেই মনে করেন লিভারপুল কোচ স্লট। তিনি বলেছেন, 'নিউ ক্যাসল খুব ভালো দল। এবারের ফাইনাল বেশ কঠিন হতে চলেছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'ফাইনালে উঠতে পেরে ভালো লাগছে। আমরা নিজেদেরকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামব।'

এদিকে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়ে বেশ হতাশ স্পার্স কোচ আঞ্জে পোস্তেকোগ্লু। তিনি বলেছেন, 'আমাদের ফাইনালে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা হাতছাড়া করেছি। এখন পরের ম্যাচগুলিতে ছেলেদের কাছ থেকে সেরাটা বের করাই আমার লক্ষ্য।' সেমিফাইনালে টটেনহ্যামের পারফরমেন্স নিয়ে সমালোচনা শুরু করেছেন প্রাক্তন ফুটবলাররা। প্রাক্তন স্পার্স তারকা জেমি রেডন্যাপ বলেছেন, 'আমার জীবদ্দশায় টটেনহ্যামকে এত খারাপ খেলতে দেখিনি। সারা ম্যাচে একটাও গোলমুখী শট নিতে পারেননি ফুটবলাররা।' প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ফুটবলার ডিওন ডাবলিন বলেছেন, 'মাঠে টটেনহ্যাম খেলোয়াড়দের শরীরীভাষা একদমই ভালো লাগেনি। দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মাঠে ঘুরতে এসেছে।'

কারাবাও কাপে ভার্জিল ভ্যান ডায়েককে গোলের জন্য অভিনন্দন মহম্মদ সালাহর।

জিতল উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে শুক্রবার শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ১ উইকেটে হারিয়েছে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে। প্রথমে মহানন্দা ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৮ রান করে। মহম্মদ সেলিম ৩১ ও কৌশিক সরকার ৩২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে উল্কা ৩৯.৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২১০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অঞ্জন মজুমদার ৬৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

কোচ সুব্রত, ম্যানেজার অনুপ

জাতীয় গেমস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে টেবিল টেনিস শুরু হচ্ছে রবিবার থেকে। তার আগেই শিলিগুড়ি টেবিল টেনিসের জন্য জোড়া সুখবর - মৌমা দাস, ঐহিকা মুখোপাধ্যায়, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, পয়মন্তী বৈশ্য ও মৌমিতা দত্ত সমৃদ্ধ বাংলা মহিলা দলের কোচ করা হয়েছে শিলিগুড়ির সুব্রত রায়কে। ম্যানেজারের দায়িত্বে একই শহরের অনুপ বসু। তারকা সমৃদ্ধ দলকে সামলানোর চাপ ঘাড়ে নিয়েই সুব্রত-অনুপ শনিবার শিলিগুড়ি থেকে দেরাদুনে পৌঁছাচ্ছেন। সেখানেই দলের বাকিদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হবে। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সুব্রত বলেছেন, 'আমাদের দলে প্রচুর অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত খেলোয়াড় রয়েছে। তাই সোনা নিয়েই ফিরতে চাই।' প্রথমবার বাংলা দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে অনুপ বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের বাইরের সমস্যা থেকে দূরে রেখে খেলায় ফোকাস করার সুযোগ করে দিতে চাই।'

ফোকাস ঠিক রাখা চ্যালেঞ্জ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : শেষ দুই দলের লড়াই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বা হায়দরাবাদ এফসি, কোনও দলেরই কিছু হারানোর নেই। তাই ম্যাচ যে উত্তেজক হবে না, তা কে-ই বা বলতে পারে!

শনিবার বিকেলে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে সাদা-কালো ব্রিগেড। তার আগে সাদা-কালো শিবিরে সমস্যা অগুনতি। একে বেতন নিয়ে দলের অন্দরে চাপা অসন্তোষ রয়েছে। সামনে হারের হ্যাটট্রিকের ভ্রূকুটি। দলের হেড কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভও নেই। তিনি কবে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কি না তাও একপ্রকার অনিশ্চিত। সবমিলিয়ে এই পরিস্থিতিতে দলের ফোকাস ঠিক রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর কাছে। তিনি বলেছেনও, 'মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমরা একেবারেই ভালো খেলতে পারিনি। ফুটবলাররাও সেটা বুঝতে পেরেছে। আমাদের ছয়টা ম্যাচ বাকি এখনও। বাকি ম্যাচগুলোতে ফোকাস ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। ফুটবলাররা সকলেই পেশাদার। তাই পরিস্থিতি যাই হোক ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মাঠে নামতে হবে।' একইসঙ্গে এই পরিস্থিতিতেও ফুটবলাররা যেভাবে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মেহরাজের চিন্তা বাড়িয়েছে মাঝমাঠ। গত ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না মিরজালোল কাশিমভ। চিন্তা থেকে যাচ্ছে অ্যালেক্সিস গোমেজকে নিয়েও। দলের সঙ্গে তিনি গিয়েছেন ঠিকই। তবে আর্জেন্টাইন মিডিও সম্ভবত এখনও ৯০ মিনিট খেলার মতো জায়গায় নেই। তবে সাদা-কালো কোচ দলের ২৭ জন ফুটবলারের ওপরই সমান আস্থা রাখছেন। চোট রয়েছে সামাদ আলি মল্লিকেরও। জোসেফ আদজেই দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও চিকিৎসকের থেকে এখনও মাঠে নামার ছাড়পত্র পাননি।

মহমেডান স্পোর্টিং লিগ টেবিলের একেবারে শেষে। হায়দরাবাদও ১২ নম্বরে রয়েছে ঠিকই। তবে নিজাম শহরে সাদা-কালো ব্রিগেডকে মানসিকভাবে পিছিয়ে দিতে পারে চলতি আইএসএলের প্রথম লেগে এই হায়দরাবাদের কাছেই চার গোল হজম ও শোচনীয় হার। ম্যাচটা কঠিন মেনে নিয়েও মেহরাজ বলেছেন, 'ওদের সমীহ করতেই হয়। তবে অতীতে কী হয়েছে মনে রাখতে চাই না। আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে।' এদিকে ম্যাচ খেলতে চার বিদেশি সহ মহমেডান দল শুক্রবার রাতে হায়দরাবাদ পৌঁছেছে।

সিঙ্গলসে রুপো বিশালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ইন্দোরে আন্তঃ রাজ্য সাব-জুনিয়ার ও ক্যাডেট ন্যাশনাল টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে রুপো জিতেছে শিলিগুড়ির বিশাল মণ্ডল। ফাইনালে মহারাষ্ট্রের প্রতীক তুলসানির বিরুদ্ধে একপেশে লড়াইয়ে বিশাল ৬-১১, ৭-১১ ও ৩-১১ পয়েন্টে হেরে যায়। তবে সেমিফাইনালে ভাবিত সিং বিস্তের বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে জয় এসেছিল তার।

সিঙ্গলসের ব্যর্থতা অবশ্য ডাবলসে পুষিয়ে নিয়েছে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির ছাত্র বিশাল। বাংলার হয়ে সৌসার্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ডাবলসের ফাইনালে বিশাল ১৩-১১, ৯-১১, ১৩-১১ ও ১১-৫ পয়েন্টে জিতেছে কর্ণাটকের স্বস্তিক মঞ্জুনাথ-সিদ্ধান্ত মঞ্জুনাথের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতায় বাংলার ছেলেদের কোচের দায়িত্বে ছিলেন শিলিগুড়ির অমরনাথ দাস। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের টিম ইভেন্টে অমরনাথের প্রশিক্ষণে বাংলা রানার্স হয়েছে। ফাইনালে তারা লড়াই চালিয়েও পিএসপিবি-'এ' দলের বিরুদ্ধে ২-৩ ব্যবধানে হেরে যায়।

শিলিগুড়ির দুই প্রতিনিধির কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব রজত দাস অভিনন্দন জানিয়েছেন অমরনাথ ও বিশালকে। একইসঙ্গে তিনি পরবর্তীতে তাদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

অনূর্ধ্ব-১৩ জাতীয় টেবিল টেনিসে জোড়া পদক জয়ের পর বাংলার ছেলেদের দলের কোচ অমরনাথ দাসের সঙ্গে বিশাল মণ্ডল। শুক্রবার।

উল্কা ক্লাবের বিরুদ্ধে জিটিএসসি-র খেলোয়াড়ের স্ম্যাশ। ছবি : সূত্রধর

ভলিবল লিগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আন্তঃ ক্লাব ভলিবল লিগ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ভলিবল গ্রাউন্ডে শুক্রবার শুরু হয়েছে। প্রথমদিন গ্রুপ 'এ'-র ছয়টি খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব। রানার্স হয় জিটিএসসি। মিলনপল্লি হারিয়েছে স্বস্তিকা যুবক সংঘ, জিটিএসসি ও শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে। উল্কা ও স্বস্তিকাকে হারালেও জিটিএসসি হেরে যায় মিলনপল্লির বিরুদ্ধে। স্বস্তিকা হেরেছে উল্কার কাছেও।

ফাইনালে ডালিয়া-রত্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মহিলা সদস্যদের ইন্ডোর ক্যারমে ফাইনালে উঠেছেন ডালিয়া ভৌমিক ও রত্না চৌধুরী। সেমিফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন যথাক্রমে মালা ভট্টাচার্য ও দীপ্তি দেবনাথকে। ফাইনাল শনিবার।

চোট কাটিয়ে কটকেই ফিরছেন বিরাট

খেলবেন শুনে সিনেমা ফেলে ঘুম শ্রেয়সের

প্রথম ওডিআইয়ে ৩৬ বলে ৫৯ রান করে দলকে ভরসা দিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার।

নাগপুর, ৭ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার অনুশীলনের পরও জানতেন নাগপুর ম্যাচে প্রথম একাদশে জায়গা হবে না। নৈশভোজের পর রাতে নিজের হোটেলের ঘরে বসে সিনেমা দেখছিলেন। এমন সময় রোহিত শর্মার ফোন-'কাল তুমি খেলছ'।

অধিনায়কের বার্তা পাওয়ার পর সিনেমা ফেলে সোজা বিছানায়। যত দ্রুত ঘুমিয়ে শরীরকে তাজা রাখার ভাবনা। ফল, ৩৬ বলে ৫৯ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ইংল্যান্ডকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেওয়া। যার ওপর দাঁড়িয়ে জয় আনেন শুভমান গিল, অক্ষর প্যাটেলরা।

বিরাট কোহলির হাঁটুর হঠাৎ চোট সুযোগ করে দেয় শ্রেয়সের। ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরির পর সেই কথা মেনেও নিচ্ছেন। জানালেন, বিরাট সুস্থ থাকলে নাগপুরে তাঁর খেলা হত না। 'বুধবার রাতে রোহিতভাই আমাকে বলে খেলতে পারি আমি। বিরাটভাইয়ের হাঁটুতে চোট আছে। ও ফিট থাকলে আমার খেলার সুযোগ হত না,' অকপট শ্রেয়স।

রোহিতের ফোনের প্রসঙ্গ টেনে শ্রেয়স আরও জানান, রাতে ঘরে বসে সিনেমা দেখছিলেন। যেহেতু খেলার সম্ভাবনা নেই, তাই একটু বেশি রাতে ঘুমোলে সমস্যা নেই। কিন্তু অধিনায়কের ফোনের আর কালবিলম্ব করেননি। পুরো সিনেমা না দেখেই ঘুমোতে চলে যান।

> সিরিয়াস কিছু নয়। ম্যাচের আগের দিন প্র্যাকটিসেও ঠিকঠাক ছিল। বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে উঠে দেখে হাঁটু ফুলে গিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই দলে ফিরছে বিরাট।
>
> **শুভমান গিল**

নিজের আক্রমণাত্মক ইনিংস প্রসঙ্গে শ্রেয়সের দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে গত কয়েক মাস ধরে নিজেকে ঘষেমেজে নিচ্ছেন। পুরোনো শটে ধার বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন শট নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। শর্ট বল সমস্যা মেটানোর ওপর বাড়তি নজরও দেন। প্রতিফলন গতকালের ম্যাচে।

আত্মবিশ্বাসী শ্রেয়স বলেছেন, 'ওরা শর্ট বল করছিল। ঠিক করি বলের গতিটাকেই কাজে লাগাব। ফিল্ডাররা তখন ৩০ গজ বৃত্তের ভিতরে, ফলে উঁচু শটে মন দিই। গত কয়েক মাসে টানা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা, শেখাটা কাজে লেগেছে।'

প্রশ্ন, রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে কটকে বিরাট সুস্থ হয়ে ফিরলে শ্রেয়সের কী হবে? পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক যদিও ওই সব নিয়ে ভাবতে নারাজ। যখন যতটুকু সুযোগ মিলবে, তা কাজে লাগাতে চান। সাফ কথা, পরের ম্যাচে কী হবে, এখন থেকে ভাবতে রাজি নন। নাগপুরে সুযোগ পেয়েছেন, লক্ষ্য ছিল ভালো খেলা। রান পেয়ে খুশি।

এদিকে, বিরাটের চোট নিয়ে স্বস্তির খবর ভারতীয় শিবিরে। খবর, হালকা সমস্যা। কিন্তু সতর্কতার কারণে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত। কটক ম্যাচের আগে দিন দুয়েক হাতে রয়েছে। তার আগে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন কিং কোহলি।

ফিটনেস বরাবরই সম্পদ বিরাটের। পরিসংখ্যান বলছে ১৭ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে দলে থেকেও মাত্র ৬টি ম্যাচ চোট বা শারীরিক সমস্যাজনিত কারণে মিস করেছেন। এবার ১১৩০ দিন পর এমন ঘটনা ঘটেছে! সূত্রের দাবি, নাগপুর জনতা বিরাট-দর্শন থেকে বঞ্চিত হলেও কটকের ক্রিকেটপ্রেমীরা অবশ্য কোহলিয়ানায় মাতার সুযোগ পাবেন।

বিরাট-ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন সহ অধিনায়ক তথা ম্যাচের সেরা শুভমান গিলও। এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'সিরিয়াস কিছু নয়। ম্যাচের আগের দিন প্র্যাকটিসেও ঠিকঠাক ছিল। বৃহস্পতিবার ঘুম থেকে উঠে দেখে হাঁটু ফুলে গিয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই দলে ফিরছে বিরাট।'

জয়ের পর হার্দিক পাণ্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে খুনশুটিতে বিরাট কোহলি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে স্ত্রী অঞ্জলি ও মেয়ে সারাকে নিয়ে শচীন তেন্ডুলকার। রাষ্ট্রপতি ভবনে।

স্বপ্ন দেখছেন অর্শদীপ-চাহালকে নিয়ে

শ্রেয়সের হয়ে ব্যাট 'কোচ' পন্টিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : ৩৬ বলে ৫৯।

শ্রেয়স আইয়ারের যে ঝোড়ো ইনিংসে বেলাইন ইংল্যান্ড। রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালকে দ্রুত ফিরিয়ে একসময় জাঁকিয়ে বসেছিল জস বাটলারের দল। কিন্তু শ্রেয়স-ধামাকায় ম্যাচের ছবিটাই বদলে দেয়।

ম্যাচের সেরা শুভমান গিলও স্বীকার করছেন, শ্রেয়স বাকিদের কাজ সহজ করে দেয়। যদিও দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের পরও দ্বিতীয় ম্যাচে জায়গা নিশ্চিত নয় শ্রেয়সের। বিরাট কোহলি না থাকায় নাগপুরে চার নম্বরে খেলেন। কটকে বিরাটের ফেরা প্রায় নিশ্চিত। ফলে শ্রেয়সকে নিয়ে টানাপোড়েন। এহেন পরিস্থিতিতে তারকা ব্যাটারের হয়ে ব্যাট ধরলেন রিকি পন্টিং।

আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হেডকোচ রিকি। অধিনায়ক শ্রেয়স। মেগা লিগে নিজের দলের অধিনায়কের হয়ে সওয়াল করে বলেন, 'আমি রীতিমতো অবাক, গত ২ বছর ধরে ভারতীয় দলের বাইরে ছিল শ্রেয়স আইয়ার! ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছিল ও। মিডল অর্ডারে ধারাবাহিকতা দেখায়। মনে হয়েছিল দলে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছে শ্রেয়স। যদিও তা হয়নি!'

আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রেয়সকে রীতিমতো প্রশংসায় ভরিয়ে দেন বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়ক। পন্টিংয়ের যুক্তি, মাঝে চোট বার দুয়েক ব্রেক লাগিয়েছে শ্রেয়সের দৌড়ে। ছিটকে যেতে হয়েছে জাতীয় দল থেকেও। কিন্তু

> আমি রীতিমতো অবাক, গত ২ বছর ধরে ভারতীয় দলের বাইরে ছিল শ্রেয়স আইয়ার! ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছিল ও। মিডল অর্ডারে ধারাবাহিকতা দেখায়। মনে হয়েছিল দলে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছে শ্রেয়স। যদিও তা হয়নি!
>
> **রিকি পন্টিং**

ঘরোয়া ক্রিকেটে এবার প্রথম থেকেই দুরন্ত ফর্মে। আন্তর্জাতিক প্রত্যাবর্তনেও তার ঝলক।

পাঞ্জাব কিংসের হেডকোচের আরও মন্তব্য, 'আইপিএল নিলাম পরবর্তী সময়ে শ্রেয়সের পারফরমেন্স অসাধারণ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও দাপট জারি থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। কিছুটা মন্থর, নীচু বাউন্সের উইকেটে ও দুর্দান্ত। স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বড় হিট নেওয়ার দক্ষতা রয়েছে। জানে, স্পিন বোলিংকে কীভাবে পালটা মার দিতে হয়।'

পাঞ্জাবের আইপিএল জয়ের আক্ষেপ দূরে শ্রেয়সের সঙ্গে অর্শদীপ সিং, যুযবেন্দ্র চাহালকেও তুরুপের তাস ধরছেন রিকি। বলেও দিলেন, 'আমি তিনজন প্লেয়ারকে ভীষণভাবে চেয়েছিলাম। প্রথমজন অর্শদীপ সিং, গত ৩-৪ বছর ধরে পাঞ্জাব কিংসের সম্পদ। অধিনায়ক হিসেবে চেয়েছিলাম এমন একজনকে যার সঙ্গে আমি কাজ করেছি আগে (দিল্লি ক্যাপিটালসেও কোচ-অধিনায়কের যুগলবন্দি) এবং সে অত্যন্ত সফলও হবে। শ্রেয়স আইয়ারের মাধ্যমে যে দাবি পূরণ। সঙ্গে যুযি। সবমিলিয়ে একদম পারফেক্ট ভারতীয় ব্রিগেড।'

বিশ্বের প্রথমসারির আটটি দেশ ও সেরা খেলোয়াড়রা ব্যস্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে। পন্টিংয়ের চোখও সেদিকে থাকবে। পাশাপাশি চলছে ২০২৫ আইপিএলের পরিকল্পনা তৈরিও। দাবি, নিলামে বেশ শক্তিশালী দলই গড়তে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা। এবার দল তৈরি, উইনিং কম্বিনেশন গড়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। আর যে লক্ষ্যে শ্রেয়স, চাহাল, অর্শদীপই তুরুপের তাস।

রাষ্ট্রপতির আতিথেয়তায় মুগ্ধ শচীন

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ শচীন তেন্ডুলকার। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে গতকাল রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। দেশের এক নম্বর নাগরিকের ঐতিহাসিক বাসস্থান ঘুরে দেখেন, সময় কাটান।

সবকিছু ছাপিয়ে রাষ্ট্রপতির আতিথেয়তা ছুঁয়ে গিয়েছে শচীনকে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে বিখ্যাত অমৃত উদ্যান ঘুরে দেখেন। নৈশভোজও সারেন। রাষ্ট্রপতি ভবনের একাধিক ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তিনি। সঙ্গে রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা।

শচীন লিখেছেন, 'পরিবারকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকা, সময় কাটানো, চিরকালের স্মৃতি হয়ে থাকবে। সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদি মুর্মুজি-র আন্তরিক আতিথেয়তা আমাদের যাওয়াকে আরও স্পেশাল করে তুলেছিল। ডিনার টেবিলে আন্তরিক কথাবার্তা, ঐতিহাসিক করিডর দিয়ে তাঁর সঙ্গে হাঁটার অনুভূতি স্পেশাল। প্রতিটি মুহূর্ত ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমাকে।'

১ মার্চ বোর্ডের এসজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : নয়া সচিব ও কোষাধ্যক্ষ পদের শূন্যস্থান পূরণ আগেই হয়ে গিয়েছে। এবার যুগ্মসচিব পদের শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে আসরে নামল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ১ মার্চ মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে বিশেষ সাধারণ সভা বা এসজিএম ডাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে আজ। জানা গিয়েছে, ১ মার্চের এসজিএমে বোর্ডের নয়া যুগ্মসচিব পদের নাম চূড়ান্ত হবে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া ছাড়াও দিল্লির রোহন জেটলি ও মুম্বইয়ের সঞ্জয় নায়েক বোর্ডের নতুন যুগ্মসচিব পদের দৌড়ে রয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই তিনজনের মধ্যে থেকেই কোনও একজনকে ১ মার্চের এসজিএমের আসরে বেছে নেওয়া হবে। আলাদাভাবে যুগ্মসচিব পদের জন্য কোনও নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই বলেই খবর। উল্লেখ্য, বিসিসিআইয়ের বর্তমান সচিব দেবজিৎ সইকিয়া যুগ্মসচিব পদ থেকেই সচিব হয়েছিলেন। ১২ জানুয়ারির শেষ এসজিএমে বিসিসিআইয়ের নতুন সচিব হিসেবে দেবজিৎ দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু সেই সময় যুগ্মসচিব পদের শূন্যস্থান পূরণ হয়নি। সেটাই চূড়ান্ত হবে ১ মার্চ।

দুবাইয়ের বড় হারকে পাত্তা দিচ্ছেন না শাস্ত্রী

মুম্বই, ৭ ফেব্রুয়ারি : ২০২৩ সালের পর ফের ওডিআই ফরম্যাটে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত নিঃসন্দেহে ফেভারিট। পাকিস্তানকে অক্সিজেন দিচ্ছে ২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপে দুবাইয়ে ১০ উইকেটে ভারত-বধ।

রবি শাস্ত্রী যদিও চার বছর আগের সেই ফলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর যুক্তি, '২০২১ টি২০ বিশ্বকাপে হারের কোনও প্রভাব আসন্ন দ্বৈরথে পড়বে না। দুইটি ফরম্যাট আলাদা। টি২০-তে অনেক সময় অঘটন ঘটে যায়। কিন্তু ওডিআইয়ে সেই সম্ভাবনা কম। ভারত ৫০-৫০ যুদ্ধে সুবিধা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।' কারণটা নিজেই ব্যাখ্যা করলেন শাস্ত্রী। যুক্তি, টি২০-র তুলনায় ওডিআই কিছুটা দীর্ঘ ফরম্যাট। ব্যাটিং, বোলিংয়ে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বুমরাহর ভাগ্য নির্ধারণ হতে পারে আজই

বেঙ্গালুরু, ৭ ফেব্রুয়ারি : স্ক্যান হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে নানা ডাক্তারি পরীক্ষার পালাও শেষ। অপেক্ষা এবার রিপোর্ট পাওয়ার। সব ঠিকমতো চললে হয়তো শনিবারই জসপ্রীত বুমরাহর যাবতীয় ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে পৌঁছে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে। তারপরই বুমরাহ ঠিক কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন কিনা, স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বুমরাহ এখনও সেখানেই রয়েছেন। তাঁর পিঠের চোটকে কেন্দ্র করে হওয়া নানা ডাক্তারি পরীক্ষার ফল নিয়ে তিনি নিজেও আশাবাদী। পিঠের সমস্যা এখন প্রায় নেই। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজের শেষ টেস্টে সিডনিতে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

চোট পাওয়ার পর থেকে এখনও মাঠের বাইরে থাকা বুমরাহ নিজেও দ্রুত মাঠে ফিরতে চাইছেন।

বেঙ্গালুরুর এনসিএ, বিসিসিআইয়ের একঝাঁক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশে বুমরাহর চোট নিয়ে নিয়মিতভাবে নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক রোয়ান শাওটনের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বছর কয়েক আগে যখন প্রথমবার বুমরাহর পিঠে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তখন নিউজিল্যান্ডের এই শল্য চিকিৎসকই অস্ত্রোপচার করেছিলেন। ফলে ভারতীয় দলের এক নম্বর জোরে বোলারের মাঠে ফেরার ব্যাপারে কিউয়ি শল্য চিকিৎসকের মতামত ও পরামর্শও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে একান্তই বুমরাহ ফিট হতে না পারলে বিকল্প হিসেবে মহম্মদ সিরাজকে দুবাই পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে রেখেছেন জাতীয় নির্বাচকরা।

ধাক্কা সামলে স্মিথ, ক্যারির শতরান

গল, ৭ ফেব্রুয়ারি : স্টিভেন স্মিথ ও অ্যালেক্স ক্যারির শতরানে ভর করে গল টেস্টে বড় রানের পথে এগোচ্ছে অস্ট্রেলিয়া।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি থেকেই ছন্দ ফিরে পেয়েছেন স্মিথ। শ্রীলঙ্কা সফরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ২৫৭ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে অজি ব্রিগেডের শুরুটা যদিও খুব একটা ভালো হয়নি। স্কোরবোর্ডে রান একশো ছোঁয়ার আগেই তিন উইকেট খুইয়ে একটু চাপে পড়ে যায় তারা। সেই ধাক্কা সামলে দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে গেলেন স্মিথ। সঙ্গী অ্যালেক্স ক্যারি। দুইজনেই শতরান করেন।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৩৯ বলে ১২০ রান করে অপরাজিত রয়েছেন স্মিথ। এই নিয়ে লাল বলের আন্তর্জাতিকে ৩৬তম শতরান করলেন তিনি। টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির নিরিখে প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিলেন রাহুল দ্রাবিড়, জো রুটদের সঙ্গে। অন্যদিকে ১৫৬ বলে ১৩৯ রান করে অপরাজিত রয়েছেন ক্যারি। অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ৩৩০ রান। এগিয়ে ৭৩ রানে।

রোকো-র অপেক্ষায় উন্মাদনা কটকে

কটক, ৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ ৫ বছরের অপেক্ষা।

শহরে ফের ভারতীয় দল। সঙ্গী জস বাটলারের ইংল্যান্ড। তারকা-যুদ্ধকে ঘিরে ভারতের বাকি শহরের মতো সাজোসাজো রব কটকেও। উত্তাপকে আরও চড়িয়ে দিয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের বারাবটি স্টেডিয়ামের সম্ভাব্য শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের হাতছানি।

প্রিয় দুই নায়ককে শেষবারের মতো জাতীয় দলের জার্সিতে বারাবটিতে দেখার সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ মহানদীর পাড়ের ক্রিকেট মহল। টিকিটের লম্বা লাইন, হুড়োহুড়ি, ভিড় সামলাতে পুলিশের জলকামান ব্যবহারের ছবিতে রো-কো-কে নিয়ে উন্মাদনার কোলাজ।

কেউ কেউ টিকিটের জন্য লাইনে ১৪ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করেছেন। টিকিটের হাহাকারের সুযোগ নিচ্ছেন কালোবাজারিরাও। ১০ গুণ দামে বিকোচ্ছে টিকিট। গাঁটের অতিরিক্ত কড়ি খরচ হলেও পিছপা হচ্ছেন না ক্রিকেট ভক্তরা। স্বস্তি দিচ্ছে বিরাট কোহলির ফিটনেস রিপোর্ট এবং রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামার খবর।

ভারতীয় দলের সঙ্গে বাটলারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে। দুই দলের টিম হোটেল 'মে ফেয়ার লেগুন' সহ স্টেডিয়াম চত্বরকে কার্যত নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। কমিশনার অফ পুলিশ এস দেব দত্তা সিং জানিয়েছেন, ৫০ প্লাটুন পুলিশ ফোর্স মোতায়েন থাকবে ম্যাচের দিন।

অবশ্য লড়াইয়ের আসল মঞ্চ বাইশ গজ নিয়ে স্বভাবতই বাড়তি উৎসাহ দুই দলের। নাগপুরে তুলনায় ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতি ছিল। বারাবটিতে সাধারণত স্পিন-সহায়ক পিচের পরম্পরা রয়েছে। প্রথম স্পেলে নতুন বলে পেসাররাও সাহায্য পাবেন। নাগপুরের পর কটকেও যে সুযোগের সদ্ব্যবহারের মেজাজে হর্ষিত রানা।

ওডিআই অভিষেকে ম্যাচ জেতানো বোলিং উপহার দিয়েছেন। দলের অন্দরমহলের খবর, রাতারাতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলেও ঢুকে যেতে পারেন গম্ভীরের প্রিয় ছাত্র। হর্ষিত অবশ্য এসব নিয়ে এখনই ভাবতে নারাজ। লক্ষ্য পরিষ্কার- পাওয়া সুযোগ কাজে লাগানো।

পাত্তা দিচ্ছেন না নিন্দুকদের কটাক্ষ, সমালোচনাকেও। ভারতীয় দলে ডাক পাওয়া থেকে শুনতে হচ্ছে গম্ভীরের 'কোটা'র প্লেয়ারের শিবমের 'কনকাশন সাব' হিসেবে ম্যাচের মাঝখানে। ওডিআই অভিষেক হচ্ছে, জানতে পারেন মাঠে গিয়ে! হর্ষিতের দাবি, জানতেন যে কোনও সময় ডাক আসতে পারে। মানসিকভাবে তাই তৈরি ছিলেন। শুধু নাগপুর নয়, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সবসময় তিনি প্রস্তুত চ্যালেঞ্জ নিতে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে চলছে পিচ তৈরির কাজ। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

নিন্দুকদের পাত্তা দিচ্ছেন না হর্ষিত

> আমি মনে করি মানুষ কথা বলতেই থাকবে। কিন্তু আমার কাজ হল খেলা। দেশের হয়ে সেরাটা দিতে চাই। বাইরে কে কী বলল, মাথা ঘামাতে নারাজ।
>
> **হর্ষিত রানা**

এদিকে শুভমান গিলকে নিয়ে বড় ভাবনা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। রোহিতের পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে দৌড়ে হার্দিক পান্ডিয়া সহ একাধিক নাম থাকলেও তরুণ ব্যাটারই এগিয়ে। রোহিতের ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া তারই প্রথম পদক্ষেপ। শুভমানও নাকি এমনই ইঙ্গিত পেয়েছেন স্বয়ং রোহিতের থেকে।

গিলের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন হিটম্যান। নিজের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিচ্ছেন তরুণ ডেপুটির সঙ্গেও। বোর্ডের এক আধিকারিকের দাবি, রোহিত সরলে ওডিআই দলের অধিনায়ক হবেন শুভমান। নাগপুর ম্যাচের পর শুভমানও বলেছেন, 'রোহিতভাই বলেছে, ম্যাচ পরিস্থিতিতে আমার কিছু বলার থাকলে যেন আমি নিঃসংকোচে জানায়। আন্দাজ করতে পারি কোন পরিস্থিতিতে রোহিতভাইয়ের মাথায় কী ঘুরছে। নিজের মতামতটাও জানানোর চেষ্টা করছি।'

ইডেনে সূর্যকুমারের সঙ্গে আড্ডায় অনুষ্টুপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ফেব্রুয়ারি : বিদায়ের অপেক্ষায় কলকাতার শীত। বাড়তে শুরু করেছে রোদের তেজ।

উত্তাপের আঁচ ভারতীয় ক্রিকেটেও রয়েছে। সৌজন্যে শনিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা মুম্বই বনাম হরিয়ানার রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল। খেলা শুরুর আগে অঙ্ক ও

টেস্ট খেলতে চান শিবম

পরিস্থিতির বিচারে নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট আজিঙ্কা রাহানের মুম্বই। দলে এক সে বাড়কর এক তারকা। হরিয়ানাও ছাড়বার পাত্র নয়। বরং তারাও শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেটে দেশের সবচেয়ে সফল রাজ্য দল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুমকি দিচ্ছে।

শুক্রবার সকালে হরিয়ানা, মুম্বই- দুই দলেরই অনুশীলন ছিল ইডেনে। আর দুই

রনজি ট্রফিতে আজ

মুম্বই বনাম হরিয়ানা

সময় : সকাল ৯টা
স্থান : ইডেন গার্ডেন্স, কলকাতা

দলের সেই অনুশীলনের মাঝেই আচমকা ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির হলেন বাংলার রনজি অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে আড্ডা দিতেই তিনি হাজির হয়েছিলেন ইডেনে। জানা গিয়েছে, অনুষ্টুপ ও সূর্য বহুদিনের বন্ধু। তাই সূর্যের ডাকে সাড়া দিয়েই ইডেনে হাজির হয়েছিলেন বাংলার রনজি দলের অধিনায়ক। মুম্বইয়ের বন্ধুকে অনুষ্টুপ আগামীর শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। হরিয়ানার দখল নিয়ে শেষ পর্যন্ত মুম্বই রনজির

ইডেন গার্ডেন্সে সূর্যকুমার যাদব। শুক্রবার।

শেষ চারে পৌঁছাতে পারবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু টিম মুম্বই সাফল্যের ব্যাপারে রীতিমতো আশাবাদী। মুম্বইয়ের অন্যতম তারকা ধবল কুলকার্নি আজ দুপুরের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আমরা। হরিয়ানা প্রতিপক্ষ হিসেবে কঠিন, আমরা জানি। কিন্তু তার জন্য আমরা তৈরি।'

গতকালের মতো আজও মুম্বই নেটে দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছেন সূর্য। অধিনায়ক রাহানেকেও আলাদাভাবে ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে। টিম মুম্বইয়ের তারকার মেলায় আজ অনুশীলনে নজর কেড়েছেন অলরাউন্ডার শিবম দুবে। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে তিনি ঢুকে পড়েছেন আগেই। এবার লাল বলের টেস্টও খেলতে চান তিনি। সেই লক্ষ্যপূরণে নিয়মিত বোলিং করছেন নেটে। সঙ্গে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা। আজ অনুশীলনের পর শিবম তাঁর আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলতে না চাইলেও মুম্বইয়ের ধবল বলেছেন, 'শিবমের লক্ষ্য হল টেস্ট খেলা। সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য এখন মরিয়া হয়ে রয়েছে শিবম।'

KHOSLA ELECTRONICS

THE BIGGEST AC MELA
8th - 16th February 2025

Upto 60% OFF

EXCLUSIVE AT KHOSLA 1 EMI* OFF

CASH BACK + EXCHANGE Upto ₹10,000

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC · AXIS BANK · SBI · HSBC · standard chartered · citibank · ICICI Bank · kotak · Bank of Baroda

Finance Available
Bajaj Finserv · IDFC FIRST Bank · HDB FINANCIAL SERVICES · kotak

FREE STANDARD INSTALLATION worth ₹2,500*

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

ALL BRAND ACs UNDER ONE ROOF

DAIKIN — Highest Energy Efficiency — Upto 43% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹1,689*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,839*
1.8 Ton 3* Inv. EMI ₹2,572*

HITACHI — ICE CLEAN Frost Wash Technology — Upto 46% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,500*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,883*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,875*

LG — AI + DUAL INVERTER — Upto 60%* DISCOUNT
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,792*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹1,999*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹4,375*
*on MRP

VOLTAS — Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER — Upto 54% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,533*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,375*

Panasonic — Convertible 7 with additional AI mode — Upto 48% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,575*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,842*

GENERAL — THE EXTREME MACHINE — Upto 17% DISCOUNT
1 Ton 5* Inv. EMI ₹3,858*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹4,958*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹5,042*

BLUE STAR — 80 YEARS OF TRUST — Upto 50% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,375*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,725*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,583*

Haier — 10sec. Supersonic Cooling — Upto 53% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,625*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,917*

Carrier — Hybrid jet Technology with SED (Smart Energy Display) — Upto 53% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,408*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,708*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,708*

LLOYD — 5 in 1 expandable with AQ tech — Upto 51% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,500*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹3,025*

SAMSUNG — Wind Free Cooling with 23000 microholes — Upto 47% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,375*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,583*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹4,200*

Whirlpool — 6th Sense Technology — Upto 55% DISCOUNT
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,917*

MITSUBISHI HEAVY DUTY — Eco Smart Hyper Inverter Electricity Saving Upto 65% — Upto 16% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹4,420*
1.6 Ton 3* EMI ₹5,420*
2.2 Ton 5* Inv. EMI ₹9,520*

Godrej — Tri Filtration System — Upto 41% DISCOUNT
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,167*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,317*
2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,000*

WINDOW AC — VOLTAS · Carrier · BLUE STAR · GENERAL · HITACHI · LG · LLOYD
1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton
EMI ₹2,042* onwards
Upto 36% DISCOUNT

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 | enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

Scan to locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products..

RP-Sanjiv Goenka Group

spencers

MAGICAL HOURS 72

7TH - 9TH FEBRUARY

72 HOURS, UNMATCHED OFFERS!

MONTHLY BEST BUYS

33% OFF
স্মার্ট চয়েস অড়হর ডাল 1kg/ টাটা সাম্পান অড়হর ডাল 1kg
MRP ₹330/309

GET AT ₹693 ONWARDS
খন্তিক মিনিকেট/ বাসমতী চাল 10kg
MRP ₹700 Onwards

GET AT ₹239 +
আশীর্বাদ হোল হুইট আটা 5kg
MRP ₹270

GET AT ₹125/144
ডক্টরস' চয়েস সয়াবিন তেল 850g/ স্মার্ট চয়েস সর্ষের তেল 1L
MRP ₹170/170

BUY 2 GET 1 FREE*
গনেশ মশলা/ ক্যাচ/টাটা সাম্পান রেডি মশলা-র রেঞ্জ/ স্মার্ট চয়েস জিরা 100g
MRP ₹40 Onwards

GET AT ₹409/485
ডাবল টিক আমেরিকান আমন্ড 500G/ কাজু 500G
MRP ₹750/950

₹65 OFF
টাটা টি গোল্ড 500g
MRP ₹280

BUY ANY 3 @ ₹99
সফট্ ড্রিংকস এর রেঞ্জ 750ml (কোক-এর রেঞ্জ)
MRP ₹40

UP TO 55% OFF
পার্লে বিস্কুট এবং কুকিজ-এর রেঞ্জ 120g-1kg
MRP ₹60 Onwards

FLAT 30% OFF
মধু, জ্যাম, স্প্রেডস, কেচাপ, সুপ-এর রেঞ্জ

T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134

CIN: U51226WB2000PLC154278